Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারদামণি

শ্রী জয়ন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

3/432
LIBRARY
BANARAS
PRESENTED

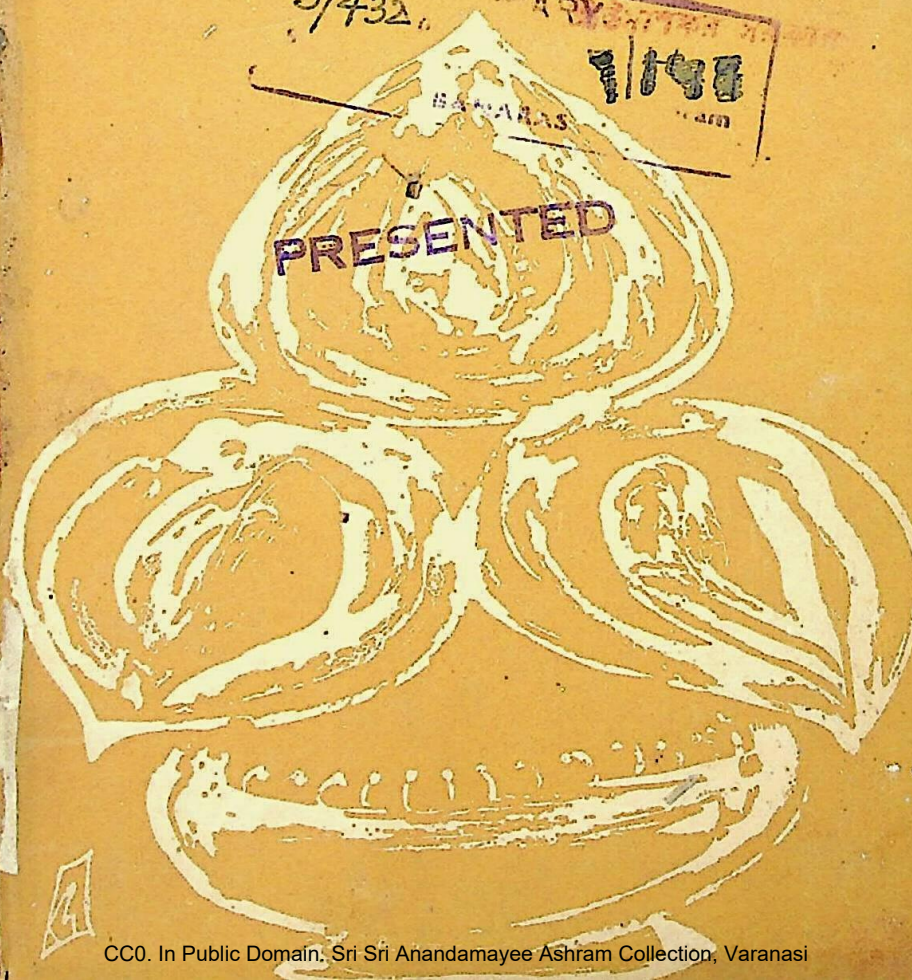

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

BHADAINI, VARANASI-1

No. 3/432

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

সারদামণি

শ্রীজয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

3/432

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

মূল্য-পাঁচসিকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক : ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন, ১৩৬৩

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ কর্তৃক
সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত

প্রিণ্টার : শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

LIBRARY
No. 7/149
Sri Sri Anandamayee Ashram
BANARAS. 3/432

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ ভূমিকা ॥

এ' বই-এর ভূমিকার আগেও একটি ভূমিকা আছে। সেটি হ'ল এই :

প্রীতিভাজনেষু অমল বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বই নিয়ে এসে একদা বলেছিল : "দেখেছেন, কি অদ্ভুত মলাট্-টা বই-এর ?" বইটি অচিন্ত্য সেনগুপ্তের পরমাপ্রকৃতি সারদামণি। অমলের শ্রদ্ধেয়াযু বড় বৌদি এই বই-এর উপর নিজের গরদের কাপড় কেটে মলাট দিয়েছেন। কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন এই বলে,—"আহা, মায়ের ছবি, ধুলো পড়বে এর উপর—তাই মলাট দিয়েদিলাম। বইটা হাতে নিয়ে নিস্পন্দ হ'য়ে ভেবেছিলাম কিছুক্ষণ। ভেবেছিলাম—বই-এর ওপর আঁকা ছবি, সেই ছবির ওপর ধুলো পড়া যে মহিয়সী মহিলার সহ্য হয় না, তাঁর পক্ষে পায়ের একটি ধূলিকণাই তো সর্ব্ব-অকল্যাণকে দূরীভূত করার পক্ষে যথেষ্ট। অমলকে বলেছিলাম—"তোমার বড়বৌদিকে আমার সহস্রকোটি প্রণাম দিও।"

কি জানি কেন ঐ ঝকঝকে গরদের মলাটটি আমার মনের অবচেতনায় গেঁথে গিয়েছিল। আর এই স্পর্শলাভের জন্যেই এ' বই লেখা আমার।

স্বনামধন্য তথা প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকদের লেখা মায়ের জীবন-কাহিনীর তো অভাব নেই। তবু, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, আমার এ' প্রচেষ্টা কেন ?

অনন্ত আকাশের প্রত্যেকটি তারকাকে কেউ কখন কি গুন্‌তে পারে ? —পারে না। আমার মা সারদাও তো সেই মহাকাশ। তাঁর জীবন ইতিহাসের সংখ্যাহীন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের সন্ধান আমার মত দীনতম মানুষ পাবে কি ক'রে ? এ' যে অসম্ভবের অসম্ভব।

আমি শুধু অমলের বড়বৌদির মত মলাট দিয়েছি। এ' মলাট গরদের হ'ল কি না তার বিচার কি আমি করব ?

দুটি গ্রন্থ থেকে এই রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছি : (১) শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য (২) সারদা-রামকৃষ্ণ—শ্রীদুর্গাপুরী দেবী।

রাণাঘাট, নদীয়া : জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া

শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী বন্দ্যোপাধ্যায়কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭|১৪৭

বৈদিক যুগের কথা বলছি।

তখনকার সময়ে পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিকতায় মহীয়সী নারী যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন—গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, উভয়ভারতী, লোপামুদ্রা প্রভৃতি। সারাজীবন তাঁরা কাটিয়েছিলেন সেবার ব্রত নিয়ে ও সংযম ও ভগবানের নাম নিয়ে। এক একজন ছিলেন সর্ব্বকারুণ্য ও সাধিকার বিশেষ বিশেষ আধার হ'য়ে, ইতিহাসের পাতায় এঁরা স্মরণীয়া ও বরণীয়া, যেহেতু তাঁরা যা মানুষের প্রাপ্তির দুর্লভতম তারই প্রতিক্ষায় জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন সম্পূর্ণতার অঞ্জলি দিয়ে।

সে কতদিনের কথা—কত পুরোনো সে আলেখ্যগাঁথা!

সে সোনার যুগের পর এক একটি শতাব্দী এসেছে আর গেছে, কিন্তু সে মহীয়সী নারীমূর্ত্তির আর পুনরাবৃত্তি ঘটে নি।

অবশ্য এমন কথা আমি বলছি না যে প্রাচীন এ 'ভারতভূমির গর্ভ থেকে উত্থিত প্রখ্যাতা নারীমূর্তির ভাণ্ডার একেবারে শূন্য হয় নাই। এখনও দেশে বিদেশে—তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কি বিজ্ঞানে, কি দর্শনে, কি রাজনীতিতে, কি সমাজনীতিতে ভারতীয় নারীর অবদান সুযোগ্যতার কোষ্টিপাথরে এখনও অমোঘ ও সর্ব্বজনবিদিত।

কিন্তু…।

কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে প্রচারের ঐশ্বর্য্যকে সর্ব্ববিধ উপায়ে এড়িয়ে ছোট্ট একটি ভগ্নপ্রায় কুটিরকে আশ্রয় ক'রে শুধু পরমা-প্রকৃতির সাধনায় মিশে যেতে পেরেছে কোন্ নারীমূর্ত্তি? কেউ না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা স্বামী যার সাক্ষাৎ নারায়ণ, যাঁকে চোখের দেখা দেখতে আসমুদ্রহিমাচল পর্য্যন্ত মানুষের ভীড়, যাঁর অমৃতবাণী দেশবিদেশে পরিব্যাপ্ত সেই মানুষের সান্নিধ্যের আড়ালে বিচ্ছিন্নতাকে দূর ক'রে সকল কল্যাণের কল্যাণী হ'য়ে সারাজীবন নিস্তব্ধতার ভেতর শুধু ভগবানকে ডেকে গেল কোন্ নারী ? এরও উত্তর—কেউ না।

বৈদিক যুগের অন্তে বহু বহু শতাব্দীর শেষ হয়ে যাওয়া—আর এই কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আঠারশতকের শেষাব্দ পর্য্যন্ত এই "না" কথাটাই প্রামাণিক হয়ে থেকেছে।

অবশেষে···

দীর্ঘকালব্যাপী এই শূন্যতার ভেতর ষোড়শোপচারের মাধ্যমে পূর্ণতার নৈবেদ্য সাজানোর জন্যেই উণবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মা সারদার কল্যাণময়ী আবির্ভাব !

এ' আবির্ভাব সেই পংক্তীতে যার কোন বিশেষণ নেই, ব্যাঞ্জনা নেই, নেই কোন বিশেষ তুলনা। শুধু ঘট্‌বে বলেই এ' আবির্ভাব, কেবল বিধাতাপুরুষের অদৃশ্য যোগাযোগতত্ত্বের অলঙ্ঘনীয়তার জন্যেই ছোট্ট মেয়ে সারদার ধরাতলে সম্পূর্ণতার সজ্জা নিয়ে নেমে আসা। সম্ভবামি যুগে যুগে—এ' চরমসত্যের সন্ধিপূজায় মার আগমন ! মুমূর্ষু ক্ষয়িষ্ণু লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরাত্মার ভেতর থেকে কান্না উঠেছিল বলেই বিশ্বপ্রসবিণীর পূর্ণ-বোধন ! আমরা তাকে ডেকেছিলাম তাই তিনি এসেছিলেন ! অমাবস্যার নিবিড় কালো অন্ধকারের মধ্যে আলোর জন্যে হাহাকার উঠেছিল সন্তানের—তাই তিনি মাতৃস্বরূপিণী হ'য়ে এসেছিলেন দীপাবলী সাজাতে—।

এক একটি বিশেষ জীবন, এক একটি অনন্যসাধারণ ইতিহাস···· পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ার আগে অঘটনের পর্য্যায়ে সেই জীবনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরের স্বাক্ষর! দুয়ে দুয়ে চার যেভাবে মিলে যায়, এই স্বাক্ষরের তেমনি অকাট্যতা! জীবের জন্মগ্রহণের যে গতানুগতিক ধারা, তার উর্দ্ধে অন্যকোন মহাইঙ্গিত জড়ান ও মেশান থাকে অবতারতত্ত্বের নামভূমিকায়! লক্ষ্য কোটি মানুষের জন্মের সঙ্গে তার মিল নেই—গণ্ডীভাগের মহিমা সেখানে অনস্বীকার্য্য; এমন একটি অলৌকিক অধ্যায়ের সেখানে নিঃশব্দ পদসঞ্চার যে গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষের সকল বিশ্লেষণ ও বিচার ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে! আমাদের যা বুদ্ধির অগম্য; যা চিরাচরিত বৈজ্ঞানিক ধারণার পরিপন্থী তার সমাধি রচনা করেছে সেই সব জীবন-ইতিহাস। শেষরাত্রে শেফালিকা গাছের তলায় ফুলের আস্তরণ কে বিছিয়ে রাখে তার মর্ম্মকথার যেমন বিশ্লেষণ নেই. তেমনি নেই বিগতপ্রাণ মানুষের সমাজে বিশেষ পুরুষ-প্রকৃতির বরাভয়ের মূর্ত্তি নিয়ে অবতরণের তাৎপর্য্যের! তাঁরা আসবেন স্থির নির্ম্মল প্রশান্তির বাণী নিয়ে—এ'টাই চরমতম সত্যি আর তারই জন্যে জন্মের অবিশ্বাস্য ইতিবৃত্ত।

মা সারদামণির বেলাতেও তাই! সেই আলৌকিকতত্ত্বের পুনরাবৃত্তি। তা না হ'লে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দীনহীন সেবক ও পূজারী ন্যায়নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র মুখুজ্জে আচমকা স্বপ্ন দেখবেন কেন?

মানুষ স্বপ্ন দেখে রাত্রে—তিনি স্বপ্ন দেখলেন দিন দুপুরের বার বেলায়। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, ধূ ধূ করছে মধ্যপ্রান্তর—বৈশাখের জ্বলন্ত সূর্য্য মুঠো মুঠো আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। জ্বলে উঠেছে মেদিনী, পুড়ে উঠেছে লতা পাতা, খাল বিল…। অনন্ত বিশ্ব যেন অগ্নিস্রাবী সূর্য্যের তাড়নায় ক্লান্ত। সেই সঙ্গে বাঁকুড়া জেলার অনামী অখ্যাত জয়রামবাটিও। রামচন্দ্র দিবানিদ্রায় মগ্ন। সেই সাতসকালে-পূজো আহ্নিক শেষ ক'রে দু একঘর যজমান বাড়ীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজকর্ম্ম সেরে বাড়ী এসে সংসারের খুঁটিনাটি সারতে সারতেই দুপুর গড়িয়ে যায়। এরপর দুমুঠো অন্ন—তারপর একটু বিশ্রাম।

এ' বিশ্রাম রামচন্দ্র রোজই নেন—সেইসঙ্গে চোখদুটো আপনা থেকেই বুঁজে আসে!

সেদিনও সেই বিশেষ স্মরণীয় দিনের এক মুহূর্ত্তে—রামচন্দ্রের দুটো চোখ ঘুমে বুঁজে এসেছিল! খড়ের আস্তরণ দেওয়া ছোট্ট একরত্তি একটি ঘর—কাঠের একটা চৌকী, ঋজু ঋজু দুটো জানালা; এদিক ওদিকে রাখা দু একটা বাক্স প্যাটরা—রামচন্দ্র মাদুরের ওপর শুয়ে কেমন একটি দিব্যভাবে অভিভূত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু কে জানত সেই দিনের ঘুমের আচ্ছন্নতার ভেতর ছোট্ট একটি হেমাঙ্গী কচি মেয়ে সুঠাম দুটি হাত দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরবে? কেউ ভাবে নি—রামচন্দ্রও নয়। স্বপ্ন দেখলেন, গলা জড়িয়ে ধরে অদ্ভুত মিষ্টিসুরে বল্লে সেই নানালঙ্কারবিভূষিতা ফুলের মত লাবণ্যময়ী মেয়েটি—"এই আমি তোমার কাছে এলাম"। দু' তিনবার এই কথাকটির উচ্চারণ—তারপরেই রামচন্দ্রের ঘুম আচমকা ভেঙে যায়: মাদুরের ওপর তিনি উঠে বসেন ধড়-মড়িয়ে। চারিদিকে তাঁর চোখদুটো অন্বেষণ করে বেড়ায় কিসের এক অজানিত সন্ধানে—কেউ নেই কোথায়, জনপ্রাণীও নেই, নিস্তব্ধ দুপুরে তার ছায়া নেমে আছে গোটা বাড়ীটায়। রামচন্দ্র ভাবতে থাকেন—চিন্তার ভেতর এ স্বপ্নের কোন সূত্র খুঁজে পান না কেমন যেন সব বেসুরো হ'য়ে ওঠে—বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্নের কোন সম্বন্ধ থাকে না। এ রকম স্বপ্ন ত কোনদিনই তিনি দেখেন নি—বহু স্বপ্নদর্শনের ভেতর এ এক অনাস্বাদিত পরিচয়।

ছোট্ট মেয়ে—এক গা সোনার অলঙ্কার—ঢলঢলে মুখচ্ছবি আর ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঁচটি শব্দ—"এই আমি তোমার কাছে এলাম"—। কিসের এক শিহরণে দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণ স্তব্ধ হয়ে যান—সারা দেহ তাঁর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। স্বপ্নে দেখা সেই ছোট্ট মেয়েটি যেন গোটা বাড়ীটায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

যোগাযোগ যখন আসে—তখন তার নিঃশব্দ আগমনের ভেতর কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকে না। এক একটি জীবন, এক একটি দুর্লভতম মহাপ্রাণ যখন জীবের মুক্তির কামনা নিয়ে আসে—অর্থাৎ সেই 'সম্ভবামি যুগে যুগে' সত্যবস্তুর সার্থকতা—এর ভেতর এমন এক একটি আলৌকিক ঘটনা জড়ান থাকে যার সঙ্গে তার্কিক বুদ্ধির কোন সম্বন্ধ নেই। রামচন্দ্রের এ স্বপ্ন-ও তাই। তিনি একদিকে যে স্বপ্ন দেখে এক বৃহত্তম সম্ভাবনায় উল্লসিত হয়ে উঠ্‌লেন, তারই আর এক চরম ইঙ্গিতের পুনরাবৃত্তি ঘটল সারদার মা শ্যামাসুন্দরীর-ও বেলায়। তিনিই বা বাদ যাবেন কেন—তিনি যে মা সারদার মা!

তিনি কি দেখলেন? তিনি স্বপ্ন দেখলেন না স্বামীর মত—দেখলেন বাস্তবের পরিপ্রেক্ষীতে প্রখর সূর্য্যালোকের ভেতর।

ঘটনাটি এই।

শ্যামাসুন্দরী তখন বাবা মায়ের কাছে অর্থাৎ পিত্রালয়ে। যাচ্ছিলেন শৌচের কাজে বাড়ীর সামনের ছোটখাট জঙ্গলটায়। তাড়াতাড়িতে বসে পড়েছিলেন একটা বেলগাছের তলায়।

হঠাৎ…। কিসের একটা শব্দ? ঠিক যেন ঝুমুর বাজছে—ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্। শ্যামাসুন্দরী কানপেতে শুনলেন সেই শব্দ।….দিকনির্ণয় করার কোন সুযোগ পেলেন না তিনি: পরিষ্কার দেখতে পেলেন বেলগাছটা থেকে একটি ফুটফুটে মেয়ে এসে তার গলা জড়িয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরল…। একটি পলকেরই সে ব্যাপার—কিন্তু শ্যামাসুন্দরীর স্নায়ু ও শিরা উপশিরায় একটি অবসাদের ছায়া নেমে আসে যেন। তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়লেন।

একটি স্বপ্ন, আর একটি অঘটন। একদিকে রামচন্দ্র আর একদিকে শ্যামাসুন্দরী। একজন বাবা আর একজন মা। স্বপ্নের সেই মেয়ে আর এই অঘটনের মেয়ে—এই মেয়েই উনবিংশ শতাব্দীর পরমাপ্রকৃতি—সারদামণি।

পিত্রালয় শিওড়গ্রাম থেকে অঘটনের এই সম্পদ নিয়ে শ্যামাসুন্দরী ফিরে এলেন জয়রামবাটিতে। চুপি চুপি এ কথা বল্লেন বিস্ময়াবিষ্ট রামচন্দ্রকে—তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত সব কথা শুনলেন স্ত্রীর কাছ থেকে। নিজের দিনদুপুরে দেখা স্বপ্নের কথাও বাদ গেল না। চোখদুটো কপালে তুলে তিনিও শুনে গেলেন সব। স্বামী-স্ত্রীর ভেতর সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল—যা ঘটেছে তার ব্যাপক অর্থ আছে, তার সম্ভাবনাও সুদূরপ্রসারী আর সেই সম্ভাবনাকে গোপনীয় রাখাই বিধেয়। ভবিষ্যতের ইতিহাসে হয়ত বা এই অঘটনের নিগুঢ় রহস্যভেদ মানুষের সাধ্যাতীত—দূর অন্তরীক্ষের ভগবান এই রহস্যের মর্ম্মকথা জানেন হয়ত!

দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস—শ্যামাসুন্দরী সন্তান সম্ভাবনায় মুখর হয়ে উঠ্‌লেন। যাকে আবাহন করে আনা—সেই তাঁদের দীনতম সংসারে প্রথম সন্তানের অভিষেক। দশমাস দশদিন পূর্ণ হ'ল শ্যামাসুন্দরীর—গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা গেল, শরৎ গেল—হেমন্তের অবসানে শীতের পদধ্বনি শোনা গেল জয়রামবাটির নগন্য কুটির প্রান্তে—

তারপর। একটি মহাস্মরণীয় দিনের শেষে একটি রাতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্যাণতম মূহূর্ত্তে শ্যামাসুন্দরী জন্ম দিলেন একটি কন্যাসন্তানের—যে কন্যা তুলনাহীন—যাঁর আশীর্ব্বাদে ভারতবর্ষ ধন্য হয়ে গেছে।

এই মেয়েই আমার মা,—সকলের মা! এই মেয়েই সর্ব্বকারুন্যের আধারভূতা সারদা: রামচন্দ্র শ্যামাসুন্দরীর প্রথম অক্ষয় ও অব্যয় মেয়ে!

সন ১২৬০ সাল; আট-ই পৌষ, কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে রাত্রি দুই-দণ্ড সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্ম্মিণী সারদার জন্ম হয়। এ তারিখ, জন্মের এ মূহূর্ত্তটি অবিস্মরণীয়। বাংলার ইতিহাসে—এ এক বিশেষ মূহূর্ত্ত। ওদিকে রামকৃষ্ণদেবের অথবা গদাধরের আবির্ভাবের মূহূর্ত্তটি যেমন যুগান্তরের মূহূর্ত্ত—তেমনি জয়রামবাটির কুটিরে সারদামণির জন্মের এ তারিখটি-ও।

রামচন্দ্র কন্যার মুখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন স্বপ্নের দেখা সেই মেয়ের সঙ্গে—সেই একই ছবি, সেই একই অনুবৃত্তি। শ্যামাসুন্দরীও তাই দেখেন—শিওড়ে বেলগাছ থেকে নেমে আসা সেই হেমাঙ্গিণীই এসেছে তাঁর কাছে।

আসা নয়—আগমন। যেমন দশপ্রহরণধারিণী মা দুর্গার আগমন গৃহস্থের মঙ্গলঘট সাজানো অঙ্গনে। এ জন্ম যেন তাই।

মৃত্তিকার গর্ভ থেকে যেমন অঙ্কুরের উদ্গম আর তার স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধির মহিমা—তেমনি করেই ছোট্ট শিশু সারদার তিল তিল করে বেড়ে ওঠা জয়রামবাটির রামচন্দ্র-শ্যামাসুন্দরীর দরিদ্র সংসারে। তাঁদের সংসারে অর্থের পরিমাণ শূন্যঅঙ্কে থাকলেও—গভীরতম স্নেহের মহাসমুদ্রের ঢেউ-এর অভাব কখনই হয় নি। এই সংখ্যাহীন ঢেউ-এর উচ্ছ্বাসের মাধ্যমেই সারদার শশিকলার মত বৃদ্ধি। বাড়ীতে মানুষের অভাব ছিল না—রামচন্দ্রের তিন তিনটি ভাই একই বাড়ীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একান্নবর্ত্তী পরিবারে সুখদুঃখের সমব্যাথী হয়েই বাস করতেন। তিনটি ভাই-এর নাম যথাক্রমে ত্রৈলোক্যনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র আর নীলমাধব। নীলমাধব বিয়ে থা' করেন নি কখন—তাঁর সব স্নেহ ও মমতার প্রতীক ছিলেন ঐ 'ছোট্ট মেয়ে সারদা। তিনি নিজের মেয়ের মতই সারদাকে দেখতেন। 'রোজ আনা রোজ খাওয়ার' যে সংসার—তার ভেতর দৈনন্দিনের অভাবের উত্তাপ থাকলেও—হৃদয়-বোধের যে প্রবাহিনী তা শুষ্ক হয় নি জয়রামবাটির সংসারে। আর এই প্রবাহিনীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েই এক বছর দুবছর করে সারদার জীবনে ছ'টি বৎসরের শুভ পদার্পণ। এই পদার্পণের ভেতর যে সাতন্ত্রের বিকাশ তাও ভেবে দেখার মত। একটা অদ্ভুত দলছাড়া প্রাণের প্রকাশ ঐ টুকু মেয়ে সারদার ভেতর মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। সকলের ভেতর যে উচ্ছলতা, অন্য শিশুদের ভেতর যে স্বাভাবিক বৃদ্ধির তত্বটুকু—তার থেকে ভিন্ন ও একক ছিলেন তিনি। খেলাধূলোর যে চাঞ্চল্যময় পরিবেশ—তার থেকে বহুদূর দিয়ে ছোট্ট মেয়ে সারদা চলেছিলেন। শিশু বয়স থেকেই তিনি একক—নিঃসঙ্গ ও সমাহিতা। স্বয়ং সম্পূর্ণতা ঐ টুকু বয়স থেকেই—কোথা থেকে কি এক বিচ্ছিন্নতা তাঁকে পংক্তী থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতেন কম – কথা বলতেন-ও কম—আত্মকেন্দ্রিক আকাশেই তিনি বিচরণ করতেন। বহু-র ভেতর তাঁকে চেনা যেত অনন্যসাধারণ ছোট্ট মেয়ে সারদা ব'লে!

কামারপুকুর!

একদিকে জয়রামবাটি, পৃথিবীর বৈকুণ্ঠ বিশেষ আর এদিকে কামারপুকুর—দুনিয়ার এক কৈলাসতীর্থ। একদিকে পরমপুরুষ আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিকে পরমাপ্রকৃতি। প্রথমটিতে দীনের মধ্যে দীননাথ, ভক্ত মধ্যে আশুতোষ, আর দ্বিতীয়টিতে—অভয়দাত্রী অন্নপূর্ণা—শাশ্বতী জগদম্বা!

কামারপুকুরকে স্মরণ করে বিবেকানন্দের কথা হল—"ও স্থান হৃদসর্ব্বস্ব বাংলাদেশের হাড়পাঁজরার সম্পত্তি—সর্ব্বশক্তির সমাবেশ ওখানে—!"

তাই নয় ত কি! কামারপুকুরেই ত গদাধরের জন্ম—যাঁর প্রভাবে প্রতিটি ধুলিকণা ব্যক্তিবিশেষের অক্ষয় স্বর্গলাভের কারণ। ওখানেই ত সাংখ্যের পুরুষতত্ত্ব—বেদান্তের ব্রহ্মবাদ আর উপনিষদের অবিনাশী আত্মা!

এখানেই চন্দ্রমণি ক্ষুদিরামের ছোট্ট ছেলে গদাধর এসেছিলেন—যাঁকে নিয়ে বাবা মার দুশ্চিন্তার সীমা পরিসীমা ছিল না। কেমন যেন অদ্ভুত ধরণের—পাগ্‌লাটে পাগলাটে ভাব! কাপড় চোপড়ের ঠিক নেই—মা বলতে অজ্ঞান। চোখের ভেতর অসীম সুদূরের ছায়া—যা লক্ষ কোটি চোখের ভেতর নেই। দলছাড়া, বর্ণছাড়া, সমাজ-ছাড়া এ ছেলে যেন এ পৃথিবীর-ই নয়। এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—রাত বেরাত জ্ঞান নেই—পর আপন সবই যার কাছে এক। বকোঝকো—গালাগালি দাও—মুখে এক অপার্থিব ক্ষমার সঙ্কেত। কখন খাওয়া, কখন স্নান, কখন ঘুমুনো—তার নেই কোন হিসেব—হয়ত বা না খেয়েই দু' একটা দিন কাটিয়ে দিল গদাধর। কি যেন খুঁজে খুঁজে বেড়ায় অহোরাত্র—বিড়বিড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলে। কারুর সঙ্গে মেশে না—কথা বলে না—কেমন একটা জবুথবু ভাব ছেলের। কালীকামূর্ত্তির সামনে বসে বসেই অজ্ঞান হয়ে যায়—সাড় থাকে না—দেবদেবীর ওপরই যেন সর্ব্বস্বের টান ছেলের।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেউ বলে ভণ্ড, কেউ বলে অপগণ্ড—কেউ হেঁসে উড়িয়ে দিয়ে বলে—ক্ষুদিরামের ছেলেটা শেষপর্য্যন্ত পাগলামীর ছিট্ নিয়েই জন্মেছে—ওর কিচ্ছু হবে না। সব কথা কানে আসে চন্দ্রমণির—কিছু ভেবে ঠিক করতে পারেন না, কি করা উচিত আর কি না করা উচিত। নিজেও ত ছেলেকে অষ্টপ্রহর দেখেন—সেই পাগল পাগল ভাব, অসংলগ্ন কথা—গোটা কামারপুকুরের হাজারটা ছেলের সঙ্গেই ত নিজের ছেলের মিল নেই। দুশ্চিন্তায় তাঁর সর্ব্ব মন শুকিয়ে ওঠে—নানাবিধ অশুভ চিন্তায় চন্দ্রমণি কোন পথ খুঁজে পান না।

এর পরেই ডাক এল—যে ডাক মালাগাঁথার মত—অবতারের আবির্ভাব তত্ত্বের আগে যা সুদূর অন্তরীক্ষের পরমব্রহ্মের ইতিহাসে তৈরী হয়েই ছিল!

এ ডাক দক্ষিণেশ্বর থেকে অর্থাৎ রানী রাসমণির কালীমন্দিরের পূজারী চাই। সে পূজারী এমন হবে যে রাসমণির মায়ের পূজা সার্থকতম হয়। সে মানুষ এমন হবে যাতে নরের ভেতর নারায়ণের রূপ প্রকট হয়ে ওঠে। চন্দ্রমনি শুনলেন এ কথা। শুনতেই যে হবে কেননা গদাধরের জন্যেই ত ঐ মন্দির আর ঐ ভবতারিণী! তিনি না এলে রাসমণির স্বপ্ন সার্থক হবে না যে!

ক্ষুদিরামের প্রথম পুত্র রামকুমারের হাত ধরে একদা গদাধর অর্থাৎ ঠাকুর কলিকাতা এলেন কামারপুকুর থেকে—। তাঁকে রাণী রাসমণি দেখলেন মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন দুচোখ ভরে—রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল তাঁর সর্ব্বদেহ বিশেষ পুরুষের দিব্যকান্তির ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে—দেখলেন মথুরবাবু—মনে হ'ল তাঁর কোন জন্মান্তরের পথপরিক্রমনায় এই অপার্থিব মানুষটিকে তিনি যেন দেখেছিলেন। এ মানুষ তাঁর অচেনা নয়। রাসমণি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝলেন মন্দিরের যোগ্যতম যে মানুষ তিনি তার সামনে, যে মানুষের মধ্যে ভক্তির মানস-সরোবর টলমল করছে। বলে দিলেন নবীন ব্রহ্মচারীকে—'এ মন্দির তোমার, এ ভবতারিণী তোমার আর প্রাণপ্রতিষ্ঠার দায়িত্বও তোমার।'

যার জন্যে গদাধরের আবির্ভাব, সেই কালী কপালিনীকে তিনি বুঝে নিলেন—এমন সে বোঝা যে কড়াক্রান্তির ভুল নেই তাতে। চোখের সামনে দেখলেন—সহস্রদল একটি রূপোর পদ্ম—তার ওপর দক্ষিণ দিকে মাথা করে শবীভূত শিব শুয়ে আছেন—বুকের ওপর পা রেখে ভবতারিণী। থরে বিথরে অলঙ্কার সাজান দেহে-কটিতটে খণ্ডিত নরমুখমালা। চারি হস্তে, একদিকে নরমুণ্ড আর কৃপাণ—অপার প্রান্তে দেবীর বরাভয় মুদ্রা—।

গদাধর বসলেন দক্ষিণেশ্বরে মাতৃআরাধনায়। সে এমন এক দুর্লভ আরাধনা যে বিশ্বসংসার ডুবে গেল তাতে। তিনি মিশে গেলেন পরব্রহ্মস্বরূপিনীর জ্যোতির্ম্ময়তায়……।

কামারপুকুরে পৌছল সে কথা। চন্দ্রমণিও শুনলেন। শুনলেন—ছেলে পাগল হয়ে গেছে মায়ের পূজারী হয়ে। ছেলের আর কোন কিছুর হুঁস নেই—কখন কাঁদে, কখন হাঁসে—মাঝরাতে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। পাড়াপড়শীরা ঘিরে ধরে চন্দ্রমণিকে। বোঝায় ছেলেকে এ ভাবে মা হ'য়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে? পেটে ধরে ছেলেকে কি বিবাগী হতে দেখবে? ওর বিয়ে দাও—বৌ ঘরে আন। বিয়ে না দিলে ও ছেলের মাথার রোগ সারবে না।

ভেবে দেখেন চন্দ্রমণি। নানাচিন্তার অন্ধকারের ভেতর তিনি আলো খুঁজে পান। সত্যিই ত! গদাধরের বিয়ে দিলেই ত সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঝামেলা মিটে যায়। হঠাৎ আবিষ্কার করে বসেন যে তাঁর শূন্য ঘরে একটি ছোটখাট বৌয়ের কত প্রয়োজন। গদাধরের যে অপ্রকৃতিস্থতার ভাব—তা নিশ্চয়ই সেরে যাবে বৌ ঘরে আনলে! গদাধর সংসারী হো'ক!

মন্ত্রণা সভা বসে কামারপুকুরে। চন্দ্রমণির সংসারে যে একটি বউ-এর দরকার—গদাধরের বায়ুরোগের যে সংবাদ এসেছে তার সাফল্য-ময় সমাপ্তি দুটো হাত এক করে দেওয়ার ভেতর। চন্দ্রমণি সায় দেন, রামেশ্বর সায় দেন—বাড়ীর আর সকলেও স্বীকৃতিতে যোগ দেন।

বাতাসের আগেই খবর চলে। দক্ষিণেশ্বর থেকে গদাধর শোনেন ষড়যন্ত্রের খবর। সংসারে মন বসাতে হবে তাঁকে—ভেসে গেলে চলবে না। এতটুকু চাঞ্চল্য এল না তাঁর—কেননা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ইতিহাস সবই তার জানা। কি ঘটবে আর কি ঘটবে না তার হিসেব ত তাঁরই কাছে।

বলে দিলেন তিনি—'জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখুজ্জের মেয়েটি কুটো বেঁধে পড়ে আছে', দেখ্‌গে যা—।

সব খবরই যে তাঁর জানা—সারদা কোথায় সর্ব্বসার নিয়ে বসে আছে সে খবর গদাধর ছাড়া আর কে জানবে?

রামেশ্বর এলেন জয়রামবাটিতে। সারদাকে দেখলেন—পছন্দ করে গেলেন। শ্যামাসুন্দরীকে বলে গেলেন—বিয়ের গোছগাছ কর—বর আমাদের তৈরী! তোমার এমন সোনার মেয়ে আমাদের বাড়ীতে ছাড়া যাবে কোথায়?

সত্যিই যাবে কোথায়? বিধাতাপুরুষ যে এই মহাবন্ধনের সূত্রটি আগে থেকেই তৈরী করে রেখেছিলেন। মহামায়ারই ত এ লীলা—এ খেলা ত তাঁরই। গদাধর পুরুষ—সারদা ত প্রকৃতি। দুটি মূর্ত্তিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে অভেদ ও অবিভাজ্য। এই অভেদতত্ত্বটি-ই ত যোগমায়ার স্বরূপ! তা না হলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতী রাধিকার যুগলমূর্ত্তি কেন? প্রকৃতির আবাহনে পুরুষের সার্থকতা আবার পুরুষের শক্তি সাধনায় ঐ প্রকৃতিই একমেবদ্বিতীয়ম্! জলের সঙ্গে যেমন তার শৈত্য, সমুদ্রের সঙ্গে যেমন ঢেউ—মণির সঙ্গে যেমন বিভা—তেমনি এই পুরুষ ও প্রকৃতির লীলাতত্ত্ব!

স্রোত এসে মিশবে সমুদ্রে। মা সারদা হলেন সেই অনিবার্য্য প্রবাহিনী—ঠাকুর সেই বিরাট বারিধি।

ঠিক হয়ে গেল বিয়ের কথাবার্ত্তা। তিনশ' টাকা পণ দিতে হল শ্যামাসুন্দরীকে।

বারশ ছেষট্টি সালের বৈশাখের শেষ সপ্তাহের এক পূণ্যদিনে ছ' বছরের মেয়ে সারদা সহধর্ম্মিণীর মর্য্যাদা নিয়ে মহাবন্ধনে আবদ্ধ হলেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পাগল পূজারী গদাধরের সঙ্গে!

গভীর রাত। নিশুতি কৃষ্ণপক্ষ। নিথর কামারপুকুর—গদাধরের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে তেলের একটা পিলসুজ জ্বলছে শুধু। অঘোরে ঘুমুচ্ছে সারদা। গা ভর্ত্তি গয়না সারদার। সে শুধু জানে—এ সব তার, মাথার টিক্‌লী, নথ, কর্ণাভরন, বাজু, মল—সবই ত চন্দ্রমণি তাকে দিয়েছেন বৌ বলে। ধার করা কিন্তু সে ত আর জানে না এ সবই বড়লোক লাহাবাবুদের কাছ থেকে—সবই দুদিনেরমাত্র—নির্দ্দিষ্ট দিনে সবই ফেরত দিতে হবে।

গদাধর এ খবর জানতেন আর জানতেন বলেই ত এই নিশুতি রাত্রে চোরের মত ঘুমন্ত সারদার গা থেকে এমনি করে সোনার গহনাগুলো খুলে ফেলা। সব কিছুই ত ঐ পরমপুরুষের জানা যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবিষ্যতের সাধিকা সারদাকে ত নিরাভরনার মাধ্যমেই মানাবে—স্বর্ণময় আভরন ত তাঁর সহধর্ম্মিনীর জন্যে নয়—। তিনি ছাড়া এ সব খুলবে কে ?

সকাল বেলা ঘুম ভেঙে সারদা দেখল—কোন কিছুই তাঁর নেই—সোনার 'স'-ও নেই। কতকগুলো এয়োতীর চিহ্ন শাঁখা আর রুলী আছে শুধু। সারদা কাঁদল না, অভিমানেব স্রোতে ভেসেও গেল না। ঐ টুকু মেয়ে বুঝে নিল—এ শূন্যতারও প্রয়োজন আছে তাঁর জীবনে। সে যে গদাধরের বৌ যার গায়ে পয়সা ঠেকালে সর্ব্বশরীর কুঁচকে যায়। চন্দ্রমণি সারদার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বলেছিলেন—মা, গদাই তোমাকে এর চেয়েও ভাল ভাল অলঙ্কার কত গড়িয়ে দেবে !

ছ' সাত বছরের মেয়ে সারদা—তখনই তার বিয়ে। এখনকার যুগে এ সব ত কল্পনারও বাইরে। তখনকার সময়ে এই প্রথাই ছিল চলতি—তার থেকে সারদাও বাদ যায় নি।

সারদামণি লেখাপড়া শিখেছিলেন কি শেখেন নি, নাম দরখস্ত করতে পারতেন, কি পারতেন না তার সম্বন্ধে কৌতুহল অমূলক নয়।

আজকালকার যে লেখাপড়া তা অবশ্য সারদামণির পক্ষে অসম্ভব ছিল তখনকার সময়ে। মেয়েদের লেখাপড়ার রেওয়াজই ছিল না—স্কুল কলেজের ব্যাপার ত বহুদূরের কথা। বাবা মার কাছে একটু আধটু তিনি শিখেছিলেন এই যা—যাকে মোটামুটির আখ্যা দেওয়া চলে। লেখাপড়া করবেন-ই বা কখন ? তাঁর জন্মের পর রামচন্দ্রের পরপর প্রসন্ন, উমেশ, কালীকুমার, বরদাপ্রসাদ ও অভয়—এই পাঁচ ভাই-এর জন্ম হয়। এই পাঁচ ভাই-এর তিনি ছিলেন দিদি—আর সে সত্যিকারের দিদি ! শ্যামাসুন্দরী কতটুকুই বা দেখতেন—দেখাশুনা, খাওয়ান, স্নান করান, কোলে পিঠে করে মানুষ করা সবই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust Funding by MoE-IKS
3/432

করতেন তিনি। আর হাজার রকমের এই কাজের জন্যে লেখাপড়া করার সময় পেতেন কতটুকু? বর্ণ পরিচয় পর্য্যন্ত যে তিনি এগুতে পেরেছিলেন এই যথেষ্ট। তবে এই বর্ণ পরিচয়ের মানে এই নয় যে কোন কিছু তিনি বুঝতেন না। কোথায় কোন কথকতা, কোথায় কোন মণ্ডপে ভাগবতপাঠ, কোথায় কার বাড়ীতে রামায়ণ শোনা—সারদামণির এ সব বাদ ছিল না। বুঝতেন সব—উপলব্ধি করতেন সব কিছু। সাধারণের থেকে অনেক বেশী অনুভূতি তাঁর ছিল আর ছিল বলেই অল্প শিক্ষার বাধা বড় হ'য়ে ওঠে নি তাঁর জীবনে।

ছোট্ট বয়সে বিয়ে হলে যা হয়—তাঁরও তাই হয়েছিল। স্বামী সঙ্গ তাঁর ঘটে ওঠে নি। গদাধরকে পূর্ণ ভাবে পান নি তিনি। বিয়ের পর সেই সাত বছর বয়সে একবার স্বামী দর্শন—তারপর কম্‌সে কম তেরো আর চোদ্দ বছর বয়সে কামারপুকুরে দুবার দেখা—এই যা। দক্ষিণেশ্বরে গদাধর—আর জয়রামবাটিতে তিনি—এই ব্যবধানের ভেতর ছেদ পড়ে নি দীর্ঘকাল ধরে। সারদা কল্পনায় ছবি আঁকতেন দেবদুর্লভ স্বামীর—কিন্তু কাছে পাওয়ার যে অনস্বীকার্য্য তাগিদ তা তখনকার দিনের সমাজে মূল্যহীনই ছিল।

১২৭৮ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমা—রামচন্দ্র মেয়েকে নিয়ে চলেছেন দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে পতিতপাবনী মা গঙ্গায় স্নানের ইচ্ছা দু' জনেরই। সেই সঙ্গে আরো একটি ইচ্ছা—মেয়েকে দক্ষিণেশ্বরে গদাধরের কাছে রেখে আসা। রামচন্দ্র বুঝেছিলেন মেয়ের স্বাভাবিক ইচ্ছাটুকু—অর্থাৎ সারদার মনপ্রাণ দীর্ঘদিন ধরে যে পড়ে আছে গদাধরের কাছে সে খবর তিনি বুঝেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথে মা জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়লেন হঠাৎ! দীর্ঘ পথ এখন যে পথের অর্দ্ধেকও পড়ে।

রামচন্দ্র মেয়েকে নিয়ে উঠলেন অখ্যাত অনামী এক পান্থশালায়।

তারপর? এ এক কাহিনী, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যার উত্তর বোবা হয়ে যায়।

একটি মেয়ে-কালো গায়ের রং, কোথা থেকে কে জানে, এসে বসেছিল মায়ের পাশে। চোখ মেলে সারদা দেখলেন মেয়েটি বসে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। অদ্ভুত মুখের গড়ন—যা লক্ষ কোটিতে মেলে না—এ মেয়েকে সারদা কোন দিনই দেখেন নি! পরিচয় দিলে শুধু যে সে আসছে দক্ষিণেশ্বর থেকে। মা-ও বল্লেন তাঁরও যাত্রা ঐ দক্ষিণেশ্বরে, সেখানে মন্দিরের পুরোহিত-ই তাঁর সর্ব্বস্ব, তাঁর স্বামী। অনামী ঘনশ্যামবর্ণা মেয়েটি আশ্বাস দেয় মাকে, জানিয়ে দেয় যে এ রোগযন্ত্রণার অবসান ঘটবে—সে নির্ব্বিঘ্নে পৌছুবে দক্ষিণেশ্বরে—কোন ভাবনা নেই। সারদা বল্লেন—"তুমি আমার কে হও?" উত্তর দেয় মেয়েটি—"আমি তোমার বোন হই"।

তার পরের দিনের সকাল—কোথায় জ্বর, কোথায় তার জ্বালা—সব যেন কর্পূরের মত উবে গেছে। সে মেয়েটিও নেই—কোথায় যেন চলে গেছে। রামচন্দ্র সারদা খোঁজেন তাকে—অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ থেকে যায়।

এ ঘটনাটিকে কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আনা যায়? কোন যুক্তি আছে এর মর্ম্ম কথা উদঘাটনের? কোন কিছুই নেই—থাকা সম্ভবও নয়। যা অসাধারণ—তা চিরকালই গুহ্য—স্থূল বিচারবুদ্ধি সেখানে সর্ব্বকালে অপাংক্তেয়। যোগাযোগের অলঙ্ঘনীয়তার মতই সে ঘটনার আবির্ভাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ত্রীকে আনন্দময়ী মা বলে ষোড়শোপচারে পূজো করা—এ কোথাও কেউ শুনেছ, না কোন মহাপুরুষকে ইতিহাসের পাতায় পাওয়া গেছে? পাওয়া যায় নি কোথাও। কেননা এ' এক অবিশ্বাস্য আলেখ্য সাধক-সাধিকা-জীবনের—এ' এক সুদুর্লভ মহিমা ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু ঠাকুর নিজের স্ত্রী সারদাকে নিয়ে তাই করেছিলেন। এ' পূজা গোটা জীবনের—সমস্ত হৃদয়বৃত্তি দিয়ে ও সকল স্থূল কামনার সমাধি রচনার ওপর। সহধর্ম্মিণীর মূর্ত্তির ভেতর বিশ্বপ্রসবিনীর আবাহন ও তারই ছায়ায় সাধকত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ—এ' ঠাকুরই করেছিলেন—অন্য কেউ নয়। ভাবতে পারা যায় না কত অসম্ভব এ'—কত কঠিনতম এ' পূজো! স্মরণেই তো রোমাঞ্চ,—অনুভূতির সামান্য কণা দিয়ে এই জিনিষের উপলব্ধি,—এ' তো সকল মানুষের চিন্তাশক্তির উর্দ্ধে!

কিন্তু রামকৃষ্ণের দিব্যজীবনে—যিনি একাধারে রাম ও কৃষ্ণ, তিনিই এ' মহাতত্ত্বে সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

১২৮০ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ঠাকুর মা সারদাকে নিয়ে পূজোয় বসেছিলেন সাধনার প্রদীপ সাজিয়ে—কাম মোহের বিসর্জ্জন দিয়ে।

হৃদয় ও দীনু গুছিয়ে দিয়ে গেল সে মহাপূজার আয়োজন সম্ভার,—থরে থরে জমে উঠ্‌ল ফুল, বিল্বপত্র, কোষাকুষি ও মালার স্তূপ। নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাত্রের গভীর অমানিশার সন্ধিক্ষণে প্রদীপের উর্দ্ধশিখা জলে ওঠে।

এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত—সারদা ঠিক করতে পারেন না কোন কিছু। দয়িতের কাছ থেকে যদি বা আহ্বান এল—তারও এই রূপ: যাকে বোঝা যায় না; চেনা যায় না। আকাশপাতাল ভাবতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে এসে হাজির হলেন ঠাকুরের সামনে—পরম-পুরুষের সামনাসামনি !

নিবাত নিকম্প পৃথিবী—দক্ষিণেশ্বরে একটি প্রাণীও জেগে নেই ! কালিগোলা অমাবস্যার অন্ধকার—প্রপঞ্চ জগতের যেন যোগসমাধি চলেছে।

সাধক বসলেন সাধিকার পূজায়। পরমপুরুষ বসলেন পরমা-প্রকৃতির আবাহনে।

নিজের হাতে পট্টবস্ত্র পরিয়ে দিলেন সারদাকে—দেবীমূর্ত্তিকে নানালঙ্কার বিভূষিতা ক'রে তুল্লেন গদাধর—উনবিংশ শতাব্দীর পরম যুগপুরুষ। ছোট্ট দুটি পায়ে আলতা পরিয়ে দিলেন আর সেই পা দুটি ভবতারিণীর সোনার পায়ে রূপান্তরিত হ'তে দেখলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ! প্রদীপের উর্দ্ধশিখার সামনে সারদার ভেতর মহামায়ার স্বরূপ উপলব্ধি করলেন সেই মহামানব। সারদাকে বল্লেন, তুমি বন্ধন নও, তুমি মুক্তি। তুমি মায়া নও, তুমি যোগেশ্বরী। তোমার ভেতর প্রকৃতি স্বরূপিনীর প্রতিবিম্ব—তুমি আমার কালিকামূর্ত্তি শ্মশানচারিণী। তুমি এস আমার সাধনায় সর্ব্বশক্তির আধারভূতা হ'য়ে—তুমি আমাকে ব্রহ্মলোকের সন্ধান দাও।

পল থেকে মুহূর্ত্ত আর মুহূর্ত্তের মালা গাঁথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টার নিঃশব্দ অতিবাহন ! সারদার ভেতর আবির্ভূতা দেখলেন, চণ্ডিকাকে—যোগমায়াকে—অন্তরের অন্তঃস্থলের ভবতারিণীকে।

সারদা ডুবে যেতে লাগলেন গহনে ও গভীরে, অসীমতার মহাশূন্যতায়। কখন রাত শেষ হ'য়ে ভোর হ'য়ে যায় বুঝতে পারেন নি তিনি। ঠাকুর তখনও আসনে সমাধিস্থ—বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত।

ঠাট্টা, হাঁসি ও তামাসার স্বর ভেসে আসে সারদার কাছে। চেনা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানাও পাড়াপড়শীদের কণ্ঠ থেকে। বলে—"হ্যাঁরে, তোর কি লজ্জা-সরমও করল না—কাপড় খুলিয়ে কাপড় পরিয়ে দিল আর তুই বোকার মত দাড়িয়ে রইলি?" এ সব কটুক্তির উত্তরে মা বলেছিলেন—"আমি যেন কি রকম হয়ে গেলুম—।"

অমন যে ডাকাত—বিকটদর্শন একটা জলজ্যান্ত যমসদৃশ মানুষ—সেও সারদাকে মেয়ে ব'লে মেনে নেয়। এও এক অদ্ভুত কাণ্ড আর এরও কোন বস্তুতান্ত্রিকতার বিশ্লেষণ নেই।

এও সেই গঙ্গাস্নান নিয়ে। মায়ের কানে এল, দল বেঁধে সব পাড়াপড়শীরা যাচ্ছে গঙ্গাস্নানে। যেই শোনা অমনি ঠিক ক'রে ফেলা যে এ' সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। ভূষণ মণ্ডলের মা, ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী—ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাম ও আরও অনেকে যাচ্ছে।

মা তখন কামারপুকুরে। মধ্যে চার ক্রোশের মাথায় আরামবাগ, তারপর বিরাট একটা ধাবড়া মাঠ তারকেশ্বরের আগে। সূর্য্য ডুবতে দেরী তখনও—আরামবাগ ছাড়িয়ে সকলেই পা বাড়িয়ে দেয়—হয়ত বা সন্ধ্যার মুখেই তারকেশ্বর পৌছান যাবে। সকলেরই যখন এই মত তখন মারই বা কি বলার ছিল? কিছুই না! ক্লান্ত হয়েছিলেন, তবু মুখে কিছু প্রকাশ করেন নি।

আর সকলে এগিয়ে চলে, যা ক'রে হোক সন্ধ্যার আগেই দিগন্তবিস্তৃত সেই মাঠ পেরুতে হবে।

সে মাঠ তেলোভেলোর মাঠ—সর্ব্বনেশে মাঠ—সন্ধ্যার পরেই ডাকাতদের রাজত্ব হ'য়ে ওঠে!

মা ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছিলেন না—পিছিয়ে পড়লেন সেই কারণে। আর এমনি করেই সূর্য্য ডুবে গেল—সন্ধ্যা নেমে এল ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাঠটার ওপর। কোথায় ভূষণ মণ্ডলের মা, কোথায় লক্ষ্মী, কোথায় কে—ব্যাবধান রচিত হ'ল মার আর সকলের সঙ্গে প্রায় দু'মাইলের।

"—কে যায়?"

মোটা ভারি গলার প্রাণ-কাঁপান আওয়াজ ভেসে ওঠে মাঠের ওপর। তার পরেই দেখা যায় বিকট দর্শন, ষণ্ডাগুণ্ডা একটা লোক, ডান হাতে একটা মোটা লাঠি একেবারে মায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এ সেই—মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—তেলোভেলোর প্রসিদ্ধ ডাকাত—ও অঞ্চলে যার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের দাবী অনস্বীকার্য্য।

প্রস্তরমূর্ত্তির মতো মা দাড়িয়ে যান—এতটুকু শঙ্কা নেই, এতটুকু ভয় নেই।

"—তোমার মেয়ে গো আমি, তোমার মেয়ে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে তোমার জামাই থাকে। আমি তারই কাছে যাচ্ছি—।"

ডাকাত কখন শোনে নি এ' কথা: এ' আত্মসমর্পণের—এই সার্থক প্রকাশের স্বরূপ কখন চেনেনি সে। মায়ের শ্রীমুখের দিকে বিহ্বল হয়ে সে তাকিয়ে থাকে।

কি যেন হয় তার—কেমন যেন হ'য়ে পড়ে সে! কাকে দেখছে সে? মায়ের ভেতর সে যেন কালিকামূর্ত্তির ঘনশ্যামাকে দেখে। স্তব্ধ হ'য়ে যায় ডাকাত—শিলীভূত হ'য়ে যায় খুনী—একটা অর্ব্বাচীন মানুষ।

তারপর? ডাকাত আর ডাকাত-গিন্নী মাকে নিয়ে আশ্রয় নেয় এক দোকান ঘরে। নিজেদের মেয়ের মতই মাকে তারা দেখে। মুড়ি মুড়কি খেয়ে ডাকাত-গিন্নীর কোলের কাছটিতে শুয়ে সে রাত্রি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাটে মায়ের। পরের দিনও নিষ্কৃতি নেই—ডাকাত সর্দ্দার নিজেই তাঁকে পৌঁছে দেবে জামাই-এর কাছে। পেছনে পেছনে চলে ডাকাত-গিন্নী—সারদামণির যেন কতজন্মের মা সে। মাঠ থেকে মুঠো মুঠো কড়াইসুঁটি তুলে মাকে খাওয়াতে খাওয়াতে চলে দু'জনে। কিছুক্ষণ পর বাগদী মা ফেরে—বিদায় জানায় অশ্রুজলের বন্যায়। যেন কতজন্মের বন্ধনের শেষে শূন্যতার হাহাকারে পুড়ে মরা তার মন!

ঠাকুর শোনেন সব কথা। বলেন—"এ তো ঘটতই।"

আমরাও সেই কথাই বলব—সকলেই এ কাহিনী মানবে। যিনি সকলের মা—তাঁর ভেতর ঐ ডাকাত চণ্ডিকার মূর্ত্তি ছাড়া অন্য কি মূর্ত্তি দেখবে—।"

আকাশের গায়ে যেমন সংখ্যাহীন গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্রের মায়াজাল—তেমনি রামকৃষ্ণ-সারদার জীবন-আকাশের অসংখ্য কাহিনী ও আলৌকিকতাপূর্ণ গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি। এ' সৃষ্টি কেন তার উত্তর সেইখানে যেখানে মানুষের ইতিহাসে "সম্ভাবামি যুগে যুগে" সত্য বস্তুটি ধ্রুবতারার মত জলেছে। এ' সব ঠিক এইরকমই প্রতি যুগে—এর কোন চুলচেরা হিসেব নেই কোনকালে। মহাপুরুষ অথবা অবতার-জীবনে আমরা এই সবই নজীর দেখেছি যে তাঁরা যে পথ ধরে সাধক জীবনের পূর্ণতম বিকাশ ঘটিয়েছেন—সে' পথে লক্ষ কোটি মানুষের পথের থেকে ভিন্ন, স্বতন্ত্র এবং একক! রামকৃষ্ণ-সারদার জীবনও তাই—কখন কি ঘটেছে, কেন ঘটেছে আর এই ঘটার তাৎপর্য্য কি তার বিচার বিশ্লেষণ আমি কি করব? সকলের মত আমিও এই কথাই সকলকে জানাব যে এ' সব মহাজীবনের ইতিহাসের লিখন সাধারণ মানুষের জীবনের কষ্টিপাথরের সাক্ষরের সঙ্গে মিলবে না—মেলে নি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনকালে। সকল মহাপুরুষ অথবা যুগমানবদের জীবন ইতিহাসে এই কথাই প্রযোজ্য—এর কোন অন্যথা নেই।

তাই ভাবছি সারদামণির জীবন-আলেখ্য লিখতে বসে কাকে রাখব, কাকে ফেলব—কেননা এ' আকাশের মতই এর অন্তহীনতা, এর ব্যাপ্তি, এর প্রভাব। যে জীবনের অনুপরমাণু পর্য্যন্ত দুর্লভতম তার ভেতর কোন অনু-কে আমি কালীকলমের মালায় গাঁথব ?

দেবী সিংহবাহিনী জাগরণের ব্যাপারটা—সেটাই বা কত অদ্ভুতভাবে ঘটেছিল মার জীবনে! রামভক্ত পিতা রামচন্দ্র মারা যাওয়ার পর দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন মা কিছুদিন অসহনীয় মনস্তাপকে ভোলার জন্যে। এখানেই কঠিন আমাশা রোগ তাঁকে চেপে ধরে বজ্রমুষ্টি দিয়ে। এটা ওটা সেটা ঔষধ দিয়ে রোগের কেছুটা প্রশমন হ'ল—তিনি চলে এলেন জয়রামবাটিতে। আসার কিছুদিন পরেই আবার সেই আক্রমণ মার শরীরে—ঔষধপত্র ইত্যাদিতে কিছুতেই বাগ মানল না। অসাড়ে পায়খানা সুরু হল—দিনে রাতে অন্ততঃ ষাট্ পঁয়ষট্টিবার!

গ্রামের দেবী সিংহবাহিনী,—তিনি অবহেলিত হয়েই মণ্ডবে পড়ে ছিলেন। সারদার মনে পড়ল তাঁকে! ভাবলেন—যিনি করুণাময়ী, তাঁর কাছেই হত্যা দেব। যা ভাবা, সেই কাজ। অশক্ত শরীরটা নিয়ে কোনরকমে সেখানে এসে পড়ে রইলেন।

দেবী কামারদের মেয়ের বেশে শ্যামাসুন্দরীকে এসে বললেন, 'অমন অসুখ, তাকে ফেলে রাখতে আছে? তুলে নিয়ে এস। এই ওষুধ দিও এতেই ভাল হয়ে যাবে।' মার চোখ খারাপ হয়ে গেছল, মার উপর প্রত্যাদেশ হ'ল লাউ ফুল নুনের সহিত রগড়ে দিতে। এই দুই ওষুধ ব্যবহারে চোখ ভাল হইল এবং শরীরও ঝরঝরে হইয়া উঠিল।

সেরেও গেল—ঐ ওষুধের মাধ্যমেই এক দুরারোগ্য ব্যাধির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিরপ্রশমন। সারদা মার সব সেরে গেল। তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন—নিরাময় হয়ে উঠলেন তিনি! আর একটি ঘটনা। মার-ই কথা এ।

বলেছিলেন—"হালদার পুকুরে নাইতে যাওয়ার সময় ভয় হ'ত। নূতন বৌ আমি—কি করে একলা যাই? ভাবছি, এমন সময়ে আটটি মেয়ে এল। আমিও রাস্তায় নামলুম। চারজন আমার আগে, আর চারজন পেছনে—আমি মধ্যে চল্লুম। আমি স্নান করলুম, তারাও করলে। আবার ফেরার সময়ে সেইরকম করেই তারা আমাকে বাড়ী ফিরিয়ে দিয়ে গেল। যতদিন এখানে ছিলাম—রোজই এইরকম হ'ত। অনেকসময়ে ম'নে হয়েছে জিজ্ঞেসা করব, ওরা কারা। রোজই কেন আসে। কিন্তু প্রত্যেকবারই ভুলে গেছি। আজ-ও জানি না—তারা কারা, কেন আসত।"

এই রকম অসংখ্য কাহিনী আর এর মহারহস্যময় বোবা প্রশ্ন—যার উত্তর মারই জানা ছিল! আমাদের ক্ষমতা কি—এর অর্থ বুঝব, এর সূত্র ধরতে পারব! আমরা যে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র!

আসা আর যাওয়া—এমনি ক'রে বিয়ের পর কয়েকবার! কিছুদিন ধরে দক্ষিণেশ্বরে থাকেন চন্দ্রামণির কাছে—আবার চলে যান। যিনি পূর্ণতম তাঁকে পূর্ণভাবে পাওয়া তাঁর হয় না। একটা ছোট্ট ঘরের ভেতর থাকেন দীনতার সজ্জা নিয়ে—দূর থেকে শুধু দেখেন দেবতার মতো ঠাকুরকে, অথচ কাছে আসার হুকুম নেই—সাহসও নেই। এমনি করেই কয়েকটা বৎসর।

তারপর ১২৯১ সালের ফাল্গুন মাসে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে ঠাকুরের যতদিন দেহ ছিল ততদিন আর তিনি অন্যকোথাও যান নি।

গঙ্গার ওপর রাত্রিবেলা যখন ঝক্‌ঝকে চাঁদ উঠত—তখন তা দেখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা অনেক সময়ে বলতেন : "চাঁদেরও কলঙ্ক আছে—আমার মনে যেন তাও না থাকে।" সত্যিই থাকে নি। থাকবে কি ক'রে? যেটুকু থাকা—তাও শেষ করে দিয়েছিলেন ঠাকুর, ক'রে নিয়েছিলেন মাকে শুচীশুভ্র মাতৃস্বরূপিনী ক'রে। যিনি সর্ব্বাতীত তাঁর কণ্ঠে বরমাল্য দেওয়ার অশেষ সুকৃতির অধিকারিণী হ'য়ে কলঙ্ক তাঁর আসবে কোথা থেকে?

তাঁর প্রার্থনা সবটুকুই ভবতারিণী শুনেছিলেন—মার অঞ্জলি পূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

সারদা মার যে সাধিকা-জীবন তার শুরু কতকটা মার আঠার বছর বয়স থেকে। গুরুর গুরু সর্ব্বগুরু ঠাকুর তাঁর হৃদয়সর্ব্বস্ব—তাঁর পায়ের তলায় বসে বসেই তাঁর জীবনের আসল ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার পূর্ণ হ'য়ে ওঠা।

সাধন-ভজনের যে ইতিহাস তার প্রকাশ কালি ও কলমের মাধ্যমে সম্ভব নয়—চেষ্টাতে তার আংশিক প্রকাশ সম্ভব কিন্তু সে প্রকাশ পূর্ণতম নয়। সাধকত্ব গুহ্যাতিগুহ্য—গোপনের গোপনীয়। যাঁদের এ' পথ ভগবান সৃষ্টি ক'রে দিয়েছেন—তাঁদের কাছেই এর সর্ব্বতত্ত্বসারের মর্ম্মকথার উদঘাটন। মহামায়ার যে লীলা—তার আবহমানকাল-ধারার বিপরীত পথই হ'ল সাধন অর্থাৎ সাধনা। অর্থাৎ লক্ষকোটি মানুষ উদয়াস্ত যে পথকে শিখণ্ডী ক'রে চলেছে—তার উল্টো পথ ধরে সাধককে চলতে হবে আর সে পথ হ'ল কাঁটায় ভরা। সে পথ সাধারণের জন্যে নয়—তাই সাধক মহাদূরের—তিনি থাকেন নির্জ্জনতার ঘেরাটোপের ভেতর। বহুজন্ম অন্তে তিল তিল ক'রে সঞ্চিত যে সুকৃতি তারই সার্থকতম মুহূর্ত্তেই তাপসের জন্মলাভ—এ' পথ যারা পেয়েছে, বুঝতে হবে তারা পরমধন পরশমণির স্পর্শ পেয়েছে।

গদাধরও তাই—মা-ও তাই! সুকৃতির চরম ক্ষণের অন্তেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখভারনত পৃথিবীতে তাঁদের আবির্ভাব। মার যেটুকু অভাব, যতটুকু ফাঁক তার ষড়ৈশ্বর্য্যের পূর্ণতা ঠাকুরের দেওয়া বীজমন্ত্রের নৈবেদ্যে যা তিনি মার জিবের ওপর এঁকে দিয়েছিলেন। তাঁদের যুক্তলীলার ইতিহাস সংকলন-প্রচেষ্টায় কয়েকটি কাগজের পাতার ওপর সাহিত্যের ফুল আঁকা যেতে পারে—কিন্তু দেশলাই জ্বেলে সূর্য্যকে ধরা যাবে না কোনদিন। তাঁদের সাধন-ভজন তাঁদেরই, সূর্য্যের 'সেই বিরাটত্ব আমরা, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, সাধ্য কি আমাদের এই বিরাটত্বকে প্রকাশের মাধ্যমে আনি! তাঁদের বিশ্বময় প্রাণদ্যুতির কাঠামোর ওপর অবোধ শিল্পীর মত রং বোলান যায় মাত্র—আসল মূর্ত্তি হ'ল ঠাকুরের সেই কথা, 'নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপতে যাওয়া।'

মা যতদিন পৃথিবীতে ছিলেন—ততদিনই অদ্ভুত নিয়মানুবর্ত্তিতার সঙ্গে সব কিছু করে গিয়েছিলেন—আর এই সবকিছুই ছিল ভগবানকে স্মরণ করা, তাকে প্রাণ ভরে ডাকা। কমসে কম লক্ষবার রোজ জপ করতেন তিনি আর অনেক সময়ে বাহ্যজ্ঞানও তাঁর থাকত না—। অনেকে বহুবার তাঁকে দেখেছে—মার দেহে যেন প্রাণের বিকাশ লুপ্ত হয়েছে—চোখ দুটি মুদ্রিত—ডানহাতটি রুদ্রাক্ষের মালায় শুধু নিস্পন্দ হ'য়ে আছে। বাইরে মানুষের কথাবার্ত্তা—কতকিছু, তিনি কিন্তু নিথর। একবার এই রকম অবস্থার পর বলেছিলেন যেন কাকে —"আমার হাত কই, পা কৈ? আমি কৈ?" অর্থাৎ—যেখানে গেলে মানুষের সর্ব্বপ্রাপ্তি—সেইখানেই তিনি থাকতেন অহোরাত্র।

মা বলতেন—চন্দনের কাঠটি ঘসলে গন্ধ বেরোয়, না ঘসলে বেরোয় না।

এই চন্দনের কাঠটি যে কি, আর ঘসার সঙ্গে গন্ধের কি তাৎপর্য্য, সেটা মানুষের উপলব্ধিতে—অন্য কিছুতে নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাত্র পূর্ণ হ'লে তা যেমন উপছে পড়ে—ঠাকুরেরও তাই। তিনি উপছে উঠেছিলেন সর্ব্বদিক দিয়ে। ফুটে বেরিয়ে পড়েছে তাঁর আলৌকিক সাধক জীবনের ইতিকথা—তাঁর শ্রীমুখের অমর বাণী। যে সীমায় মানুষের জীবনে অ, আ, ক, খ আরম্ভ হয় তার বহুদূর পথেই গদাধরের অসাধারণ জীবন-প্রতিভার গণ্ডীভাগ। ঠাকুর ছিলেন—ভরা শ্রাবণের দিগন্তবিস্তৃত অন্তহীন ব্রহ্মপুত্র—গোটা ভারতভূমির বুকের উপর দিয়েই তার বিপুল জলোচ্ছ্বাস। তিনি কোন কুল মানেন নি, পথ মানেন নি, 'মা' মহামন্ত্রে তিনি সকলকেই ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব জীবন-আলেখ্যর মহাসমুদ্রে সকল মানুষ নুনের পুতুল হ'য়ে গলে গেছে। তিনি সেই পরমপুরুষ,—যিনি ছিলেন সর্ব্বধর্ম্মের বৃহত্তম পুষ্পমাত্র,—যার সৌগন্ধে আসমুদ্র হিমাচলের লোক এসে ভীড় করেছে। গদাধরের সার্থক 'মা' মহামন্ত্রের একটিমাত্র বারিকণা কমণ্ডলু থেকে যেখানেই পড়েছে—সেখানেই দুর্লভতমের তীর্থ তৈরী হয়েছে যেন।

রামকৃষ্ণ মহাসাগর, সারদা অন্তঃস্রোতা ফল্গুর নিঃশব্দ প্রবাহিনী। ঠাকুরের কাছে গোটা হিন্দুস্থানের যখন ভক্তের ভীড় তখন মা লোকচক্ষুর অন্তরালে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দিন কাটিয়েছেন। লোকে যখন গদাধরের মুখের একটিমাত্র কথা একটি মাত্র পূর্ণ আশীর্বাদ প্রাপ্তির আশায় পাগল—তখন মা আত্মগোপনের ছায়ায় দিবারাত্র কাটিয়েছেন।

ধারণায় আসে না, কতবড় এ' তপস্যা—কত কঠিন এর প্রশ্ন! যিনি তাঁর স্বামী—আর সে স্বামী এক সাক্ষাৎ দেবতা—তাঁকেই তিনি কাছে পেতেন না, থাকতে পারতেন না একসঙ্গে! নিজের হাতে খাবার-দাবার তৈরী ক'রে লোক মারফৎ পাঠিয়ে দিতেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের কাছে তিনি, অথচ কাছে বসিয়ে খাওয়াতে পারতেন না। অষ্টপ্রহর যখন ঠাকুরের সমাধি ও ভাবের চরমপ্রকাশ আর সেই প্রকাশকে বোঝা ও দেখার সুযোগ-প্রাপ্তির জন্যে অসংখ্য ভক্ত-সমাগম—তখন ঐ যে মার নহবৎ-খানা—ওরই সামনের দরজার বেড়ার ফাঁক দিয়ে শুধু এক মুহূর্তের দর্শনেই তিনি পরিতৃপ্ত থাকতেন। এ' যে কত অসম্ভবের সম্ভব তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এই দিবারাত্রির অদর্শনের জন্যে অভিমান—না দুঃখ? কিছু না—অণুকণাও নয়। তিনি সব সময়েই আত্মতৃপ্ত থাকতেন আর গভীর ধ্যানে এবং ঠাকুরের কাজ নিয়ে তিনি ডুবে থাকতেন।

মার দক্ষিণেশ্বরে থাকার ঘর—আজকের দিনের ঐতিহাসিক নহবত-খানা—তখনকার দিনে কি ছিল? ঠাকুর বলতেন—খাঁচা। আর সাধারণে ভেবে কুলই পেত না ঐটুকু চারহাত পাঁচহাতের স্বল্প পরিসরের স্থানটুকুর মধ্যে কি করে মা থাকেন? অথচ ঐ "খাঁচার" ভেতরে থেকেই সারদামণি জগন্মাতার মূর্ত্তি ধরে অসংখ্য সন্তানকে স্নেহ-মায়া মমতা উজাড় ক'রে দিয়েছিলেন।

ইতিহাসে ঠিক এই জিনিষটিরই পরিচয় নেই, অর্থাৎ সর্ব্বসাধিকা মূর্ত্তি ও সাক্ষাৎ ভগবতীর পার্থিব অবয়ব থেকেও সে মূর্ত্তি তথা অবয়ব এত নিঃশব্দের ভেতর থাকতে পেরেছেন। এ' এক অনন্য-সাধারণ শক্তি তথা সাধনার প্রতিচ্ছবি। তখনকার মানুষ দেখে গেছে তাঁকে সাধারণের পংক্তিতে অবশ্য সকলের কথা আমি বলছি না, সাধারণ মাতৃমূর্ত্তির ভেতর যে স্বাভাবিতা—তাকেই উনবিংশ শতাব্দীর জনসমাজ বুঝে পেয়েছে, কিন্তু পরমাপ্রকৃতির যে চরম প্রকাশ, তাকে আঙুলগোনা কয়েকটি বিশেষ ভক্তবিশেষ ছাড়া অন্য কেউ বোঝে নি—চেনে নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বিশেষ ভক্তবিশেষের মধ্যেই তো যোগীন-মা। মা একদিন বল্লেন তাঁকে: "তুমি ঠকুরকে বলে আমার 'ভাব-টাব' এনে দাও। তিনি বলে দিলেই হবে।"

ধরল একদিন যোগীন-মা ঠাকুরকে। তখন তিনি একা গঙ্গার দিকে মুখ করে অর্দ্ধ-সমাহিত অবস্থায় কি যেন দেখেছিলেন অসীমের পটভূমিকায়। বুঝে নিলেন যোগীন-মার আসার তাৎপর্য্য। তবু বল্লেন না-জানার ভাব নিয়েঃ "তোমার আবার কি চাই।" যোগীন-মা সাহস পেয়ে বলেই ফেল্লো মা সারদার ইচ্ছেটা। তাঁর ভাব চাই—ঠাকুরই সে ভাবের ভাণ্ডারী, ভবতারিণীকে একটু বলে দিলেই মার হবে। কোন কথা বল্লেন না—গম্ভীর হইয়া রহিলেন। সে গাম্ভীর্য দেখে তিনি আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। যোগেন-মা ফিরে এল। সাহসে আর কুলোয় নি ঐ প্রসঙ্গ বাড়ানোর।

চুপি চুপি চলে এল নবতখানায়। দরজা বন্ধ—একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ওমা, এ কি? মার আবার এ কি ভাব? কখন খল্‌খল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ছেন, আবার সব চুপচাপ আবার কান্না—উচ্চ ভাবের চরমতম অবস্থা! শিউরে উঠ্‌ল যোগীন-মা! এতদিন ধরে মা তা হলে সব গোপন করেছেন—ভাবের ভাব নিয়ে বসে আছেন—এ যে মায়ের লোকত্তর অবস্থা, সকল সীমার বাইরে ব্রহ্মময়ী অবস্থা। মা ঠাকুরের কাছে পরিচয় দিলেন ছলনা করে—ঠাকুরও যেন গম্ভীর হ'য়ে ইঙ্গিত ক'রেছিলেন। এই অর্থ নিয়ে যে নবতে ফিরে গিয়ে দেখগে যাও।

আসলে ছিলেন ত্রিশূলধারিণী ভৈরবী—অথচ বুঝতে দেননি সেই রূপকে—এমন কি যোগীন-মাকেও নয়। আধ্যাত্মিক যে রাজ্য—তারই নিভৃততম প্রদেশের তিনি ছিলেন গোপনবাসিনী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি ছিলেন ফল্গুর অ-দেখা স্রোতস্বিনী। যারা বালি খুঁড়ে তাঁর স্রোতধারার শীতল স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছে তারাই পেয়েছে সব কিছু, বুঝে গেছে ষোল আনার ওপর আঠার আনা।

বারশ বিরানব্বই সালের বৈশাখের প্রারম্ভ।

ঠাকুরের অসুখ বেড়ে গেল। প্রথমে মনে হয়েছিল সকলের—ও কিছু নয়—তারপর বোঝা গেল সহজ রোগ এ নয়। ডাক্তার আসে যায়, ভক্তদের উৎকণ্ঠা বাড়ে। শেষকালে ঠিক হয় কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার সুষ্ঠু বন্দবস্তের দরকার—ডাক্তারদের পীড়াপীড়িতে সে সম্ভাবনা আরো বড় হ'য়ে ওঠে। অবশেষে শ্যামপুকুর ষ্ট্রিটের পঞ্চান্ন নম্বর বাড়ীটায় ঠাকুরকে নিয়ে আসা হ'ল।

কিন্তু নিয়ে আসার পর প্রধান সমস্যা—সেবার আসল ভারটা নেবেন কে? এই আসল কাজটির জন্যে মায়ের প্রয়োজন। খবর গেল মার কাছে। একটা আশঙ্কা ছিল সকলের—এত ভীড়ের ভেতর লজ্জাশীলা অবগুণ্ঠণময়ী মা আসবেন তো! কিন্তু তিনি এসে গেলেন আর বাড়ীর দ্বিতলে একটি ছোট ঘরে আশ্রয় নিলেন! ও বাড়ীতে শৌচাগার ছিল একটি! মা রাত তিনটের সময় উঠ্‌তেন্—সব কাজ শেষ করতেন, কাকপক্ষী ওঠার আগেই। ভোর না হতেই তেতলার ছাদের ওপর চাতালে ঠাকুরের নানাবিধ কষ্টসাধ্য পথ্যের ব্যাপারে লেগে যেতেন—মানুষে জানতেই পারত না—কখন তিনি উঠেছেন—কখন সব কাজ শেষ করছেন তিনি। আত্মগোপনের আড়ালে থাকলেও তিনি সেবাধর্ম্মের পূর্ণকুম্ভ হয়ে উঠছিলেন শ্যামপুকুরের ঐ বাড়ীতে।

কিন্তু ঠাকুরের গলার রোগ ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগল—গলা দিয়ে থুতুর সঙ্গে রক্তের যোগাযোগ ঘট্‌ল রামকৃষ্ণের। ডাক্তারেরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরামর্শ দিলেন অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কাশীপুরের গোপাল ঘোষের বাগানবাড়ীটা ভাড়া নিয়ে ঠাকুরকে সেখানে আনা হ'ল। কিছুদিন এখানে ভাল থেকেছিলেন তিনি—হয়ত ঐ বাগানবাড়ীর পারিপার্শিক সৌন্দর্য্যের প্রভাবে। কিন্তু ব্যর্থ হ'ল সব—হ'ল না কিছুই!

শীর্ণ দেহটার দিকে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন ঠাকুর—'এর ভেতর মা লীলা করছেন—অথচ বুঝতে দিচ্ছেন না'। প্রথম প্রথম জ্যোতিতে দেহ জ্বল-জ্বল করত, বুকের কাছটায় লাল হ'য়ে যেত। মাকে বল্লুম ঐ জ্যোতিটা আমার ভেতরে ঢুকিয়ে দে—বাইরে প্রকাশ করিস নি কিছু। এ শ্রীহীন দীন চেহারা ঐ জন্যে।

জন্ম হলেই মৃত্যু—শ্মশানের ঐতিহাসিক স্বাক্ষর। আর এই পরিণামের আগে পর্য্যন্ত জীবের হাসি-কান্নার ইতিবৃত্তি। দেহ থাকলে তখন জরাও অনস্বীকার্য আর এরই ছবি হাড়মজ্জার ভেতর এঁকে দিয়েছেন ঠাকুর। সকলের পাপ নিয়েই ঐ গলার ক্ষত। আর এই ক্ষতই মানুষের চৈতন্যোদয়ের উন্মেষক মাত্র। অর্থাৎ মানুষের জন্ম যখন তোমার তখন পরিণতি অবশ্যম্ভাবী—সব কিছুকেই স্বীকার করতে হবে। যে মানুষ সাক্ষাৎ আত্মস্থ ভোলানাথ তাঁরও ঐ রোগযন্ত্রণা। এর অর্থ সেইখানে প্রকট যেখানে মানুষ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বেদীতে বরাভয়ময়ী প্রচণ্ডিকাকে বুঝতে পেরেছে!

মা ও বুঝেছিলেন সব কিছু—ঘোররূপা চণ্ডিকার অট্টহাস্য তিনি যে কানে শোনেন নি, তাও নয়—শুনেছিলেন। কিন্তু করলেন প্রাণ ঢালিয়া দিবা রাত্র ঠাকুরের সেবা—তারকেশ্বরে হত্যা দেওয়া—বাদ রাখেন কি কিছু!

তারপর..... !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বারশ তিরানব্বই সালের একুশে শ্রাবণ ঠাকুর সমাধিতে মগ্ন হ'য়ে গেলেন আর জলা ভাদ্রে তিনি সমাধির সমাধি মহাসমাধিতে ডুবে গেলেন চিরকালের জন্যে। সর্ব্বভূতভয়ঙ্করী ভবতারিণী তাঁর দুটো বাহুর উষ্ণতার ভেতর টেনে নিলেন উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বোত্তম নরোত্তম সাধক পরমহংস দেবকে—দুর্ভাগা পৃথিবীর সঙ্গে ঠাকুরের মরদেহের সম্বন্ধের শেষ এইখানে।

স্বামী অভেদানন্দ বয়সে ছোট ছিলেন, মা তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন। তিনি এই নিদারুণ সংবাদ ব্যক্ত করিলেন মাকে।

মা কেঁদে উঠ্‌লেন শিশুর মতো—"আমার কালী-মা কোথায় গেলে গো—।"

ঠাকুর নেই, কেউ নেই কোথাও। যে মাটির ওপর সবকিছুর ভাবসাম্য, সেই মাটিই সরে গেছে রাতারাতি। শুন্যময় সব কিছু, যে পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যে প্রাণীর সকল সঞ্চয়, সেই সঞ্চয়-ই পুঁছে গেছে চিরতরে। মা বুঝলেন ঠাকুরের মহাসমাধি অন্তে যে অতলস্পর্শি ফাটলের সৃষ্টি হ'ল সারা দুনিয়ায়, তার পূর্ণতা হবে না কোনকালে। তিনি নেই, নিখিল বিশ্ব এই 'নেই' ভাব-রূপের অন্ধকারে মিশে গেছে যেন। দুঃসহ জ্বালা মার বুকের ভেতর, মহাপ্রস্থানের আবর্ত্তে মার মানসিক স্থিতি যেন শুন্যে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে। কিন্তু···

ঠাকুরের কথা—"কেন গো আমি কি কোথাও গেছি? এই যেমন এঘর আর ও ঘর।"

মা খুলে ফেলতে চেয়েছিলেন অঙ্গের সকল আভরণ, নিতে চেয়েছিলেন বৈধব্যের সকরুণ চীরবাস! এমন সময়ে ঠাকুরের আকস্মিক আবির্ভাব আর সেইসঙ্গে ঐ কথাগুলো: "এ তো এঘর আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ঘর।" মার ভক্তেরাও সেই কথা শুনেছিলেন মার মুখ থেকে! তারাও বুঝেছিলেন ঠাকুরের দেহটা শুধু গেছে আর তার ভাবধারা থেকে গেছে ঐ মার জীবন ইতিহাসে। যে সাময়িক অসম্পূর্ণতার অধ্যায় ঠাকুরের তীরোভাবে—তার সফল পরিসমাপ্তি হ'ল মার সাধনায়—সাধিকা জীবনের ইতিবৃত্তে।

বোঝালেন মাকে সব-কিছু। বোঝালেন—ঠাকুরের অসমাপ্ত আলেখ্যের পরিপূর্ণতার জন্যে মার প্রয়োজন—যেমন প্রয়োজন তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের তৃপ্তির জন্য পাণীয় জল। তাঁর প্রয়োজন—মুমূর্ষু সন্তানদের জন্যে—তাঁর প্রয়োজন অসম্পূর্ণ ইতিহাসের পরিসমাপ্তিতে। ঠাকুর যা ক'রে যেতে পারেন নি—সেই না পারার সম্পূর্ণতার জন্যেই তো মা।

ভক্তেরা এসে মার কাছে তীর্থ পর্য্যটনে যেতে মিনতি জানায়। ঠাকুরের অন্তর্ধানে মনের ভেতর যে অন্তর্জ্বালা তার বিরতি হয়তো সম্ভব হবে নিত্য-আবির্ভাব প্রকট তীর্থপরিক্রমায়। আপনি ঘুরে আসুন মা—চিতার হুতাসনের ওপর হয়তো সজলতার আভাস আসবে। বারানসী, অযোধ্যা, হরিদ্বার, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, জয়পুর এ' সবের মধ্যেই তো চিত্তপ্রশান্তির কল্যাণ নিহিত। আপনি যাবেন—ও সকল স্থানের প্রত্যেকটি ধুলিকনা তো তারই প্রতীক্ষায় রয়েছে।

মিনতিকে মা অগ্রাহ্য করতে পারেন না। বুঝতে পারেন যে বিরহজনিত তাঁর কান্না মন্দিভূত হইবে তীর্থে! জয়রামবাটি, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর আছেন সত্যি, কিন্তু তাঁরই অন্যরূপের মূর্ত্তি গড়া আছে ঐ সব তীর্থে। তাঁর বুকের আগুন নেভান যাবে না এখানে।

মা চল্লেন তীর্থে। ইচ্ছেটা, সম্বৎসর কাটাবেন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার বৃন্দাবনে। সঙ্গে চল্লেন বাছা বাছা ভক্তেরা স্বামী যোগানন্দ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভেদানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, লক্ষ্মীদেবী, কালীদাসী! দিন কয়েকের জন্যে কাটিয়ে গেলেন বলরামবসুর আমন্ত্রণে ৫৭ নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটের বাড়ীতে!

যাত্রার পথে নামলেন বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার কাশীতে। মন্দিরে আরতির সময়ে মা কি রকম হয়ে পড়েছিলেন। অপূর্ব্ব ভাব-সমাধির পূর্ব্ব-অবস্থা! প্রকিতিস্থ হয়ে বলেছিলেন মা—ঠাকুর আমাকে হাত ধরে মন্দির থেকে নিয়ে এলেন।

কাশী থেকে অযোধ্যায়। সরযূনদীর তীরে শ্রীরামচন্দ্রের ঐতিহাসিক মন্দির—মার এখানেও ভাবের চরম-অবস্থা। মনে হয়েছিল, প্রত্যেকটি স্থানই তাঁর পূর্ব্বপরিচিত, অপরিচয়ের কুয়াষা কোথাও নেই। এখানে মা সকলকে নিজে রান্না করে খাওয়ালেন—যেন সীতার পূনরাবির্ভাব। স্বামী যোগানন্দ তো আনন্দে আত্মহারা সন্তুষ্টির বন্যায় যেন ভেসে গেলেন। বলেছিলেন তিনি—সাক্ষাত জানকীর হাতের রান্না খেলাম। অযোধ্যায় মা ঘুরে ঘুরে দেখলেন সবকিছু—অদেখা তাঁর কিছু রইল না।

এরপর মার বৃন্দবনে যাত্রা। ট্রেনের খোলা জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিলেন—আত্মোপলব্ধির নিঃসীমতায় মিশে গিয়েছিলেন তিনি। হঠাৎ অভাবনীয় ভাবে ঠাকুরের দেখা পেলেন—সেই দেবদুর্লভ মূর্ত্তি—সেই পবিত্রতার পূর্ণকুম্ভবিশেষ। হাতে ছিল মার ঠাকুরেরই দেওয়া ইষ্টকবচ। ঠাকুর বলে দিলেন স্পষ্টস্বরে—"ওগো! হাতের কবচ ওরকম করে রেখো নি। চোরে খুলে নেবে যে।"

চমকে উঠে মা হাত সরিয়ে নিলেন। বৈধব্যের বেশ যেরকম তাঁর নেওয়া হয় নি ঠাকুরের কথায়, তেমনি ঐ ইষ্টকবচও খোলা হয় নি তাঁরই হুকুমে! সময়ে সময়ে যে বাক্সর ভেতর ঠাকুরের ফটো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকত, তারই মধ্যে ঐ কবচ রেখে দিতেন! পাছে হারিয়ে যায়, তারই জন্যে এই সাবধানতা।

মা এলেন বৃন্দার বৃন্দাবনে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীরাধিকা নিত্যলীলায় মিসে আছেন, যার প্রত্যেকটি ধুলিকণা শুধু রজঃ নয়—তীর্থরজঃ!

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ আর শ্রীসারদা। এই বৃন্দাবনের পুণ্যতম তীর্থভূমিতে আর এক শ্রীরাধিকা এলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে রাধিকার যে চোখের জলে বুক ভেসে যাওয়া, তারই স্মৃতি বুকে ক'রে উনবিংশ শতাব্দীর বিরহিণী রাধিকামূর্তি মা সারদা এলেন রাধিকারই মত কাঁদতে কাঁদতে। ঠাকুর নেই—সে ও এক সর্ব্বগ্রাসী অভাব চিরকালের এক দুঃসহ যাতনা। কার জন্যে? মনুষ্যদেহী শ্রীকৃষ্ণেরই জন্যে, মার আর তিনিই তো ঐ গদাধর আর এই জন্যেই তো বৃন্দাবন।

মা ছিলেন এখানে পুরো এক বৎসর। এই সময়ের মাধ্যমে সঞ্চয় ক'রে নিয়েছিলেন—সবকিছু আহরণ করেছিলেন বৃন্দাবনের সকল ঐতিহ্যের সকল সঞ্চয়। প্রত্যেকটি দিন ছিল পূণ্যময়, কল্যাণতম ও তিতিক্ষার কুম্ভ বিশেষ! এখানে তিনি উজাড় করে নিয়েছিলেন তীর্থমাহাত্মের মানস সরোবর! বৃন্দাবন যেন তারই জন্যে, তিনি আসবেন বলেই সকল ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত হয়ে ছিল। ঠাকুর এসেছিলেন এখানে আর তিনি আসবেন না? তিনি যা পূর্ণ ক'রে রেখে গিয়েছিলেন তার অমৃতের রসাস্বাদন থেকে কি মা বাদ যাবেন? এ' কি সম্ভব?

লালাবাবুর কুঞ্জ ঠিক করাই ছিল—ঠাকুরও তো এইখানে এসে থেকে ছিলেন! যে তৃষ্ণা নিয়ে মার বৃন্দাবনে আসা তার ভিতর তিনটি বস্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
3/432

মার একান্ততম ছিল। প্রথম হ'ল—ঠাকুরের প্রিয় স্থানগুলির অন্বেষণ—যেখানে যেখানে তিনি গিয়েছিলেন, থেকে ছিলেন—ভাবসমাধি হয়েছিল যে সব স্থানমহিমায় তারই স্পর্শ না পেলে মার বৃন্দাবনে আসা কেন? দ্বিতীয়—প্রত্যেকটি মন্দির ও কুঞ্জের অনুসন্ধান—যার সঙ্গে সুদুর্লভ এক ইতিহাস গ্রথিত হয়ে আছে। আর তৃতীয়—গৌরীমাকে খুঁজে বার করা। কেননা ঠাকুরই স্বপ্নে মাকে বলে দিয়েছিলেন—তুমি গৌরীকে বৃন্দাবনে পাবে, তাকে বার কোরো খুঁজে।

'বৃন্দাবন'—এ কথাটি কোথা থেকে এল? সত্যবতী রাজকন্যা বৃন্দা সেই নাম থেকেই তো ঐ কথাটির উৎপত্তি। কঠোর কঠিন নিষ্করুণ এক মহাতপস্যা বৃন্দার বহুবৎসর ব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের জন্যে। শেষপর্য্যন্ত তপস্যা জয়ী হ'ল—বৈকুণ্ঠের আসন টলে গেল শ্রীকৃষ্ণের। তিনি এসে দেখা দিলেন বৃন্দার কাছে। বল্লেন—"কি চাই তোমার?"

বৃন্দার যে চাওয়া তা সকল চাওয়া—সমস্ত—ইপ্সিতবস্তুর সীমার বাইরে এক দুর্লভতম আকাঙ্খা ছাড়া কিছু নয়। বৃন্দা বল্লেন—"প্রভু, তোমার পরমকান্তার সঙ্গে বিহার করবে তুমি আর তারই জন্যে এক বন প্রস্তুত করব আমি—যেখানে ছয়ঋতুর সমাবেশ থাকবে—ফলফুলের প্রাচুর্য্যে ভরে যাবে সে বন। পাখীর কাকলীতে সেই বনের আকাশ বাতাস উচ্ছসিত হ'য়ে যাবে। বনের মণিমাণিক্যখচিত এক রত্ন-সিংহাসনের ওপর বসে তোমার প্রিয়তমার সঙ্গে বিহার করবে।"

শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—"এতে তোমার লাভ কি বৃন্দা?"

বৃন্দা উত্তর দিলেন—"আর কিছু নয় প্রভু, তোমার যুগলমূর্ত্তি দর্শন করেই আমার ধন্য হওয়া আর সেই আমার চরমপ্রাপ্তি। আরো একটা আকাঙ্খা আছে আমার প্রভু, সেটিও আমার চাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—"কি সে আকাঙ্খা।"

বৃন্দা বল্লেন। "নিত্যলীলা করবে তুমি এই বনে—আর কখন ছেড়ে যাবে না এ' বন! চন্দ্রসূর্য যতদিন, ততদিন এই বনে তুমি বিহার করবে—এই আমার আকাঙ্খা প্রভু।" শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—"তথাস্তু।"

শ্রীভাগবতেও যা—ব্রহ্মসংহিতাতেও সেই একটি বর্ণনা, অর্থাৎ বৃন্দাবনে স্বয়ং লক্ষ্মী কান্তা—বৃক্ষলতাদি কল্পতরু—ভূমি হ'ল বৃন্দাবনে চিন্তামণিময়। জল অমৃত, কথাই গান, জীবের সাধারণ গমনই নৃত্য। বৃন্দাবনকে দেখা যায় প্রেমচক্ষু দিয়ে—স্বার্থহীন প্রেমের ঐশ্বর্য্য নিয়ে। শ্রীকৃষ্ণের মোহন মুরলীই সেখানে সর্ব্বপ্রাপ্তির বিগ্রহস্বরূপ!

বৃন্দার এই বৃন্দাবনে—লীলাস্থলীর এই তীর্থ ভূমিতে মা সারদামণি! তিনি আসবেন না তো কে আসবে? রাধিকার অশ্রুমতী চিন্ময়ী মূর্ত্তিই তো তিনি—বৃন্দাবন তো তাঁর নিত্য লীলা-স্থান। এখানে না এলে, ব্রজরজঃ না আচল পেতে নিলে তার জীবন ইতিহাসে যে অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে।

বাঁকেবিহারীর মন্দিরে মথুরাবাবুর সঙ্গে ঠাকুর এসেছিলেন! মারও তাই এই মন্দিরে ভাবান্তর! ভোগারতির সঙ্গে মার মনে হত স্বয়ং তিনি, অর্থাৎ ঠাকুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সর্ব্ব-আশ্বাসের প্রমান্তি নিয়ে। কে বিগ্রহ আর কে ঠাকুর—দ্বৈতবোধ থাকত না মার মন্দিরে। ভাবের সমুদ্রে তিনি ডুবে যেতেন যেন।

নিধুবনে চলেছেন মা। ঐ সেই নিধুবন—যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পাদচিহ্ন পড়েছিল একদিন। এ' সেই পূতভূমি—যেখানে ভক্তবীর হরিদাস গোস্বামীর কাছে বঙ্কুবিহরী আবির্ভূত হয়েছিলেন একদা। রামকৃষ্ণের পরম-প্রিয়স্থান ছিল এটি—এখানে মা না এসে পারেন? মুক্তলতায় ছাওয়া বন শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে যেখানে সারা নিধুবন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লালে লাল হ'য়ে যায়। সঙ্কীর্ণ সীমন্তিনী পথের রেখা, আর এই পথের দু'ধারে লতাগুল্মের একাধিপত্য। প্রত্যেকটি গাছ—যার কাণ্ডের স্থূলতার সঙ্গে শাখা-প্রশাখার মিল নেই—তারা কিসের এক অন্তহীন বিনয়নম্রতায় নিম্নমুখী হ'য়ে ঝুলে আছে পথের ওপর। এবং ঝোপঝাড় অথচ সরু পথটির ওপর একটি পাতা পড়ে থাকে না কোনদিন। কোন এক অদৃশ্যময়ী সর্ব্বক্ষণের জন্যে ঝাঁট্ দিয়ে রাখে যেন।

এক তাপসী এই নিধুবনেই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখে বলে উঠেছিলেন—"মেরী লালী, মেরী লালী।" তাঁর ভেতরেই তিনি নাকি শ্রীরাধিকাকে দেখেছিলেন। মা কি দেখলেন? দেখলেন—নিধুবনের সর্ব্বত্রই ঠাকুর বিরাজমান! আত্মস্থ হ'য়ে যেতেন মা এই এখানে। অনেক মিনতির পর তাঁকে ওঠান যেত। কি ভাবতেন কে জানে?

সম্রাট অক্‌বর তানসেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"তোমার গুরু কে? তোমার কণ্ঠে যখন এই সুর, তখন না জানি তোমার গুরুর কণ্ঠে কোন সুর আছে।

তানসেন বলেছিলেন—"আমি গান গাই দিল্লীশ্বরকে খুসী করার জন্যে, কিন্তু আমার গুরু গান করেন ভগবানকে খুসী করার জন্যে। দু'য়ের ভেতর প্রভেদ অনেক।" সেই গুরু হরিদাস স্বামী—নিকুঞ্জবনের একটি প্রান্তে বসে বসে তানপুরায় গান গাইতেন তিনি। সে গান এমন গান—সে সুর এমন সুর যে শ্রীকৃষ্ণকে সেই গান শুনতে হ'ত। ছোট একটি কুটির নিধুবনে হরিদাস স্বামীর—দেয়ালে তাঁর তানপুরাটি ঝুলছে—দেওয়ালের একটি কোণে আঁকাবাঁকা লাঠি একটি। এই কুটিরের দাওয়ায় মা অনেকসময়ে বসে থাকতেন চোখদুটি বুঁজে! এখানেও তাঁর ভাবসমাধি হ'ত!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যমুনার ধারে ধারে লীলাস্থলীর ইতিহাস। শুধু তীর্থ আর তার্থ—থরে-বিথরে সাজানো এক অনাস্বাদিত ঐশ্বর্য্যভূমি। মার সব জানা হ'য়ে গেছে সময়ের ব্যাবধানে—প্রত্যেকটি প্রান্তরের স্বর্ণাক্ষর তাঁর মুখস্থ। ঐ কেলিকদম্ব গাছ—যে গাছে উঠে শ্রীকৃষ্ণ কালীয় হ্রদে ঝাঁপ দেন। সেই গাছটি এখনও ওখানে দাঁড়িয়ে—এখনও তাঁর শাখা-প্রশাখা যমুনার ওপর ঝুঁকে আছে। শানবাঁধান একটি বেদী—সেখানে মা এসে বসে বসে সুদূর অতীতে হারিয়ে যেতেন। ঐ গাছের ওপর রাধাকৃষ্ণ লেখা আছে—জ্ঞানচক্ষু উন্মিলন হলেই ঐ কথাটি দেখা যায়—মা-ও তাই দেখতে পেতেন! ঠাকুরও দেখেছিলেন তাই।

সূর্য্যঘাট। রাধা এখানে আসতেন সূর্য্য ওঠার পরেই সূর্য্যপূজার ছল ক'রে। কৃষ্ণ এখানে আসতেন পুরোহিত বেশে—মিলন হ'ত তাঁদের নিত্য। এখানেও মা আসতেন। সূর্য্যঘাটের পরই যমুনা-পুলিন। বৃন্দাবনের আপামর জনসাধারণ এখানে স্নান করে—এখানেই কৃষ্ণ পুলিন-বিহার করেছিলেন। মা আসতেন এখানে আর বসে থাকতেন নিস্তব্ধ পাষাণ-প্রতিমার মতো—মন চলে যেত দ্বাপর যুগে। নিত্যলীলা তিনি প্রত্যক্ষ করতেন—শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিও তাঁর কাণে আসত। যমুনার কুলে কুলে যে ব্রজমাধুরী—তার অণু-পরমাণুকে তিনি আঁচল ভরে গ্রহণ করেছিলেন! যে বৃন্দাবনের প্রতিটি ধূলিকণা লীলাস্মৃতিতে মাখা—যেখানে অলি-গলিতে পাঁচ হাজার মন্দিরের অসংখ্য বিগ্রহের স্তূপীকৃত রূপসম্ভার—সেখানে মা সারদামণি এই সম্ভারের বিচ্ছিন্ন রূপকে তিনি দেখেন নি! ঠাকুর এ' সব জহ্নু মুনির মত সবকিছু একটি গণ্ডুসে যেমন আকণ্ঠ পান করেছিলেন—তেমনি মা-ও তাই করলেন!

বৃন্দাবনের চার-বট—পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার পথের ধারে—বৃন্দা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বনের এক অনুপম ঐশ্বর্য্যকেন্দ্র—সকাল হওয়ার পর সূর্য্যের অরুণিমা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার পরই লালাবাবুর কুঞ্জ থেকে মা বেরিয়ে আসতেন। বংশী-বট—কৃষ্ণ বাঁশী বাজাতেন ওখানে আর তাই শুনে রাধা আসতেন সব কাজ ফেলে! সেখানেই গোপিনীদের নিয়ে কৃষ্ণের রাসলীলা এইখানেই ব্রজ-বিহারের মহিমা। সে লীলা মহাদেব গোপীবেশে লুকিয়ে সব দেখেছিলেন। সেখানে যে ছোট্ট একটি শিবের মূর্ত্তি উনি সেজন্যে গোপীশ্বর শিব!

তার পাশে বিশ্রাম-বট! ধেনু ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণ এরই ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিতেন! মার ঘুরে ঘুরে যখন ক্লান্তি আসত তখন তিনিও বিশ্রামলাভের আশায় এরই ছায়ায় এসে বসতেন! তারপর শৃঙ্গার-বট! চন্দন আর কুমকুম, আবির আর কেয়ূর দিয়ে কৃষ্ণ সাজাতেন রাধাকে নিজের হাতে! দুটি গাছ—একটি সোজা, একটি বাঁকা—ফল হয় কিন্তু একটিতে। নির্জনতায় ঘেরা এই শৃঙ্গার-বটের চারিপাশ—যেন যুগান্তরের তপস্যায় এক মহাযোগী এখানে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। মা আসন পাততেন ঐতিহাসিক ঐ বটের ছায়ায়—উনবিংশ শতাব্দীর শ্রীরাধিকার ওখানে এক অন্তহীন আরাধনায় মগ্ন হ'য়ে যাওয়া!

এমনি ক'রে বৃন্দাবনের সবকিছু সকল তীর্থরেনু—সকল অলি-গলির মন্দির—মার বাদ যায় নি একটিও। ওদিকে যমুনার ধারে ধারে ব্রজলীলার প্রান্তরভূমি আর এদিকে চৌষট্টি মহান্তের সমাজ। বাদ যায় নি কিছু! স্মৃতিফলকের এক অপরূপ মিছিল—জগাই মাধাই, কর্ণপূর, শ্রীব্যাস, রূপ-সনাতন, কেশব-ভারতী আর বিল্ব-মঙ্গল-চিন্তামণি মার হাতের ছোঁয়ায় সব সার্থক হ'য়ে গেছে। যেখানে যত অতীত কীর্ত্তি, সেখানেই মার পরিক্রমা-সঞ্চয়ের ভাণ্ডার থেকে একটি কণা খসে পড়ে নি!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌরীমাকে খুঁজে বার করতে হবে মার। নিজেরও প্রয়োজন আর সেইসঙ্গে ঠাকুরের আদেশ—"ওকে তুমি বৃন্দাবন থেকে বার কোরো।" কাজেই মার চেষ্টার অন্ত ছিল না। অনুসন্ধিৎসু চোখ-দুটো দিয়ে পথঘাটের প্রান্তে গৌরীমারে খুঁজে বেড়ান, কিন্তু অন্বেষণ ব্যর্থই থেকে যায়। পাওয়া যায় না সেই তপস্বিনীকে—সেই সাধিকাকে! কোথায় কোন আত্মগোপনীয়তার অন্ধকারে মিশে আছেন, তার হদিশ মা পান না। হতাশা থেকে যায় মনে বেদনা জমে ওঠে, অভিমান থেকে যায়!

একদিন—।

স্বামী যোগানন্দ খবর এনে দেন গৌরীমার। সন্ধান পেলেন আকস্মিকভাবে—অভাবনীয়তার মাধ্যমে। রাওলে রাধারাণীর আবির্ভাবক্ষেত্র দেখতে গিয়ে একটি নির্জ্জন স্থানে এসে পড়েন তিনি। সামনে একটা গুহা, আর তার কাছে একটি গৈরিক রঙের সাড়ী শুকুচ্ছে! কৌতূহল বেড়ে যায় যোগানন্দের। উঁকি মেরে দেখেন একটি দীর্ঘ নারীমূর্ত্তি আসনের ওপর যোগাসনে: ঊর্দ্ধমুখী শিখার মতো নিবাত নিকম্প হ'য়ে আছেন। চোখদু'টি বোজা—দেহের প্রাণের বিকাশ যেন লুপ্ত হ'য়ে গেছে! ঐ নারী-মূর্ত্তিই গৌরীমা—রামকৃষ্ণের-ভক্ত শুচীশুভ্রা গৌরীমা! ছুটতে ছুটতে মাকে খবর দেন এই আবিষ্কার-তথ্য।

মা কাঁদেন—সেইসঙ্গে গৌরীমা। কিসের এই কান্না? গৌরীমার কাছে মার দেওয়া ঠাকুরের যে মহাপ্রস্থানের সংবাদ ঐ প্রথম নহে আর তারই অবর্ণনীয় যন্ত্রনার স্রোতে দুজনেরই ভেসে যাওয়া।

গৌরীমা এর আগেই শুনেছিলেন এ নিদারুণ সংবাদ—অভিমান আর হতাশার বিক্ষোভে তিনি যেন ভেঙে পড়েন!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে অতিমানুষটির কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করা আর বৈরাগ্যের অপার্থিব ভাব গ্রহণ ক'রে সাধনায় ডুবে যাওয়া—তিনিই নেই? গৌরীমার সে হাহুতাস, তা মার জীবনেও অবিস্মরণীয়! দু'জনের কান্না যেন থামে না।

রাত তখন কত কে জানে? ঘরের ভেতর একটা ধুনী জ্বলছে—মা আর গৌরীমা কথাবার্ত্তায় তখন মশগুল—এমন সময়ে সকলের অলক্ষ্যে কোথা থেকে দু-দুটো সাপ এসে ঘরে ঢুকল! মা চিৎকার ক'রে উঠ্‌লেন তাদের দেখে, কিন্তু গৌরীমা নির্বিকার, নির্বিশঙ্ক না কোন উত্তেজনা—না কোন উৎসুক! শুধু শান্ত সুরে বল্লেন—"ব্রহ্মময়ীকে দর্শন করতে এসেছে এরা। ভয় নেই মা, প্রসাদ পেলেই চলে যাবে"। খানিকটা প্রসাদ এনে গৌরীমা তাদের মুখের সামনে ধরতেই তারা সে টুকু খেয়ে কোথায় চলে গেল! কোথাকার সাপ, কেন এল, কি দর্শন ক'রে গেল তা কে জানে? জানেন শুধু ভগবান—যিনি রহস্যময়ী লীলার ইতিহাস সৃষ্টি ক'রে চলেছেন! মা যতদিন বৃন্দাবনে ছিলেন—গৌরীমা আর কোথাও যান নি—মাকে আশ্রয় ক'রে ছিলেন! গুহার ভেতর বসে বসে যে সাধনা—তার মূলাধার সাক্ষাৎ জগদম্বাকে ছেড়ে গুহার স্বার্থকতা কি? গৌরীমা আর একাকীত্বের আড়ালে সরে গেলেন না।

যমুনার তীর। ছলছল করছে জল—মথুরার ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী যমুনা। ঠাকুর বলেছিলেন তীরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব-সমাধি অন্তে—"যমুনায় ধ্রুবঘাট দেখলাম আর দর্শন হ'ল—বাসুদেব কৃষ্ণকোলে যমুনা পার হচ্ছেন। গোধুলীর সময়ে গাভীরা ফিরছে গোষ্ঠ থেকে সেই যমুনাপুলীন! দেখলাম, হেঁটে যমুনা পার হচ্ছে তারা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুধু ঠাকুর নয়—মারও সেই ভাবসমাধির আর এক অধ্যায়। ঠাকুরের দর্শনের যে অন্তর্নিহিত রহস্য—মারও তার এক পৃষ্ঠার প্রতিফলনমাত্র। গোধুলীতে যমুনার তীরে মা-ও গোষ্ঠের ছবি দেখতেন—সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মারও বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হ'ত। ঠাকুরের যে জন্যে আসা বৃন্দার বৃন্দাবনে, তার ভেতর অসম্পূর্ণতা যদি কিছু থেকে থাকে—তাহ'লে তার উপসংহারের পালা শেষ করেছেন মা সারদামণি। ঠাকুর হয়তো বৃন্দাবনের সোনার খনির সন্ধান করেছিলেন, কিন্তু মণি-মুক্তা-হীরে জহরত আহরণ করেছিলেন শ্যামাসুন্দরীর-কন্যা মা। বৃন্দাবনের দুর্লভ ঐশ্বর্য্যের বরলাভের মূলে ঠাকুর, কিন্তু তার সর্ব্বপ্রকারের যোগাযোগের মূলে মা। মণির সঙ্গে যেমন বিভা, সূর্য্যের সঙ্গে যেমন উত্তাপ, দেহের সঙ্গে যেমন মস্তিষ্ক, তেমনি করেই বিন্দাবনের ঐতিহাসিকতার সঙ্গে সারদা-রামকৃষ্ণ। ঠাকুরের অবস্থানের প্রমাণিকতা ও ভাবসমাধির ইতিহাস যেমন বৃন্দাবনের ব্রজরজঃতে মিশে আছে, তেমনি করেই আছে মারও। তিনি—সেই পরমপুরুষ বৃন্দাবনে এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ছায়া নিয়ে—আর মা এসেছিলেন শ্রীরাধিকার শাশ্বত মূর্ত্তি নিয়ে—দুটি মূর্ত্তিই সাধন ভজনের কোষ্টিপাথরে এক চিন্ময় সাক্ষর ছাড়া কিছু নয়।

বৃন্দাবনপর্ব্বের শেষে হরিদ্বার। মার সঙ্গে ছিল ঠাকুরের মাথার চুল আর নখ—তাঁর তিরোভাবের পর ও দুটি জিনিষ তিনি নিজের কাছে রেখেছিলেন পরম সম্পদের মতো। হরিদ্বারের যে তীর্থসার ব্রহ্মকুণ্ড তাঁতে নিক্ষেপ করেছিলেন চুল আর এলাহাবাদের গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে ফেলেছিলেন ঠাকুরের নখ।

হরিদ্বার থেকে জয়পুর ও পুষ্করতীর্থ। তারপর এলাহাবাদ—প্রয়াগে মা আরো একবার ঠাকুরকে দেখতে পেয়েছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরজার ওপর দুটো হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আর মাকে যেন কি বলছেন। প্রতিটি কথায় যেন সকরুণ কাতরতা।

মা এই কাতরতার অর্থ খুঁজে পেলেন! ভেবেছিলেন সঙ্গমে নিজের মাথার চুল কেটে ফেলবেন, তা আর হ'ল না। ঐ কাতরতার অর্থ হ'ল কঠিন নিশেষ অর্থাৎ—" ওগো বিধবা তুমি নও, তুমি যে চিরসধবা চির-আয়ুষ্মতী সতীলক্ষ্মী। যার অভাবে তোমার বৈধব্য সে তো এ ঘর আর ও ঘর—মধ্যে একটি চৌকাঠের ব্যবধান মাত্র। চুল তুমি ফেলো না"।

পাগলের মতো অবস্থা মায়ের—মনের আগুন নেবে না! কেন নেবে না? কেন মনের এই ধূঁ ধূ রূপ? মার কেন সকল শুন্যতার নিরাভরণতা মনের মধ্যে? কত বোঝালেন মা নিজের এই হা হা করা মনকে। বোঝালেন—ঠাকুরের যে মহাতিরোভাব—এ তো অনিত্য, কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব শাশ্বত। তিনি এসেছিলেন মুমূর্ষু মানুষের মাঝে এক মহাজ্যোতিষ্মান মহামানুষের বহ্নিশিখা হয়ে—সেই শিখার অণুকণার প্রাপ্তিই তো জীবনের সব পেয়ে যাওয়া। তাঁর আশীর্ব্বাদ যে পেয়েছে সেই ও ধন্য, সেই তো পুণ্যময়। তিনিই তো সমুদ্র—তার সংখ্যাহীন ঊর্ম্মিমালার ওপর যে সেতু ক'রে গেলেন তা দিয়ে সংখ্যাতীত মানুষ ভবনদী পার হ'তে পারল যে কটা দিন তিনি ছিলেন পৃথিবীর মাটির ওপর দাড়িয়ে তার মেয়াদ শেষ করেই তো তাঁর মহাপ্রস্থান। ভবতারিণীই তো তাঁকে কোলে তুলে নিয়েছেন। এতে দুঃখ কি?

কিন্তু দুঃখ যে কি, তার শতবাহুর জ্বালা যে কি তার এক অন্তহীন প্রভাবে মা সারদা পুড়ে যেতে থাকেন। কোথায় যেন সুখ নেই—সব যেন খাঁ খাঁ করছে। তিনি যতদিন ছিলেন ততদিনই সার্থকতা; তিনি নেই—যেন বিশ্বসংসারই নেই!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামারপুকুরে তখন মা। দশ বার বছরের একটি মেয়েকে দেখতে পেতেন,—এক কিশোরী সন্ন্যাসিনী। গেরুয়া বসন—মাথায় ছোট একটি জটাভার। মা ভেবেই পেতেন না—কোথাকার মানুষ, কেন তার আসা। ঠাকুরের অন্তর্ধানে মার মনে যে বাড়বানল জ্বলছিল বাইরে তাই এইরূপে মূর্ত্ত হ'য়ে এসেছিল। তারপর ঐ কামারপুকুরেই এক দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসীর রহস্যময় আসা। সে আভাস ইঙ্গিতে বলে গেল পঞ্চতপা করতে! তাতেই মার জ্বালা জুড়োবে—দগ্ধপ্রায় মরুভূমিতে সজলতার বন্যা নামবে।

বুঝতে পারেন না মা এই পঞ্চতপার অর্থ। যোগীন মাকে জিজ্ঞাসা করলেন মা—পঞ্চতপা কি?

তার মানে—চারদিকে আগুন জেলে বসতে হবে। মাথার ওপর আকাশে থাকবে জ্বলন্ত সূর্য্য। পঞ্চম হুতাশন! যোগীন মা-ও বলেন—আমিও করব ঐ পঞ্চতপা!

তৈরী হ'ল অগ্নিকুণ্ড—ঘুঁটের আগুন জ্বালিয়ে ধক্‌ধকে অগ্নির বেড়াজাল। সেই সাতসকালে স্নান সেরে কুণ্ডের মধ্যে আসনের ওপর মা এসে বললেন—যোগীন মার পাশে তপস্যার জন্য। সূর্য্য যখন অস্ত যাবে, তখনই তাঁর মুক্তি। কুণ্ডে ঢোকার আগে ভয় পান মা।

এক একবার মনে হয় আগুনের লেলিহান শিখা তাঁকে গ্রাস করবে হয়তো।

কিন্তু ঠাকুর যখন রয়েছেন তখন ভয় কি? স্মরণ করেন তাঁকে—সেই পরম জ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষকে।

একি? আগুনে সে তেজ নেই—সেই দাহনের ক্ষুধা নেই শিখার। ঐ আকাশের মাঝখানে সে সূর্য্যদেব তিনিও যেন জ্বলছেন না—তিনিও স্নেহস্তিমিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

সাতদিন মার এই আগুনের সাধনা চলে—গায়ের বর্ণ যেন কালো ঝুল হ'য়ে ওঠে। সেই যে দাড়ীওয়ালা সন্ন্যাসী তাকেও দেখা গেল না আর। আর সেই সে কিশোরী সন্ন্যাসিনী, মা বলেছিলেন —"সে যেন আমার শরীরে মিলিয়ে গেল।"

ভক্তেরা অর্থাৎ মায়ের সন্তানরা—এই পঞ্চতপা সাধনা শেষ হওয়ার পর জিজ্ঞাসা করেছিলেন মাকে—এ ক'রে কি হয়?

বলেছিলেন—কি জানি কি হয়। উমা শঙ্করের জন্যেও এই পঞ্চতপা সাধন করেছিলেন। এসব করা লোকের জন্যে—তারা দেখবে—বুঝবে—চিন্তা করবে। না করলে বলবে—সাধারণের মতো খায়—দায়—আছে। একটা ব্রত নিয়মও করে না।

এসব বলা কেন? তিনি যে উমারই মতো। তাই সকলকে জানতে দেবেন কেন?

তিনি গোপনীয়তার আড়ালে সরে গেলেন একথা বলে।

ঠাকুরের কাছে সোজাসুজি মা গিয়ে বলেছিলেন—"আমার কি ছেলেপুলে হবে নি?"

উত্তরে ঠাকুর মাকে বলেছিলেন—"কেন হবে না—দুনিয়াশুদ্ধুই তো তোমার ছেলেমেয়ে—পরে মা মা ডাকে পাগল হয়ে যাবে।"

হয়েছিলও তাই—গর্ভে ধারণ না করেও ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে তিনি হয়েছিলেন বিশ্বপ্রসবিনী—অগণিত সংখ্যাহীন সংসার বিদগ্ধ মানুষের মিছিল তাঁর পদপ্রান্তে এসে জড় হয়েছে—আকণ্ঠ পান করে গেছে তাঁর অতলস্পর্শী মাতৃত্বের পূর্ণকুম্ভের সুধারস। 'মা মা' চীৎকারে তাঁর জীবনের আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

মা-ই তো সব—নিখিল বিশ্বই তো তিনি।

এ' ভাব ঠাকুরের—মায়েরই বিশালতম পক্ষপুটে তিনি জগৎকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখেছেন—জীবন দিয়ে বুঝিয়ে গেছেন জগৎ কারণ যে মা, সে মা-ই লক্ষকোটি মানুষের প্রতিবিম্বের।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্য উমেশবাবু মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—অন্য সব অবতারবাদের ভেতর শক্তির যে খেলা—আপনার সঙ্গে তা মেলে না কেন? আমরা দেখেছি মহাপুরুষদের তিরোভাবের পর তাঁদের মন্ত্রশিষ্যেরাই লোকশিক্ষা দিয়েছেন—'কিন্তু তার বদলে আপনি'। এর কারণ কি?"

মা বলেছিলেন উত্তরে—"ঠাকুর যে সকলের ভেতরই মাকে দেখতেন। সেই মাতৃভাব দুনিয়াকে দেখানোর জন্যেই আমাকে রেখে গেছেন তিনি।"

সত্যিই তাই। তিনি-ই তো মা—শুধু কি কারুর আগ্‌লে রাখা মা ছিলেন তিনি? না, তা নয়। তিনি ছিলেন জাতিধর্মনির্বিশেষের সকলের মা—যে এসেছে সেই আকণ্ঠ ডুবেছে তার অবারিত স্নেহের ভাগিরথীতে। তোমার আমার মা তিনি ছিলেন ত বটেই—সেই সঙ্গে বাউণ্ডুলে যতসব ছেলেমেয়েদের—যেই এসেছে সেই ভরাডুবি হয়ে ডুবেছে তার করুণাধারায়।

ভক্তের ভক্ত গিরিশ ঘোষ একদিন মাকে ধরে বসেছিলেন—"তুমি কি রকম মা?"

মা বলেছিলেন—"আমি সত্যি মা, কথার কথা মা নয়—সত্যিকারের জননী।"

তাই যদি না হবে তাহলে মা গিরিশ ঘোষের বালিসের ওয়াড়, বিছানার চাদর নিজের হাতে সাবান দিয়ে সাদা ধবধবে ক'রে কেচে রাখতেন কেন? এরকম কাজ কারা করে? যিনি বিশ্বজননী—তাঁরই ত এই প্রখরদৃষ্টি। অথচ শোনা যায় ঐ গিরিশ ঘোষের এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরো অনেকের সর্বপাপ নিজের দেহে ঠাকুর নিয়ে ছিলেন বলেই ঐ গলার দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছিল তাঁর!

জয়রামবাটিতে কত সব ভক্তেরা আসতেন তাঁর আশীর্বাদ-ভিক্ষায়। তাঁদের রেঁধে খাওয়াতেন তিনি নানারকমের তরিতরকারীর মাধ্যমে —উদয়-অস্ত এই সব কাজেই মার সময় কে ট যেত, এতটুকু ফুরসত পেতেন না। তাঁদের খাওয়ার পর এঁটোকাঁটা ঐ মা-ই পরিষ্কার করতেন—পুকুর থেকে গোছাগোছা বাসন মেজে আনতেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—আমি যে মাগো, মায়ে ছেলের করবে না তো কে করবে?

এক ভক্ত আসতেন ও যেতেন—ভীড়ের ভেতর যে ভাবে সর্বস্ব দিয়ে মাকে পাওয়ার দরকার তা পেতো না। অভিমান জমত বুকে—ক্ষোভ নিয়ে ফিরতেন। একদিন পেয়ে গেলেন সেই মাতৃসান্নিধ্যের সুযোগটুকু। মা নিয়ে এলেন তাঁর জন্যে প্রসাদী দুধভাত। ভক্ত বায়না ধরে বসলেন ছোট্ট ছেলের মত—আমাকে খাইয়ে দিতে হবে, না হলে খাবই না। মা বসলেন খাওয়াতে—মুখের ওপর ঘোমটা। ভক্তের আব্দার, ও ঘোমটা খুলতে হবে, না হলে খাচ্ছে কে? এবার মা হার মানলেন। ঘোমটা খুলে গেল—গর্ভধারিণী মায়ের মতো তাকে নানাবিধ সুখদুঃখের গল্প করতে করতে ছোট্ট ছেলেটির মতো দুধভাত খাইয়ে দিলেন। এই হল না সারদামণি—যাঁর অনুপরমাণু মা!

ঠিক নিজের মেয়ের মত মানুষ করেছিলেন মা একটি মেয়েকে—সে হ'ল স্নেহধন্যা সর্বজন পরিচিত রাধু। মার সকলের থেকে ছোট ভাই অভয়—তারই মেয়ে। এই ভাই মারা গেলেন হঠাৎ—অল্প বয়সে। স্ত্রী সুরবালা—রাধু তখন পেটে: মাথা খারাপ হয়ে গেল সুরবালার। সেই অবস্থাতেই রাধুর জন্ম!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার মনটা যখন হু হু করত ঠাকুরের তিরোভাবের পর—তখন মা লাল চেলী-পরা দশবারো বছরের একটি মেয়েকে দেখতে পেতেন প্রায়ই। ঠাকুর স্বপ্নে বলে দিলেন মাকে—ঐ মেয়েকে আশ্রয় ক'রে থেকো। রাধুর পাগলী মার পেট থেকে বেরুনোর পর ঠাকুর আবার বলে দিলেন মাকে—ঐ সেই মেয়ে—ঐ মায়ার মায়া যোগমায়া।

মা আশ্রয় দিলেন রাধুকে—ছোট্ট শিশুকে কোলে তুলে নিলেন তিনি। যে ভাবে মানুষ করেছিলেন তিনি বাপ মরা মেয়েকে সে এক অনন্য সাধারণ ইতিহাস। কেন করেছিলেন—কেন বৈরাগ্যের উত্তরীয় ধারণ করে বন্ধনের মায়াকে আঁকড়ে ধরেছিলেন? ঠাকুরের ইচ্ছাই সে কারণ। তিনিই তো চেয়েছিলেন যে তাঁর মহাপ্রস্থানের পর মার মনকে নিম্নমুখীন করে হাজারটা কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা: কেননা যে অসমাপ্ত কাজ তিনি পেছনে ফেলে গিয়েছিলেন তা সমাপ্তির কল্যাণ পেত কি করে যদি মা ব্রহ্মময়ীতে মিশে যেতেন? দরকার ছিল রাধুর সেই জন্যে। মনটা যাতে পাখীর পালকের মত হাল্কা হয়ে উড়ে গিয়ে মহাশূন্যতার মহারহস্যে না মিশে যায়—তারই জন্য সুরবালার মেয়েকে দিয়ে মাকে জাগতিক মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখা। রাধু-ই ছিল মার সত্যিকারের মেয়ের মত আর এই মেয়েই ছিল তাঁর চোখের মণি।

সমুদ্রের একটিমাত্র ঢেউ-এর হিসেব কেউ কখন কসে? তা কি সম্ভব? যার পরিধি জগৎ জুড়ে তার একটি দিকের একটিমাত্র কোণকে কেউ কখন দেখেছে? কেউ না।

মার মাতৃত্বের যে বিশালতা সে ঐ সমুদ্রের ন্যায় যার কুল নেই, যার সীমা অনন্তে। পঙ্গু যারা—অসক্ত যারা—সাংসারিক মায়ার বন্ধনে যাদের অঞ্জলীতে একটা কানা কড়িও লাভ হ'ল না—তারাই এসে মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাছে ভীড় করেছে আর বলেছে—তুমি আমাদের মা—তুমি পূর্ণতম—আমাদের পূর্ণ করে দাও। সংখ্যাহীন অগণিত এক জনমণ্ডলী অমৃতের সন্ধানে মার পিছু পিছু ফিরেছে।

তাই ভাবছি—এই অমৃত বিতরণের যে হাজার হাজার উদাহরণের মহিমা মার গোটা জীবনের মাধ্যমে পাই—তার ভেতর থেকে কাকে ফেলি, কাকে রাখি। মার করুণা তাঁর মায়া, দয়া, মমতা—এও সেই মহাসমুদ্র—এর ঢেউকে গুনব কি ক'রে? তাই এই প্রচেষ্টায় নিবৃত্তিকেই টেনে আনতে হ'ল!

মা সারদা এক মহাকাশ—আর এই আকাশের অন্তহীনতার ভেতর কোটি কোটি সন্তান নক্ষত্র ও নিহারীকার পুঞ্জিভূতরূপ—একে কালীকলমের মাধ্যমে বোঝান যাবে কি ক'রে?

যাবে না—যায় না তা।

গিরিশের জেদ চাপল—'জ্যান্ত দুর্গা পূজো করব আমি! প্রতিমা আমার জীবন্ত চাই!'

তাই মার খোঁজ পড়ল—তিনি না এলে গিরিশের পূজো হবে না!

মা এসে দাঁড়ালেন। মহাভক্ত গিরিশ—তার সবই অদ্ভুত। এ' জেদও অনন্যসাধারণ। সব কাজ ফেলে মা এলেন। কি ভীড় গিরিশ ঘোষের পূজোর মণ্ডবে—লোক আর ধরে না! দুর্গা-মহাপ্রতিমার সামনে কল্পারম্ভ সুরু হ'ল দুর্গার বদলে মার। রাজ্যের পুষ্প আর মিনতি নিয়ে মা ঠায় দাড়িয়ে রইলেন! ছোট দুটি পায়ের ওপর অগণিত সন্তান দিতে লাগল জবা, পদ্ম, তুলসী আর বেলপাতা, জমে উঠ্‌ল তা পাহাড় হ'য়ে। ধূপের ধোঁয়ায় আর কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজের ভেতর বোঝা যায় না প্রতিমাই দুর্গা—না মা-ই দশ-প্রহরণধারিণী। ভক্তদের সব যেন ভুল হ'য়ে যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘণ্টার পর ঘণ্টা মা দাঁড়িয়ে রইলেন কারুণ্য ও পরমসহিষ্ণুতার আধারভূতা হ'য়ে—মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হ'য়ে উঠলেন।

মহাষ্টমীর দিন মার কাছ থেকে খবর এসে গেল। তিনি আসবেন না। গিরিশের চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে।

মধ্যরাত্রে সন্ধিপূজা—মা ধড়পড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে বসেন! টলে টলে পড়ছে তাঁর শরীর—তবু তাঁকে যেতেই হবে। তিনি না গেলে মর্ম্মান্তিক আক্ষেপের যন্ত্রণায় হয়ত গিরিশ বাঁচবে না! মা এসে বল্লেন রোগজর্জ্জর দেহকে উপেক্ষা ক'রে—আমি এসেছি!

এই 'আমি এসেছি' কথা দুটির যে মাধুর্য্য তা তুলনাহীন। এই হলেন মা—আমি এসেছি মা। তাঁর সমুদ্রের প্রত্যেকটি ঢেউই এই শাশ্বতী 'আমার' সঙ্কেতনা বাণী নিয়ে!

একটির পর একটি অধ্যায় জুড়ে যেমন ইতিহাস সৃষ্টি হয়—তেমনি মা সারদামণির জীবন-ইতিহাসেও সেই অধ্যায়ের মালা গাঁথা। জন্মের ক্ষণ থেকে তিরোভাবের পল পর্য্যন্ত এক একটি ঘটনার ইতিবৃত্ত এসেছে আর গেছে অলক্ষণীয় যোগাযোগের নজীর রেখে। যে ইতিবৃত্ত যখন সৃষ্টি হয়েছে যে বয়সের সন্ধিক্ষণে—তার ভেতর আমরা দেখেছি জীবনের এক একটি বিশেষ স্তরের বর্ণসুষমা! এক একটি স্তর যেন এক একটি দুর্লভতম বৈচিত্র্যের এক সম্পদবিশেষ।

শৈশবেও যে মাধুর্য্য—কিশোরী অবস্থাতেও সে মাধুর্য্যের আর এক বরেণ্য রূপ—যৌবনেও আর এক—মাতৃভাবেও সেই ক্রম-বিবর্ত্তনের ঐশ্বর্য্যময় প্রকাশময় অবস্থা। বিশ্বপ্রসবিনীর যে বহুরূপের বিকাশ বহু প্রয়োজনের জন্যে—মার মরদেহেরও তাই যেন। ক্ষয়িষ্ণু মানবসমাজের উদ্ধারের জন্যে মা যেন বহুরূপিনীর মূর্ত্তি ধরেছিলেন।

তাই যদি না হবে তাহলে তাঁর ভেতর গুরুভাবের প্রকাশ আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.

পাই কেন? রোগপাণ্ডুর সন্তানের রোগশয্যার শিওরে প্রদীপ-শিখার সামনে করুণাময়ী মায়ের যে শাশ্বতী অবিনাশী মূর্ত্তি—তারই সঙ্গে বগলামূর্ত্তি বরাভয়দাত্রীর ছবি আঁকা কেন? মা সারদামণির প্রয়োজনের জন্যেই এই রূপ: একদিকে দুকুল-ভাঙা বন্যার স্রোতের মতো সর্ব্বগ্রাসী এক চিন্ময়ী মায়ের আসন পাতা—আর একদিকে শক্তিরূপিণীর শ্মশানচারিণীর পরকালের ইঙ্গিত। মার একদিকে সুস্মিতার রূপ—আর একদিকে স্বর্গ ও চিরসাধিকার অভয়মন্ত্র!

যারা মাতৃত্বের মহাসাগরে ডুবতে এসেছিল শুধু—তারা তাই পেয়ে গেছে। যারা এসেছিল দীক্ষার মাধ্যমে সন্ন্যাসের উত্তরীয় পরতে—তাদের মা কাণে মন্ত্র দিয়ে কাষায়বস্ত্র ও কমণ্ডুলুর ইঙ্গিতও দিতে ভোলেন নি। হাতের পাঁচটা আঙ্গুল যেমন সমান নয়—তেমনি কোটি কোটি মানুষের চাওয়ার আর পাওয়ার ক্ষেত্রটুকুও সমান নয়। আর এই ক্ষেত্রের জন্যেই তো মার বিভিন্ন রূপের নিঃশব্দ প্রকাশ!

গুরুর গুরু মহাগুরু কে? সে মা—গর্ভধারিণীর ভেতরেই সেই মহাগুরুর প্রকাশ। এ' শিক্ষা তন্ত্রের—হিন্দুধর্মের—এ' এক সুদুর্লভ শিক্ষা।

আমাদের মা সারদামণিও তো সেই মহাগুরু; সেই শিক্ষার জ্যোতির্ম্ময়ী ধারক। কত কে জ্বলেপুড়ে এসে পড়েছে তাঁর কাছে, বলেছে—এমন একটি জিনিষ দাও যাকে জড়িয়ে ধরে মহারসের আস্বাদ পেতে পারি! মা তাঁদের কাণে কাণে মন্তর ওঙ্কার দিয়ে দিতেন সঙ্গোপনে ও সকলের অগোচরে! জীব উদ্ধার হয়ে যেত!

বহু এমনি ধরণের জীবোদ্ধারের জলজলে উদাহরণ পাওয়া যায়! সন্তানদের জীবনের পটভূমিকায় এমনি কত মন্ত্রের উদ্গাতা—আর এই মন্ত্রের মহাতরী বেয়ে কত মুমূর্ষু মানুষের স্বর্গের আস্বাদ প্রাপ্তি। চুম্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই মন্ত্রের যেমন তার আকর্ষণী মহিমায় সার্থক—তেমনি সার্থক জগজ্জননী সারদামণির সর্ব্ব আকর্ষণের ভাণ্ডার। যারাই এসেছে মা মা বলতে বলতে—মহাসমুদ্রে ডুবে গেছে তারা। এ' ডোবা ভরাডুবি অর্থাৎ পূনর্জ্জন্মের মায়ায় মাথাখুঁড়ে মরার পথ চিরতরে অবরুদ্ধ হওয়া মানুষের! 'মা' মন্ত্রের মাধ্যমে মোক্ষের পথ আবিষ্কার করে দিয়েছিলেন —যে পথে লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মা দূর্লভতমের আলোয় মিশে গেছে।

মা বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে বসে—গাড়ীর দেখা নেই! একটি পশ্চিমের কুলিগোছের মানুষ, অপরিচিত গোত্রহীন এক অর্ব্বাচীন লোক হঠাৎ মাকে দেখেই হাউ হাউ ক'রে কেঁদে মার পা চেপে ধরলে। এক কথা তার—'তু মেরী জানকী, তুকে ম্যায় নে কিত্‌নে দিনোঁমে খোঁজা থা, ইত্‌নে রোজ তু কাঁহা থী?' অর্থাৎ কতদিন থেকে খুজে বেড়াচ্ছি তোকে—মা তুই কোথায় ছিলি?

মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন—মাতৃত্বে ঘন হ'য়ে ওঠেন তিনি। বল্লেন—একটা ফুল নিয়ে আয় তুই। ফুল নিয়ে এল সে। মা সেটি নিলেন আর ইষ্টমন্ত্র তার কাণে কাণে বলে দিলেন।

কোন্ মানুষ—কোথাকার। মা-ই বা কোন্ রাজ্যের? ছোট একটা নদী কতরাজ্য ঘুরে ঘুরে সমুদ্রে স্থান পেল।

এই মা! স্থান নেই, কাল নেই, পাত্র নেই—যখন তখন—সময়ে অসময়ে তিনি মন্ত্র দিয়েছেন অগণিত আকুল মানুষকে। ক্লান্তি ছিল না মার—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন শ্রান্তিবিহীন—আর এই চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে অসংখ্য মানুষ তরে গেছে। যেই এসে বলেছে—'আমাকে পথ চিনিয়ে দাও—তুমি বরদা, তুমি অভয়ের মন্ত্র দাও'—মা তাই দিয়েছেন। যে এসে বলেছে'—তুমি সকল কারণের কারণ—ত্রিতাপ জ্বালা জুড়িয়ে দাও মা'—তিনি তাই করেছেন। যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Anandamayee Ashram

এসে বলেছে—'তৃষ্ণায় কণ্ঠ আমার শুষ্ক মরুভূমির মত, এক অঞ্জলি জল দাও'—মা তাই দিয়েছেন।

তিনি ছিলেন যেন মহাতীর্থের চিন্ময়ী প্রতিমা—সংখ্যাহীন মানুষের মিছিল এসেছে, প্রণাম করেছে, সকল প্রাপ্তির পূর্ণকুম্ভ নিয়ে বিজয়গর্ব্বে তারা বাড়ী ফিরেছে। জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছে ঐ চিন্ময়ী প্রতিমার আবাসভূমি।

ভক্ত একজন। নাম সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়। স্বপ্ন দেখলেন। সে কি স্বপ্ন! যেন একটা মহাজ্যোতি তাঁর বাড়ী থেকে সোজা কালীঘাট পর্য্যন্ত চলে গেছে—গোটা অঞ্চলটাই লালে লাল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। এ' স্বপ্ন কেন—এর স্বপ্ন কোথার? ভাবতে ভাবতে সিদ্ধান্ত এ'ল তাঁর—হয়ত মারই কোন ইঙ্গিত। সেখানে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হ'য়ে দেখলেন মা নেই—গেছেন কালীঘাটের মন্দিরে পূজো দিতে। পরে যখন দেখা হ'ল তখন বল্লেন সব কথা। মা হাসলেন। বল্লেন—"ছেলেমানুষ—ওসবে কাজ কি তোমার।" উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। নির্জ্জনতাকে শীখণ্ডী ক'রে মন্ত্র দিলেন তাঁকে।

যে জ্যোতি স্বপ্নে দেখা তাঁর সেই জ্যোতিই কাজের ভেতর দিয়ে আত্মার পটভূমিকায় জ্যোতির শিখা হ'য়ে গেল। স্বপ্ন হ'ল বাস্তবের বাস্তব—শাশ্বতের প্রতিমূর্ত্তি।

একটি মানুষ—হৃৎসর্ব্বস্ব, দীনহীন, গোত্রহীন অনামী মানুষ। সাত সকালে মার কাছে এসে হাজির। বহু ব্যবধান পেরিয়ে, বহু বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে তার আসা। কোথায় যেন শুনেছিল দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষ নয়, মানুষেরই অবয়বের ভেতর সাক্ষাৎ শিব, বৈকুণ্ঠের নারায়ণ তিনি। সেই মনুষ্যরূপী শিবের যিনি সহধর্ম্মিণী—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারদা—তিনিও অন্নপূর্ণা-জগদম্বা—তিনিই সর্ব্বকল্যাণের গঙ্গোত্রী। সেই শোনা ঐ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানুষটির স্থির বিশ্বাসের দীপশিখা হ'য়েছিল যেন। তাই চোখে দেখবে তাঁকে—নিয়ে যাবে অঞ্জলী ভরে মাতৃত্বের আশীর্ব্বাদ। ঠাকুরকে তো সে আর দেখল না—সেই বুক-জোড়া অভাবের আংশিক নিবৃত্তি হয়ত হবে—মার সন্নিধানে তাই এসেছে সে।

হাতে একটি শেষরাত্রের ঝরে পড়া অপরাজিতার মালা—মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেবে।

মার বাড়ীর সাম্‌নে বিধিনিষেধের বেড়া দেওয়া—বিনানুমতিতে মার দর্শন মিলবে না। একজন ভক্ত জানিয়ে দেয় মানুষটিকে—"দর্শন অত সহজ নয়"।

ডুকরে কেঁদে ওঠে শিশুর মতো সেই কাঙাল মানুষ। বারবার জানাতে থাকে—অন্নপূর্ণা মাকে ১০৮টি অপরাজিতার মালা গেঁথে নিবেদনের ভেতরেই তার সর্ব্বপ্রাপ্তি—সকল সিদ্ধি। মাকে সে দেখবেই—তাঁকে না দেখলে বুকের হাড়-পাঁজরার ভেতর চরমতম আঘাত ছাড়া আর কিছু নয়।

ও সন্তানের কান্না—সে যেখানেই থাক তার সাড়া মার কাছে অমোঘ। মা শুনতে পেলেন সেই হা-হুতাশ ওপরের বারান্দা থেকে। তড়তড়িয়ে নেমে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। দাঁড়ালেন সেই অনামী মানুষটির গাঁথা মালার সামনে—তার জ্বলন্ত বিশ্বাসের সন্ধিক্ষণে। বল্লেন—"নাও দেখো আমায়—তোমার সাধ তুমি মিটিয়ে নাও বাবা।"

কিন্তু—একি? দর্শনের ভেতর এ' কি মূর্ত্তি? কি দেখলে সেই দীনহীন নগণ্য মানুষ? হঠাৎ—এ' কি ঘটে গেল? চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল সে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY 3/432

সে দেখল—সত্যিকারের অন্নপূর্ণা—দ্যুতিময় নানালঙ্কার বিভূষিতা এক অপার্থিব মাতৃমূর্ত্তি—সর্ব্ব-আশীর্ব্বাদের ঘনীভূত চিন্ময়ী প্রতিমা। লুটিয়ে পড়ল মায়ের পায়ে—কথা রইল নির্ব্বাক হ'য়ে।

একটি কচি কিশোর—নাম শম্ভুনাথ।

কোথাও কিছু নেই—একদিন সরাসরি মায়ের কাছে এসে হাজির। ওইটুকু ছেলের মুখে বৈরাগ্যের চরম কথা। সোজাসুজি মাকে বল্লে—আমি সাধু হব—সন্ন্যেসী হ'ব—বেলুড়মঠে থাকব।

মা আকাশ থেকে পড়লেন—বলে কি? হেসে ফেলে বল্লেন—"কে তোমাকে শেখাল এসব কথা—নিশ্চয়ই কেউ তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে।"

মুখে চোখে তার স্থির-সিদ্ধান্তের ছায়া—কোন এক নির্ব্বিশেষ পরিসমাপ্তির বিন্দুতে সে যেন এসে স্থির হ'য়ে গেছে। সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি—"কেউ শেখায় নি—আমি নিজেই এসেছি তোমার কাছে। তুমি আমাকে সাধু ক'রে নাও।"

মা জিজ্ঞাসা করেন—"তোমার মা আছে বাবা?" ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দেয় শম্ভুনাথ—তার মা আছে—তিনি আসতে দেন নি—তবু সে এসেছে জোর ক'রে।"

কি যেন ভাবেন মা—মনটা যেন কোন অসীমের দিকে ধাওয়া করে। দু'পাচ মিনিট এই স্তব্ধতা—তারপর উঠে পড়েন মা। কাছে টেনে নেন বুকের কাছটিতে কিশোর কুমারকে। ছোট্ট তার বুকটার ওপর হাত রেখে জপের মন্ত্র সঞ্চারিত ক'রে দেন তিনি। প্রসাদ নিয়ে এসে তাকে খাওয়ালেন কাছে বসিয়ে। যোগীন মা 'হাঁ হাঁ' ক'রে ওঠেন, বলেন—"দুধের ছেলেকে কেন মন্ত্র দিচ্ছ মা—ওর মার কাছে ওকে পাঠিয়ে দাও।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিকালজ্ঞ মা—সব জানা—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। বল্লেন—"এই ওর শেষ জন্ম। বাঁচবে না, আয়ু অল্প। যা হওয়ার ঠিকই হবে। যা করবার ক'রে নিক।"

কোন কথা না শুনে এল সে বেলুড়মঠে। গড়াগড়ি দিয়ে কান্নাকাটি। স্বামী ব্রহ্মানন্দের পায়ের ধূলো নিল সে—যেন কত জন্মের যোগাযোগ দু'জনের। তিনিই তাকে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর ক'রে সান্ত্বনা দিয়ে মায়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

একটি মাসের একটি ব্যবধান সময়ের। মার কাছে খবর এল—সেই কচি কিশোর নেই—মর জগতের সঙ্গে সকল বন্ধন তার ছিন্ন হয়ে গেছে।

একটা পাগল। অদ্ভুত চেহারা—হাড়গোড় বেরিয়ে গেছে, মাথায় একমাথা তৈলবিহীন রুক্ষ চুল—এক মুখ দাড়ি। দৃষ্টির ভেতর কোন স্থিরতা নেই—চতুর্দ্দিকে যেন চোখ দুটো ঘুরছে। দিবারাত্র বিড়বিড় ক'রে বকছে সে—স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের ঠিক নেই! গোটা পৃথিবীর সকল ইতিহাস তার জানা—অথচ সেই জানার প্রতিটি অধ্যায়ের মিল নেই। সকারবকারের গালাগালিও আছে আবার সেই সঙ্গে পারলৌকিক জ্ঞানের কথাও তার মুখস্থ।

অথচ……

ঘড়ির কাঁটার নির্ভুল সময় নির্দ্দেশের মতো তার একটি জিনিষ অভ্রান্ত। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা—এই অভ্রান্ততার এতটুকু এদিক-ওদিক তার হবার জো নেই। সেটি কি? সেটি হ'ল একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মূহূর্ত্তে, সে মার কাছে এসে দাঁড়াত। মা-ও পত্রপাঠ তাকে দিতেন প্রসাদ, এটা, ওটা, সেটা। কতটুকু সময়ের ব্যবধানই বা—বড় জোর আধ ঘণ্টা, কিন্তু এই সময়টুকু পাগলের বকুনী বন্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করত—পাষাণ-মূর্ত্তির মতো সে দাঁড়িয়ে থাকত মার সামনে আর মার ভেতর কোন শক্তিরূপিনীকে দেখতে পেত তার খবর তারই কাছে। যতদিন মা থাকতেন, ততদিন সে এসেছে আর প্রসাদ নিয়ে ফিরেছে।

একদিন.....

পাগল এল না।

সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল, বিকেল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে রাত্রের গভীরতা। ঢং ঢং করে রাত বারোটার ঘণ্টা বাজে—পাগলের দেখা নেই।

মা অস্থিরতার চরমে উঠলেন। তিনি জগজ্জননী, প্রত্যেকটি সন্তান তো তাঁরই—স্বামী ব্রহ্মানন্দ আর যোগানন্দ আর ঐ পথের পাগল—সবই তো তাঁর সৃষ্টি—প্রভেদের গণ্ডীভাগ যেখানে এতটুকু নেই। যত সময় বইতে থাকে—ততই মার বুকের ভেতরে দুশ্চিন্তার ঝড় ওঠে। কেন এল না সে? তার এই বিরতি কেন? দুর্ঘটনাকে বরণ করে নিল না তো! কোথায় সে! খোঁজাখুঁজি—এদিক ওদিক অন্বেষণ তথা অনুসন্ধান—পাগলের হদিস নেই। মাকে পরীক্ষা করার জন্যেই যেন তার প্রস্থানপর্ব্ব! তার জন্যেও মা কাঁদেন কিনা তারই একটা চূড়ান্ত অধ্যায়।

অবশেষে মা একজনকে বলে দিলেন—"কাশী-মিত্তিরের-শ্মশান ঘাটে একজন পাগল থাকে—সেই বোধ হয় সেই। তাকে খুঁজে এই প্রসাদ দিয়ে এস। সমস্ত দিন বোধহয় সে খায় নি, অনাহারে শুকিয়ে আছে।" ছুটল একজন। ফিরল যখন তখন মুখে প্রাপ্তির হাসি। মাকে জানাল—"শ্মশানের পাগল আর এই পাগল একই—প্রসাদ দিয়ে এসেছি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দে উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠেন! তাঁর জ্যামিতিক সিদ্ধান্তে আনন্দের বন্যা নেমে আসে।

এই মা—দীনাতিদীনেরও মা—আবার লক্ষপতিরও মা। তিনি সকল সীমার উর্দ্ধে—মাতৃত্বের কি কোন পংক্তী ভাগ আছে? না, নেই। পাগলও তার মাতৃসুধায় ধন্য, সেখানের যেমন সজাগ দৃষ্টি মায়ের—তেমনি সমভাবের কারুণ্য সর্ব্বত্র। গোষ্ঠি ভাগের ফাঁক নেই, ফাঁকী নেই—অন্দরমহল থেকে শ্মশানের প্রান্তভাগ—একটি মহা-জ্যোতিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। যে মহাপ্রসাদ বিবেকানন্দের জন্যে—তেমনি ঐ বাউণ্ডুলে পাগলটার জন্যেও—মাতৃত্বের মহিমায় সবেরই উপসংহার এক।

আরো একটি প্রমাণ। যে পাগলের জন্যে মায়ের এত ব্যস্ততা—তেমনি ব্যস্ততা সমাজের সুনাম যারা পেল না, পাপের বোঝায় যাদের মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে—তাদের জন্যে।

একটি নারী—গোত্রহীনাদেরই একজন—দেহের মাশুলে যার জীবিকাঅর্জ্জন—দৈনন্দিনের ভুল যার রক্তকণিকায় মিশে গেছে। সেও মুক্তি চায়, সেও সুন্দরতমকে বুঝতে চায়। শুনেছে কার কাছে হয়ত—দক্ষিণেশ্বরের সারদা মার কাছে ভেদাভেদ নেই—তাঁর পদপ্রান্তে মানুষের মুমূর্ষু সর্ব্বশ্রেণীর মোক্ষলাভ। তিনি সকলকেই গ্রহণ করেন—তাঁর বরাভয়ে বড় ছোট-র বিচার নেই। তাঁর কাছে যেই যাবে—ভব নদী পার হবে তারা। কে তাকে বুঝিয়েছে,—এখনও সময় আছে—পথের সন্ধান এখনও চেষ্টা করলে পাওয়া যায় আর এই সন্ধানের গায়ত্রী মন্ত্র হয়ে যিনি বসে আছেন তিনিই মা অর্থাৎ সারদামণি। হঠাৎ, কোন সুকৃতির বিধানের ফলে তার মনে এই সত্যিটাই চরম হ'য়ে ওঠে যে তাঁর কাছে প্রত্যাখানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY

প্রশ্ন নেই কোন—তিনি জীবোদ্ধারের জন্যে রাত্রদিনের অপেক্ষায় বসে আছেন।

চমকে ওঠেন মা। তার কথায় ক্ষুণ্ণ হন যেন। বলেন—"কেন নেই মা? জীব মাত্রেরই গতি আছে। খেটে খাও, সৎপথে থাক—ঐ দূষিত সঙ্গ ছেড়ে দাও।"

কিসের একটা আত্মমর্য্যাদায় যেন মার কথাগুলো বেজে ওঠে তার। বলে—"ঝি-চাকর, দারোয়ান রেখেছি—বাড়ী-গাড়ীর অভাব নেই। এখন গতর খাটিয়ে পেট চালাতে পারব কি?"

—"কেন পারবে না মা? প্রথম প্রথম কষ্ট হবে, তারপর সব ঠাকুরের দয়ায় সহ্য হ'য়ে যাবে। তিনি তো পতিতপাবন—তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন।" মা উত্তর দেন। জীবোদ্ধারের অনুসাধন নিয়ে চলে গেল সে। খবর পাওয়া গেল তাচ্ছিল্যের ফুৎকারে সে বাড়ী-গাড়ী দারোয়ান উড়িয়ে দিয়েছে সব—নিজের বিলাস-ব্যসনের জন্যে রাখে নি কিছু। মুক্তি পাওয়ার আশায় সেই পথকে মেনে নিয়েছে—যার সঙ্গে বৈরাগ্যের মন্ত্র আঁকা আছে চীরকাল। পতিতা একজন—পতিতপাবনী তাকে আবর্জ্জনার স্তূপ থেকে উঠিয়ে আনলেন।

ঠাকুর সকলকেই ডাকতেন না—অনেক সময়ে অনেকক্ষেত্রে তার ব্যর্থতা ঘটেছে। কোন কোন বিশেষ নারীমূর্ত্তির দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতে আপত্তি জানিয়েছিলেন তিনি!

কিন্তু মা? মার কাছে ও সব নেই—ছিলও না কোনদিন! প্রায়ই বলতেন—"যে মা বলে এসে দাঁড়ায়—তাকে ফেরাই কি করে।"

ঠাকুর বলতেন মার সম্বন্ধে—"ন'বতে যিনি থাকেন তাঁর বুকের গড়ন মা জগদ্ধাত্রীর মতো—দোমেটে ক'রে গড়া।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিকালজ্ঞ ঠাকুর—তাঁরই কথা ওই! জগদ্ধাত্রী তো জগদ্ধাত্রী—পূর্ণতায়—শুচীতায়—সাধনায়। কবে কোন্ দিন কোন্ সন্তান আসবে আর বলবে—মা, আমাকে মুক্তি দাও—দাহন থেকে নিয়ে এস সজলতায়,—তারই জন্যে তো মা সারদামণি! পাপী-তাপী-পঙ্গুদের জন্যেই তো তিনি—সকল অসামর্থের সকল বোঝা বইবার জন্যেই তো রামকৃষ্ণ-সহধর্ম্মিণী।

শত শত মানুষের মধ্যে ধ্রুবতারার মতই তো বিবেকানন্দ! মার সম্বন্ধে যে উপলব্ধি তাঁর—তার প্রকাশ পেয়েছে একটি চিঠিতে। শিবানন্দকে লিখেছিলেন—

"মা-ঠাকরুণ কি বস্তু, বুঝতে পারি নি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার নেই—মা আমাদের সেই শক্তিরূপিণী। মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন তিনি। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্ব্বনাশ। * * * * আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি। তোমরা কেউ এখন মাকে বোঝ নি! মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষগুণ বড়! রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন যা হয় বল দাদা, কিন্তু যার মায়ের ওপর ভক্তি নেই তাকে ধিক্কার দিও।

আগে মা আর মায়ের মেয়েরা—তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এ কথা বুঝতে পার কি?"

সত্যিই বোঝা দরকার। এত বেশী ক'রে এই উপলব্ধির প্রয়োজন যে যেন তাতেই আমরা ভেসে যেতে পারি! এই আত্মনিমজ্জনই সকল জীবের চৈতন্যোদয়ের কল্যাণের মানব-সরোবর! মাকে বুঝতে পারাই মানুষের সকল তীর্থের বদরিকা! মা যে কি, তার অমোঘ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদাহরণের শেষ নেই—এই অনন্ত মেঘলা থেকে আমি একটি ঢেউকে বরণ ক'রে নিচ্ছি।

একটি সন্ন্যাসীর কথা—তথা স্বীকৃতি। মন্ত্র পেয়েছিলেন তিনি মার কাছ থেকে—দিক্ষা নিয়েছিলেন পরমাপ্রকৃতি-র মাধ্যমে। তাঁরই কথা এ'।

—"নিশুতি রাত, অমাবস্যার নিকশ কালো অন্ধকার! নিজের গর্ভধারিণীর মহাপ্রস্থানের সময় দেখতে পাই নি—তাই দুঃখে ও শোকে দেহমন সমাচ্ছন্ন। ওপরকার ঘরের বারান্দার একটি কোণে চুপচাপ বসে ছিলাম। আকাশে লক্ষলক্ষ তারা আর সপ্তর্ষিমণ্ডলের মায়াজাল। এ ছাড়া সারা বিশ্বে আর কোন প্রাণের প্রকাশ নেই যেন। শুধুই অন্ধকার!

হঠাৎ চেয়ে দেখি নভোমণ্ডলের ঈশান-কোণ থেকে উজ্জ্বলতম একটি গোলাকার জ্যোতি আমার দিকে এগিয়ে আসছে! ফট্ ক'রে সেই জ্যোতি ফেটে গেল! তার ভেতর ঠাকুরকে দেখলাম—মাকে দেখলাম। দু'জনেই পাশাপাশি বসে। মা যেন আমার গর্ভধারিণীর ডান হাতটি ধরে আছেন। তাঁর পরণে লালপেড়ে সাড়ী। মা আমাকে ধমক দিয়ে বল্লেন—"এই তুই কাঁদছিস কেন? তোর মা তো আমাদের কাছেই আছে।"

শুধু সেই সন্ন্যাসীর মা-ই তাঁদের কাছে নেই—আমরাও—আছি সকলে তো—দুনিয়ার যত ছন্নছাড়া মানুষের দল!

মার কথা। বলতেন—"এমন লোক সব আসে—যাদের সর্ব্বাঙ্গে ঘা দগ্‌দগ্ করছে—এমন কোন পাপ কাজ নেই যে না করেছে। এসে দাঁড়ায় আর আমি সব ভুলে যাই। পায়ে হাত দেয়—আর আমি যেন কিরকম হ'য়ে যাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যিই তাই। সমাজের যারা কিটানুকিট, মহাপাপের পাতক—তারাও সর্ব্ব-অকল্যাণের সমুদ্র মারই অভয়মন্ত্রে পার হ'য়ে গেছে। পঙ্গু যারা—ক্লীবত্বে যাদের মনুষ্যত্ব মোহগ্রস্থ—যারা জীবনভোর শুধু অমাবস্যার অন্ধকারকেই চিনল—তারাও ভাসতে ভাসতে সারদা-প্রতিমার পায়ের কাছে এসে পড়েছে—দক্ষিণহস্তের আশীর্ব্বাদকণায় উদ্ধার হ'য়ে গেছে। মা বল্‌তেন—"আমার ছেলে ধুলো-কাদা যদি মাখে—তা আমি ছাড়া আর কে পরিষ্কার করবে?" তিনি যে তাই—তিনি যে পতিতপাবনী ভাগীরথী—নিজের পূণ্যতোয়া স্রোতস্বিনীর ভেতর অবিদ্যার স্রোতকে গ্রহণ ক'রে বরাভয়ের মন্ত্রটি দান করেছেন। তিনি বলতেন—"মন্ত্রের ভেতর দিয়ে শক্তির চলাচল। গুরুর শক্তি শিষ্যে যায়—তার সকল পাপ ঐ গুরুই গ্রহণ করেন। তাই তো মন্ত্র দিলে এত ব্যাধি এসে জোটে।"

ঠাকুরের বেলাতেও তো এই মর্ম্মান্তিক সত্যের প্রতিফলন। অন্যের পাপ তিনি নিঃশেষে গ্রহণ করেছিলেন বলেই, তাঁর গলার দুরারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণার নির্ম্মম প্রকাশ। মারও তাই। তিনি দু'হাত দিয়ে শতশত মানুষের পাপের পঙ্কিলতা নিজের ভেতর পূর্ণভাবে নিয়েছিলেন বলেই কত অসুখ-বিসুখের আক্রমণ—যা অনেক সময়ে তাঁকে শয্যা-শায়িণী করেছে।

প্রেমানন্দ মহারাজ একবার তাই বলেছিলেন—'যে বিষ আমরা হজম করতে পারি না, সব মার কাছে চালান ক'রে দিচ্ছি মা নির্ব্বিবাদে সেই সব হজম করে নিচ্ছেন।'

মাও তাই বলে গেছেন—"হাতের পাঁচটা আঙ্গুল কি সমান? কত রকমের লোক—কত রকমের পাপ। আমরা পাপতাপ না নিলে আর কে নেবে? আমরাই পাপ নিতে পারি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোটি কোটি মানুষ—তাদের মধ্যে জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফলে যারা তার চরণাশ্রিত হয়েছে—তাদেরই মন্ত্র দিয়ে পাপ নিয়েছেন অঞ্জলী ভরে—তারা শুচীশুভ্র হ'য়ে গেছে। যারা আসে নি—তাদের জন্যেও মার দুঃখ কি কম ছিল? যেদিন কেউ আসে নি হয়ত—দীক্ষাপর্ব্বের ভেতর যেখানে একটি দিনের জন্যে বিরতি ঘটেছে—মা দুঃখ ক'রে বলেছেন—"আজ আর কেউ এল না। ঠাকুর বলেছিলেন, কত কাজ করতে হবে—একটা দিন আমার বৃথা গেল।"

একটি একটি দিন—তাই মার কাছে শুন্যতার আবহাওয়া। মন্দিরে দেউলে যদি ভক্তের সমাগম না হয়, তার জন্যে বিগ্রহের যে কান্না—মারও তাই। ঠাকুর তাঁকে জীবোদ্ধারের অধ্যায় রচনা করার জন্যেই তো রেখে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—"ও সারদা, সরস্বতী—ওর কাছেই তো ভাঁড়ারের চাবিকাটি।" এই চাবিকাটির সন্ধানপর্ব্বের ভেতর মাত্র দিনের চব্বিশঘণ্টার যে শুন্যতা—তারই জন্যে মার চোখের জল। তাই শ্রীমুখের এই কথা—একটি দিন আমার বৃথা গেল।

শুধু যে মা—গর্ভধারিণীর যে মায়াময় প্রতিচ্ছবি—আর তার জন্যে অবোধ সন্তানের যে চিরন্তন বুভুক্ষা—মা সারদার ভেতর অসংখ্য সন্তান তারই সার্থকতম স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছে। আর যারা 'গুরুর গুরু মহাগুরু, ঐ মা'—এই তত্ত্বের অনুসন্ধানে তাঁর কাছে আছড়ে এসে পড়েছে তাদের সেই অনুসন্ধানে' সর্ব্বপ্রাপ্তির উপসংহার টেনেছেন মা সারদামণি। এই উপসংহার আর কিছু নয়, এ' হ'ল ঐ দীক্ষার ওঙ্কারের ভেতর দিয়ে সেই মহাগুরুর সন্ধান লাভ, যার ফলে পূর্ন্নজন্মের বিরতি—মানুষের মোক্ষলাভ। এ' দৃষ্টান্ত বহু—এ' উদাহরণের শেষ নেই। এইজন্যেই বলেছি—সমুদ্রের কি ঢেউ গনা যায়? যায় না বলেই এ' প্রসঙ্গের শেষ নেই। মার মা ভাব এ' এক বস্তু, এক ছবি; আর মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীক্ষা দেওয়ার গুরুর যে মূর্ত্তি সে অন্যবস্তু। দুটি জিনিষেরই সীমা নেই —দুটি জীবনই দুটি মহাকাশ।

সুদূর দাক্ষিণাত্যের শেষবিন্দুতে রামেশ্বর মহাতীর্থ আর ধনুষ্কোটী। যেখানে রামচন্দ্র তপস্যা করেছিলেন—সীতার পাদস্পর্শে যেখানকার ধূলিকণা পূণ্যময়। মার ইচ্ছে গেল একবার যে ওদুটি তীর্থ তাঁর দর্শন না করলে নয়। মার ইচ্ছা—সে তো আদেশ—হৈ হৈ পড়ে গেল ভক্ত-মহলে। রাধু, গোলাপমা, রামের মা, স্বামী ধীরানন্দ,—প্রভৃতি আট জন মার সঙ্গী। বন্দোবস্ত হয়ে গেল সব। মা বলেছিলেন—"আমার শ্বশুরও গিয়েছিলেন আর সেখান থেকে রাম-শিলা নিয়ে এসেছিলেন আর তাঁর বৌমা হয়ে আমি পড়ে থাকব ?"

পড়ে থাকেন নি তিনি। তিনি না গেলে যোগাযোগ ঘটবে কেন ? তিনি রওনা হলেন। মাদ্রাজ মেলে চড়ে রামচন্দ্র-পুত্রবধূর রামেশ্বর যাত্রা !

চিলকা হ্রদের পাশ দিয়ে গাড়ী যাচ্ছে। মার সে কি আনন্দ। একসার পাখী চোখে পড়ল। মা হাত তুলে প্রণাম করলেন। বল্লেন, "ও নীলকণ্ঠ পাখী—দেবতাদের কাছে কাছে থাকে।"

ওয়ালটেয়ারে একদিন—একরাত্রি—এর পর সোজা মাদ্রাজ। সেখানে প্রায় একমাসের মতো থাকা মার। প্রস্ফুটিত পদ্মের সৌরভ—যেখানে যায় সেইখানেই আসমুদ্র হিমাচলের লোক। মাদ্রাজেও তাই হ'ল ! শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্ম্মিণী সর্ব্বমঙ্গলা মা এসেছেন—মানুষের পর মানুষে—ভক্তদের মিছিল মার সামনে। মাদ্রাজী, তামিল, তেলেগু, —কেউ বাদ যায় নি। রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গানের আসর বসত মেয়েদের—সে শুধু গান নয়—ভজনের সাধনা ! মা চুপ করে চোখ বুজে বসে থাকতেন—বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হ'ত। সে ভজনের তামিল ভাষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—কিন্তু সুরের মাধুর্য্য যাবে কোথায়? কোন কোনদিন বাদ্যযন্ত্রের আসর বসত নামী নামী বীণকারদের—মাকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না যেন।

সেই দীক্ষার জন্যে মানুষের অভিযান—দক্ষিণেশ্বরে, কামারপুকুরে যেমন বিরাম ছিল না, এখানেও তাই। অনেকে দীক্ষা নিয়ে মুক্ত হ'ল ক্লীবত্ব থেকে।

দুটি মন্দির ঐ মাদ্রাজের কাছাকাছি। একটি বৈষ্ণব ও একটি শৈব সম্প্রদায়ের। একটি পার্থসারথির ট্রিপলিকেনে, অপরটি মলয়াপুরের শিবমন্দির। মা সেখানে গেছেন—কোথা থেকে খবর রটে গেছে—পায়ে পায়ে লোক। সকলেই মাকে দেখবে।

মাদ্রাজ থেকে রামেশ্বরের পথে মাদুরা। ঐখানেই তো মীনাক্ষীর ঐতিহাসিক মন্দিরের গর্ভগৃহের ভেতর সুন্দরেশ্বর পাষান-বিগ্রহ ও মীনাক্ষীদেবীর মূর্ত্তি। দু'ধারে লাইনবন্দি স্তম্ভের শোভাযাত্রা—মা মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেন। ওখানেও তাই—গিজ গিজ করছে লোক। এখানে মা পূজা দিলেন অনেকক্ষণ ধরে। মন্দিরের পাশে শিবগঙ্গা-সরোবর। এখানে চিরাচরিত প্রথার সূত্র ধরে দীপাধার সামনে রেখে নিজের নাম লিখলেন—শ্রীমত্যা সারদা দাসী।

রামনাদের রাজা রামেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষকে তার ক'রে জানিয়ে ছিলেন—আমার গুরুর গুরু মহাগুরু যাচ্ছেন—সব ব্যবস্থা যেন ঠিক থাকে!

ঠিকও ছিল—ষোড়শপচারের ব্যবস্থা। গোটা রামেশ্বরই উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল মার শুভ আগমনে। সমুদ্রের ধারেই মার জন্যে দোতলা ধবধবে সাদা বাড়ী ঠিক ছিল—সেখানে গিয়ে উঠলেন তিনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাথরে গড়া রামেশ্বরের মন্দির—আয়তনও বিরাট, পরিধিও সুবিশাল। চারিদিকে সমুদ্রের বেড়াজাল—তিনটি মহাসাগরের আলৌকিক এক সঙ্গম। ধূ ধূ বালি সারা সমুদ্রের মেখলায়—আর তার গর্ভ থেকে আকাশ-ছোঁয়া ঐ ভারত-ঐশ্বর্য্য এক মন্দিরের পাষাণসম্ভার। দু' তিনটে মহল যেন কোন প্রাচীন রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলের গণ্ডীভাগ! প্রথম মহলের সামনে সজাগ প্রহরীর মতো এক বৃষের মূর্ত্তি—কোন শিল্পীর হাতে গড়া কে জানে! ঐ বৃষ-মূর্ত্তির সামনে এক স্তম্ভ—এই রামেশ্বরের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের বার্ত্তা যেন ঘোষণা করছে অষ্টপ্রহর। এদিকে ওদিকে ছড়ান সারা মহল নানামূর্ত্তির অধিষ্ঠান—কারুর নাম বিশ্বনাথ, কারুর নাম কেদারনাথ, কারুর. ওঙ্কারনাথ—দেবাদিদেবেরই নানাপ্রকাশের শোভাযাত্রা যেন!

মা চলেছেন। ছোট দুটি পায়ে ধূলো আর বালি—সদ্যস্নাতা শুচীতার পূর্ণকুম্ভ রামকৃষ্ণ-জায়া। ঐ রামেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি—যার জন্যে সুদূর বাংলাদেশ থেকে এক দুর্লভ বাসনা নিয়ে এসেছেন—চলেছেন তিনি। হাতে ফুলের থালা—চন্দনের অনুলেপন—মালার সঞ্চয়—আর গঙ্গোত্রীর জল—ঐ জলে ভগবানের ভগবান শিবকে নিজের হাতে স্নান করিয়ে দেবেন!

রামেশ্বর-মন্দিরের কঠোর কঠিন নিয়ম—যারা দক্ষিণী ব্রাহ্মণ তাদেরই অধিকার লিঙ্গমূর্ত্তিকে স্নান করিয়ে দেওয়ার। অন্য কারুরই এ অধিকার নেই—এমনকি আর্যাবর্ত্তবাসী বাহ্মণেরও এ অধিকারও নেই।

মার কথা স্বতন্ত্র—তাঁর সামনে বিধিনিষেধের আগড় টানে কে? দুনিয়াতে এমন কে আছে যে এসে বলে—তুমি এস না, এ' লিঙ্গমূর্ত্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পর্শ তোমার কাছে অপাংক্তেয়। তিনি যে সকল নিয়মের উর্দ্ধে—তিনি যে মা।

যে কুণ্ডের ভেতর ঐ লিঙ্গরাজের অধিষ্ঠান—তার স্নান কতটুকু—আধহাত স্নানের পরিধির ভেতরেই শিব বসে আছেন যেন অনাদি অনন্তকাল ধরে। এ' শিব সেই জানকীর পূজা করা শিব—লঙ্কা থেকে উদ্ধার পেয়ে ঐ রামেশ্বরে ঐটুকু কুণ্ডের ভেতরেই জানকী গঙ্গোত্রীর জলে নাকি মহেশ্বরকে স্নান করিয়েছিলেন।

সেই জানকী-ই তো ঐ মা। উনবিংশ—শতাব্দীর শুচীশূন্যা সীতা। ছোট্ট একরত্তি লিঙ্গমূর্ত্তি—মাথার ওপর হীরে-জহরতের মুকুট চড়ান—যার স্পর্শের এতটুকু অধিকার নেই সাধারণ মানুষের। মার পংক্তীভাগ সেই সাধারণের সীমায় তো নয়—তিনি সর্ব্বব্যাপিনী কল্যাণী—তাই ঐ মুকুট সরানোর অনুরোধ এসেছিল মন্দির-কতৃপক্ষদের কাছ থেকে।

কি যেন হল মা'র। কেমন যেন একটি অনন্ত অতীত স্মৃতিতে মিশে গেলেন তিনি। পাশে যে গোলাপের মা বড় বড় চোখ ক'রে আর সবটুকু অনুভূতি নিয়ে দাঁড়িয়ে সে খেয়াল নেই মার। অস্ফুট অশ্রুত স্বরে বলে ওঠেন শিবকে স্নান করাতে করাতে—"তোমাকে যে ভাবে রেখে গিয়েছিলাম তুমি দেখছি সেই ভাবেই আছ"।

বিস্ময়ে শীলিভূত হওয়ার উপক্রম গোলাপের মার। বল্লে—"কি বললে, মা?"

মা চুপ—একেবারে নিশ্চুপ। অজান্তে এক অভূতপূর্ব্ব স্বীকৃতি শ্রীমুখ থেকে উচ্চারিত হয়ে গেল—কেমন যেন হয়ে যান মা। গোলাপের মা জড়িয়ে ধরে মাকে! তারও মুখ বন্ধ—বিস্ময়ের প্লাবনে সেও ভেসে গেছে! শ্রীরামকৃষ্ণ-ও তাই বলে গিয়েছিলেন—'ও রূপ ঢেকে এসেছে। ওই কলিযুগের সীতা!'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামেশ্বর মন্দিরের মণিকোটা—সেও এক মহাদর্শন! সেরা সেরা হীরে জহরতের নির্ব্বাসন ঘটেছে বড় বড় সিন্দুকে। তাদের যা দ্যুতি—তাতেই গোটা ঘরটায় যেন আলোর বন্যা নেমেছে!

'গুরুর গুরু মহাগুরু'—রামনাদের রাজারই ওই স্বাকৃতি। তাঁহারই দেওয়ার সবকটা সিন্দুক খুলে ধরে মার সামনে। বলেন—যে কোন অলঙ্কার আপনি নিন—এতে আমরা ধন্য হব!

যিনি সর্ব্বস্বত্যাগিনী, যিনি চীরবাসা মাতৃস্বরূপিণী, তিনি নেবেন হীরে জহরত, স্বপ্নেও মা ভাবতে পারেন না তা। তাঁর নামমাত্র আভরণ দু'টি হাতের দু'টি হোগলাপাকের বালা—ঠাকুর পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—এ' দুটি পরে থেকো, খুইও না কোনদিন। সেই বালাদুটিই মার আজীবনের ঐশ্বর্য্যের মণিকোটা—থরে বিথরে সাজানো লক্ষ লক্ষ মুদ্রার ঐ হারে—মণি মুক্তো তাঁর কি হবে? বল্লেন দেওয়ানকে—ও আমার চাই না। মনে পড়ে যায় রাধুর কোমল-কিশোর মুখ—তারই জন্যে হয়ত এসবের প্রয়োজন। রাধুর ডাক পড়ে। মা বলেন—তুলে নে যে কোন হার, বালা, কর্ণাভরণ, সিন্থীময়ূর।

রাধুও তেমনি—মণির সঙ্গে যেমন বিভা—তেমনি তো তারও অকাল বৈরাগ্যের উত্তরীয় নেওয়া মার কাছ থেকে! তাঁর সবই আছে—নেই শুধু একটি মাত্র পেন্সিল। বলে মাকে—'আমাকে একটা পেন্সিল কিনে দিও।' কোথায় রামেশ্বর, কোথায় পেন্সিলের তাগাদা। মন্দির থেকে বেরিয়ে মা ঐ জিনিষের জন্যে ছোটেন। দোকান থেকে কিনে দিয়ে তবে মার স্বস্তি! রামেশ্বর থেকে ধনুষ্কোটি—সমুদ্রের জলের ওপর দিয়ে সীমন্তের মত রেলের লাইন। ওখানে সোনা অথবা রূপার তীর ধনুক মার হাতে তুলে দিলেন কৃষ্ণলাল মহারাজ—ওখানকার ঐ নিয়ম—সমুদ্রের পূজা হয় ধনুকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তীর ছুঁড়ে। ধনুষ্কোটি থেকে ফিরে এসে ১০৮ টি সোনার বেলপাতা দিয়ে মা আবার পূজা করলেন মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি। শশী মহারাজের ফরমাস দেওয়া ঐ বেলপাতা—নিখুঁত প্রতি পাতাটি!

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মাদুরায় একদিন—মাদ্রাজে দিনকতক—সেখান থেকে বাঙ্গালোর। প্রত্যেকটি স্থানেই অগণিত ভক্তদের ভীড়।

সকাল থেকে সন্ধ্যা—মার নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই। বাড়ীতে স্থান হয় না—তার খাটান হয় জনসমুদ্রের জন্যে'—এক পরম ধনভাণ্ডারের অবরুদ্ধ দ্বারের যেন উদ্‌ঘাটন হয়েছে—তাই এত মানুষের ভীড়।

মা ফিরছেন—দেবীর আগমন যেন কৈলাসের পাহাড়পর্ব্বতের গহন, অন্দর থেকে। ফিরছেন রামেশ্বর হ'য়ে—পুরী হয়ে—দাক্ষিণাত্যের তীর্থ শেষ ক'রে!

বেলুড় মঠে তাই প্রত্যাবর্ত্তনের সম্বর্দ্ধনা! দলে দলে মানুষ লোকজন—এক হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। কে আগে প্রতিমার দর্শন নেবে তারই এক নিরঙ্কুশ প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে যেন!

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কড়া হুকুম—মার চরণ কেউ স্পর্শ ক'রে বিরক্ত করবে না।

হুকুম তো হুকুম। যেন সম্রাটের অনুশাসন। মা আসছেন—সারা অঙ্গ শুভ্রতম বস্ত্রে ঢাকা। পা দুটি দেখা যাচ্ছে—আর মুখাবয়বের কিছুটা!

খোকা মহারাজ ছুটলেন—তাঁকে হাজার চেষ্টা করেও ঠেকান গেল না। মায়ের পায়ের ওপর উপুড় হ'য়ে পড়লেন তিনি! মার দক্ষিণহস্তের কল্যাণস্পর্শ দুরন্ত খোকা মহারাজের মাথার ওপর এসে থেমে যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজের খুসী দেখে কে !

মাকে বসান হ'ল বেলুড় মঠের দোতলার ঘরে ! আসন-পিড়ী হয়ে মা বসলেন কারুণ্য পূর্ণেক্ষণার মতো··· । যেদিকে তাকান যায় শুধু মানুষের মাথা—অসহ্য আবেগের ঢেউ-এ উদ্বেলিত অবস্থা সকলের। মা ফিরেছেন সম্রাজ্ঞীর মতো—তাই এই ভক্তিতত্ত্বের মহেন্দ্রক্ষণ !

মার কিছুটা দূরে মার শ্রেষ্ঠতম ভক্তাধিক ব্রহ্মানন্দ—এক যোগীবরের মাতৃ-আবাহন। হাতে হুকোর নল—পেছনে তাকিয়া —কালীকীর্ত্তনীয়াদের হাত নেড়ে কি ইসারা দেন ! সুরু হয় অপূর্ব্বতম সুরমহড়ার মাধ্যমে কীর্ত্তন ! নিবাত-নিষ্কম্প দ্বীপশিখার মতো বেলুড় মঠের ভাবগম্ভির পরিবেশের ভেতর ঊর্দ্ধমুখে জ্বলতে থাকেন মা সারদামণি। চুপচাপ—নিঝুম—একটা ছুঁচ পড়লে তার শব্দ কাণে আসে—পাষাণ প্রতিমার মত মহারাজ সমাধিস্থ···হুকোর নল ব্রহ্মানন্দের হাত থেকে খসে পড়ে—দূর মহাশূন্যে তিনি মিশে গেছেন। কীর্ত্তনের ঘনীভূত অবস্থা—বাতাস যেন থেমে গেছে, গাছের পাতা যেন নড়ে না। গোটা ঘরটিতে কীর্ত্তনের সুরলহরী ভাসতে থাকে—

ভজ ভজরে মন দেবী মায়ী
কালী রে।
অষ্টপাণী, জগত্তারণকারিণী,
দৈত্যবিদলিণী বরাভয়দায়িণী
শম্ভুসোহাগিণী—শিবা ধরণীতাপহর
বরবালা—শিব-মহামায়া
ভজ, ভজ রে, মন দেবী মায়ী কালী রে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামনে জাহ্নবীর ছলছলে জল—সন্ধ্যার অবগুণ্ঠনপরা প্রকৃতি—ওপারে ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর।

এপারে জীবন্ত ভবতারিণী মা সারদামণি—এদিকে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ভাবসমুদ্রের জলধির ভেতর মিশে গেছেন তিনি। কীর্ত্তনের সুর শোনা যায় শুধু ঃ

ভজ, ভজ রে মন দেবী মায়ী কালী রে।

* * *

রাধুর বিয়ে।

সেই রাধু—পাগলী-মার মেয়ে, যার জন্যে মার মর্ত্তভূমির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া; যাকে আশ্রয় করে গর্ভধারিণীর অধ্যায় রচনা মার।

সেই স্বপ্নে দেখা লাল চেলী পরা মেয়ে—জাগতিক ইতিহাসের সাক্ষর সেই রাধু।

পেটে ধরেন নি—কিন্তু রাধু তারও বাড়া। কি করেন নি তার জন্যে—সেবা-শুশ্রূষা মায়া মমতার রুদ্রাক্ষের মালা জপেছেন তাকে নিয়ে। তারই বিয়ে। বার বছরের শ্যামাঙ্গী অবোধ এক কিশোরী—মার চোখের মণি—সুখদুঃখের সঙ্গে জড়ান যে মেয়ে।

অনেক খোঁজাখুঁজি—অনেক অন্বেষণ তথা অনুসন্ধান। অবশেষে মিলে গেল সে বর। তাজপুর গ্রামের শ্রীমান মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়। নিরীহ গোবেচারী—দোহোরা চেহারা গড়ন। মা দেখলেন, পছন্দ হয়ে গেল সে ছেলে।

১৩১৮ সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ জয়রামবাটির পর্ণকুটিরে মার সামনে রাধুর হাত এসে পড়ল মন্মথর হাতে—বন্ধন সৃষ্টি হ'ল আজীবনের। রাধু পিতৃহীন—জেষ্ঠ্যতাত প্রসন্নকুমার হোমাগ্নির সামনে সম্প্রদানের মন্ত্র উচ্চারণ করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বাঙ্গে গয়না পরা—আপাদমস্তক বেনারসীতে ঢাকা রাধু চলে গেল তারপরের দিন শ্বশুরবাড়ী তাজপুরে। সঙ্গে মার ব্যবহার করা একটা বিরাট কালো বাক্স—তার ভেতর নগদ এক হাজার টাকা যৌতুকের। অথচ মার খেয়াল নেই—টাকা, গয়না কোথা থেকে এল তারও হিসেব রাখেন নি মা। পাত্রের খোঁজ এল, পাত্র দেখা হ'ল—বিয়ে হ'ল—এ' দৃশ্যের তিনি মূক সাক্ষী মাত্র—অথচ ঐ রাধুকে নিয়েই তার কত স্বপ্ন গাঁথা।

সবে থেকেও নির্লিপ্ততার প্রতিমূর্ত্তি—সীমার মধ্যে থেকেও অসীমতার সূত্রে বাঁধা তিনি। রাধুর বিয়ের কথাবার্ত্তা যখন চলছে পুরোদমে তখন ঐ মা-ই বলেছিলেন—"আপনা থেকে ছেলে জুটলে তো জুটুক—আমি কারুকে বন্ধনে ফেলার জন্যে বলব, তা কখন হবে না!

পাগলা গোছের লোক নাম হরিশ—মাথায় খাড়া খাড়া চুল—রক্তবর্ণ, দুটো চোখ। মার সামনে এসে হি হি করে হাঁসে আর বলে—তুমি আমার প্রকৃতি—তুমি আমার সব। আমার থালায় তোমার জন্যে ভাত ডাল সব রেখে এসেছি—অর্দ্ধেকটা-তুমি খেও!

প্রচণ্ড অনিষ্টতা—দুর্দ্দান্ত স্পর্দ্ধা হরিশের। হাবভাবে পাগলামি—অথচ কথাবার্ত্তায় তো ষোল আনার ওপর আঠার আনা তত্ত্বের রাজা! প্রকৃতি পুরুষের জ্ঞান তো হরিশের মাথায় গজগজ করছে! শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃতি ঠাওরাল ঐ মাকে এ তো একদিন নয়, দুদিনও নয় প্রায়ই হরিশ আসে আর ঐ কথা—তুমি আমার প্রকৃতি! মা ক্ষমাময়ী—শতসহস্র সন্তানের তিনি মা আর একথাও বলেন—যে সবই যে ভাল হবে তারই বা কি প্রমাণ আছে: হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান?

কিন্তু অসভ্য বেয়াদবীকেও পাগলা হরিশ লঙ্ঘন করে যায়। পতঙ্গের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
3/432

পাথার ওপর যেমন আগুনের সাক্ষর—তেমনি তারও তাই! একদিন যা ঘটবার তাই ঘটল—মা বগলামূর্ত্তিতে আবির্ভূত হলেন একদিন, হরীশের সামনে—হরিশ খড়্গধারীনির খাঁড়ায় দুভাগ হয়ে গেল যেন!

ঠিক দুপুর বেলা—কামার পুকুরের বাড়ীতে মা তখন একা নিশিন্ত প্রশান্তির ছায়া নেমেছে অঙ্গনে—নিরুপদ্রব মধ্যাহ্নের একটি নিশ্চল মুহূর্ত্ত। হরিশ এসে হাজির। মার কাছে তো কেউ নেই—সুযোগসুবিধার এই মহেন্দ্রক্ষণ!

মা তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই ধড়মড়িয়ে উঠে পুকুরপাড় দিয়ে ছুটতে লাগলেন। মাও যেদিকে যায়—হরিশও ঊর্দ্ধশ্বাসে সেইদিকে ছোটে!

অবশেষে মা ঘুরে দাড়ালেন। দুটো চোখে আগুন—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের প্রাথমিক অবস্থা। সংহারের মূর্ত্তি যেন মার—বিশ্বসংসার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে! হরিশকে তিনি ধরে মাটিতে ফেলে দিলেন অবলীলাক্রমে—বুকের ওপর পা দিয়ে জিভ টেনে বার করলেন মা। সেইসঙ্গে আর একটি হাত দিয়ে অজস্র কিল, চড় ঘুঁসি! হাঁপাতে লাগল প্রকৃতি—পাগল অপ্রকৃতিস্থ হরিশ—তার যেন নাভিশ্বাসের অবস্থা।

শেষকালে ছেড়ে দিলেন তাকে—মাংসপিণ্ড হরিশ কোনরকমে ছুটে পালাল বনবাদাড় ভেঙে!

মা-মা বলে কেউ বৈতারিণী পার হ'ল—কেউ বা পদপ্রান্তে বসে দীক্ষার মন্ত্র নিয়ে—হরিশ পার হল মার খেয়ে। তার পাগলামোর আর মা-কে প্রকৃতি বলে ডাকা—ঐ প্রহারেন ধনঞ্জয়েতেই ইতি! কামারপুকুর থেকে সোজা বৃন্দাবন। হরিশকে আর কেউ কখন দেখে নি! সমসাময়িক ভক্তদের মা বলেছিলেন—আমি বগলামূর্ত্তি ধরেছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার এই প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি যেন ভাবতেই পারা যায় না। এ' এক অবিশ্বাস্য চিত্ররূপ মার। যাঁর কাছে আশ্বাস ও আশ্রয়ের স্থান, যিনি সর্ব্বমঙ্গলময়ী সতীসুন্দরী—যাঁর কাছে অগণিত মানুষ এসেছে মাতৃত্বের সুধা আকণ্ঠ পান করতে—যিনি অন্ধ, আতুর, অভাজন, অর্ব্বাচীন, জন্ম-কাঙাল সন্তানের সর্ব্ববাদিসম্মত মাতৃস্বরূপিণী—যিনি ক্ষমার পূর্ণকুম্ভ—তাঁর-ই হাতে হরিশের এ দুর্ভোগ কেন? স্থির—নির্ম্মল-প্রশান্তির ভেতর কেন এই প্রলয়ঘনঘটা ঘোররূপার জ্বালামুখী মূর্ত্তি?

এর উত্তর সেইখানে যেখানে সাধকের সাধনায়—তাপসের হোমাগ্নিতে মাতৃরূপ বহুরূপে আবির্ভূতা। মা যেখানে মহামায়ার আধার—সেখানেই অসুরদলনী চণ্ডিকা দুর্গা মূর্ত্তি। একদিকে বরাভয়ের অনন্ত ক্ষমাসুন্দর চিন্ময়ী প্রকাশ—সেইখানেই খণ্ডিত নরমুণ্ডের রক্তলেখা আর অষ্টআয়ুধের ভয়াল ভয়ঙ্কর প্রতিচ্ছবি। একদিকে সর্ব্ব অকল্যাণের স্রোতকে মা নিজে গ্রহণ করেছেন মুমূর্ষু জীবের জন্যে—আর একদিকে শ্মশানচারিণী হয়ে অট্টহাসি হেসেছেন শ্মশানের নরকপাল আকীর্ণ প্রান্তসীমায়!

হরিশের বুকে পা দিয়ে মার যে দাঁড়ান, এ সেই অসুরনিধনের সম্ভাবামি যুগে যুগের ইতিহাস! এ অবিশ্বাস্য আচরণের মূলে সেই সাকারশক্তি স্বরূপার অলঙ্ঘনীয়তা ছাড়া কিছু নয়!

একটি সন্ন্যাসী। দণ্ডীধারী সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী সে। সুদূর পশ্চিমের যে ভারতবর্ষ—সেখান থেকেই তার আসা। এমন কোন শাস্ত্র নেই—এমন কোন অনুশাসন নেই যে তার অজানা! গোটা দেহটার ভেতর দিয়ে যেন বেদ উপনিষদ্ ফুটে বেরুচ্ছে তার! অপূর্ব্ব তাঁর দীপ্তি—অপূর্ব্ব তাঁর বৈরাগ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দণ্ডী যে, তার কাছে প্রণতির কোন অর্থ নেই—সেই সব—সেই একমেবদ্বিতীয়ম পরমপুরুষের সত্তা ছাড়া কিছু নয়। নারীকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেয় সে—নারীর অর্থই তার কাছে কামের পূর্ণকুম্ভ আর তার বিষেই আত্মার বিলুপ্তি। গোটা দুনিয়াকেই সেই সন্ন্যাসী নিজের পায়ের তলায় লুটিয়েছে! 'অহং'-এর ঢেউ-এ হাবুডুবু খাচ্ছে নিজেই!

মায়ের কাছে এসে হাজির। কি হ'ল কে জানে, কোন কলকাটি নাড়লেন দূর অন্তরীক্ষে থেকে ঠাকুর—তা সাধারণ মানুষের অগম্য। নস্যাৎ হ'য়ে গেল তার সব—অহঙ্কার—অহং-অবিদ্যার ধ্বজা, অভিমানের স্তূপ! মার ছোট্ট দু'টি সোনার পায়ের ওপরে সে তার এতদিনের উন্নত মাথাটা ঠেকালে। চমকে পা সরিয়ে নেন মা! অকারণের অহেতুকী কুণ্ঠা যেন তাঁর। এত বড় দণ্ডীস্বামী কি না প্রণামের বৃত্তে নেমে এল? বল্লেন মা—"আপনি কেন প্রণাম করলেন?"

যে একবার মাকে প্রণাম করল, তার তো সবই ভেসে যাওয়া! বল্লে শুধু সন্ন্যাসী—"আশীর্ব্বাদ দাও মা আমায়, আশীর্ব্বাদ দাও! পূর্ণ করে নাও তোমার মধ্যে। আমার সব অহংকার ভাসিয়ে নিলে তুমি!"

কে একজন ছিল কাছে পিঠে! মা তাকে বল্লেন—"ফল দাও সন্ন্যাসীকে" তিন তিনটি আম ছিল মাত্র—সন্ন্যাসী তাই নিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল।

চলে যাওয়ার পর মা হঠাৎ বল্লেন—"ঐ তিনটে মাত্র ফল, আর ছিল না?" খোঁজা হ'ল আবার—মিল্ল একটি! মা বলে দিলেন ভক্তটিকে—"ছোট—তাকে ওটি দিয়ে এস।" কিছুটা পথ হেঁটে ধরে ফেল্ল ভক্তটি সন্ন্যাসীকে। বল্লে—"এই নাও—আর একটা ফল—মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠিয়ে দিলেন!" নাচতে লাগল সেই দণ্ডীস্বামী! চারটি ফলের তাৎপর্য্য সে বুঝবে না তো কে বুঝবে? মা-ই তো বুঝিয়ে দিলেন! প্রথম তিনটি: অর্থাৎ, অর্থ ধর্ম্ম আর কাম। আর শেষের যে একটি—সেটি মোক্ষ!

ঠাকুর বলেছিলেন মাকে—'আমি তো আর, পারলুম না—তুমি আমার হয়ে গয়ায় পিণ্ড দিয়ে এস।'

মা ঐ অনুজ্ঞাকে শীখণ্ডী ক'রে আবার বেরিয়ে পড়লেন তীর্থে! যাবেন অনেক জায়গায়, দু'চোখ যেদিকে যাবে। কাছিতে পড়েছে টান—তাই সব ফেলে মার আবার বেরুন। কিন্তু সাঙ্গপাঙ্গ যাবে কোথায়—সূর্য্যের চারিদিকে গ্রহগুলো তো আছে। তাই নাছোড়বান্দা সব ভক্তেরা সঙ্গে চল্লেন। তাঁদের নাম—শরৎ, রাখাল, যোগেন ও যোগীন-মা প্রভৃতি!

গয়াতে নেমে পিণ্ড দিলেন ঠাকুরের। যিনি লোকাতীত, তাঁরই আবার পিণ্ড দেওয়া। কিন্তু লোক লৌকিকতার শিক্ষা, তা বড় অমোঘ। তাই দিতে হ'ল।

তারপর পুরী। চাঁদবালী পর্য্যন্ত জাহাজে—মার এই প্রথম। সেখান থেকে ক্যানাল ষ্টিমারে কটক। তারপর সেই আদি ও অকৃত্তিম গরুর গাড়ী চেপে শ্রীক্ষেত্রে।

হরিবল্লভ বসু—বলরাম বসুর ভাই—উকীল, সারা গোটা উড়িষ্যায় নামডাকের অভাব নেই। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত গোবিন্দ শিঙ্গারী হরিবল্লভ বসুকে ভীষণ ভক্তি করে। বলে দিয়েছিলেন তাকে—"মা আসছেন, সাবধান, বরণ করে নেওয়ার আয়োজনে যেন খুঁত না থাকে। মন্দিরের দরজা যেন খোলা থাকে—তিনি দেখবেন!"

পালকি নিয়ে এসে হাজির—গোবিন্দ মাকে নিজে কাঁধে চড়িয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ে যাবে! মা বল্লেন—"আমি যাব পায়ে হেঁটে—লক্ষ লক্ষ মানুষ যেভাবে যায়। জগন্নাথকে দেখতে যাব পালকি করে? সে হয় না! কাঙালের মত দেখতে যায় সেই ভগবানকে। আমি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র—আমি যাব ভিখারিণীর মতো!"

তাই হ'ল—বিশেষ আয়োজন রইল অপ্রোয়জনীয় হয়ে। রাজরাজেশ্বরী চল্লেন পথের ধুলো মাখতে মাখতে। গোবিন্দের পালকী পড়ে রইল অপাংক্তেয়ের গণ্ডীতে। পুরীর মন্দিরের বিগ্রহের সমানে থেকে পর্দ্দা সরে গেল—জগৎপতি জগন্নাথের সামনে থেকে আবরণ সরে গেল। দুহাত দুরেই প্রথমে মা—তাঁর পেছনে আর সকলে! ভগবান প্রকাশিত হলেন।

হঠাৎ কি হ'ল মার? পর্দ্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো বুঁজে ফেলেন মা—দেখলেন না জগৎপতিকে। দৃষ্টি এড়াল না যোগীনমার—সে বিগ্রহ দেখছিল না, দেখছিল জ্যান্ত বিগ্রহকে। মার এ ভাব দেখে বিস্ময়ে ফেটে পড়ে বল্লে—"চোখ বুঁজে কেন মা? চোখ খোল—, দেখ জগন্নাথকে।"

মার হাতটা ততক্ষণে আঁচলের ভেতর ঢুকে গেছে। কি একটি জিনিষ তিনি সন্তর্পণে বার করেন। চোখ দুটো তেমনি বন্ধ। দেখা গেল—জিনিষটি আর কিছু নয়, ঠাকুরের একটি প্রতিকৃতি—মা লুকিয়ে এনেছিলেন কখন কেহ টের পায় নি! জগন্নাথের সামনে ছবিটি তুলে ধরে মা বল্লেন—"উনি আগে দেখুন—কক্ষণো আসেন নি তো দক্ষিণে! আমার দেখার আগে উনি আগে দেখুন।" মা তারপর চোখ খুল্লেন!

কিন্তু জগন্নাথকে আর দেখা গেল না—মা দেখলেন অন্যমূর্ত্তি! কি দেখলেন? না ঐ রত্নমণিমাণিক্যখচিত সিংহাসনের ওপর প্রফুল্লতার প্রতিমূর্ত্তি হয়ে যোগাসনে বসে আছেন দক্ষিণ-ঈশ্বর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামকৃষ্ণ বসে আছেন মার জন্যে। যিনি জগন্নাথ, তিনিই ঐ। যিনি শিব—তিনিই নারায়ণ। যিনি কৃষ্ণ—তিনিই রাম আর তিনিই সব মিলিয়ে জগন্নাথ। মার ভাব সমাধি হ'ল দেখতে দেখতে। ঠাকুরের মধ্যে মিশে গেলেন তিনি!

ছলছলে ভাগিরথী—সন্ধ্যা হ'ব হ'ব। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর ঘরের বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডানহাতটি সূর্য্যাস্তের দিকে বাড়িয়ে রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—তার মুক্তি নাই। জীবকল্যাণের জন্য তাঁকে বার বার অন্তরঙ্গসহ আসতে হবে। "সরকারী কর্ম্মচারীকে জমিদারীর যেখানে গোলমাল সেখানেই ছুট্‌তে হয়।" তিনি বললেন এবার আসবেন উত্তর পশ্চিম কোণে।

মন্ত্র নিতে এসেছে ক'জন। জ্বলে পুড়ে যাওয়া বিদগ্ধ কয়েকজন মুমূর্ষু সন্তান।

—"আমার কতবার জপ, মা?"

—"তোমার? তুমি সংসারী—ঘরসংসার ছেলেপুলে আছে—তোমার একশ আট বার করলেই যথেষ্ট।"

—"কেন মা, এত কম?" তার মনে দুঃখ জমে ওঠে।

—"কম কি গো। দেখো ঐ একশো আটবারই করতে পারবে না, তাতেই বাধা আসবে।" মা বলেন—

আর একজন।

—"আমার কবার মা?"

—তোমার দ্বাদশ বার।

আরো একজন। বেতো রুগী—হাতের আঙ্গুলগুলো অশক্ত হয়ে আছে রোগের আক্রমণে।

—"তোমার তো বাবা কর জপ চলবে না। রুদ্রাক্ষ, বেশী নয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঁচিশটা হলেই হবে—তা দিয়ে একটা মালা করিয়ে নিও। স্পর্শ করবে ঐ মালা আর জপ করবে। তোমার মনটা তো বেতো নয়।"

আরো একটি। বল্লে—"আমার কি গতি হবে মা?"

"তোমার শুধু স্মরণ-মনন। তোমার হ'য়ে আমি জপ করব—আমি যে মা।"

মা ছাড়া একথা কে বলবে? যার অসামর্থ সর্ব্বদিক দিয়ে, যে পঙ্গু, যে আতুর—তত্ত্বজ্ঞানের বুদ্ধি যার কাছে প্রহেলিকা ছাড়া কিছু নয় তার সব ভার নিজে নিয়ে তাকে কলুষমুক্ত নির্ম্মল শুচীশুভ্র ক'রে তোমার ভার তো ঐ মার-ই। তিনি আছেন তাই সব স্রোত পরমা-প্রকৃতিতে মিশেছে—তিনি সেইজন্যে আশ্রয়দায়িণী সকল জীবের। অনেক সময়ে মা বলতেন—"আঙুল দিয়েছন কেন তিনি? আঙুল দিয়েছেন মন্ত্র জপ করার জন্যে।" যে সন্তান সেই আঙুলের সাহায্যে জপ করতে পারল সে পারুক—যে কোন স্থানে, যে কোন পরিবেশে; কিন্তু ঐ আঙুলের সার্থকতা নেই যার সে কি ভবতারিণীর কোল পাবে না? পাবে বৈকি পাবে—পাবে। এই পারার বিশাল ক্ষেত্রের ওপর সেতুবন্ধন ক'রে বসে আছেন সারদামণি মা।

মারই কথা। বলতেন—"আমরা না নিলে কে নেবে? আমরাই তো পাপ-তাপ হজম করতে পারি। সেইজন্যেই তো এসেছি আমরা।"

প্রেমানন্দও তাই বলতেন—"যে বিষ আমরা হজম করতে পারি না—সব চালান করে দিচ্ছি মার কাছে। মা সকলকেই কোলে তুলে নিচ্ছেন। সকলকে স্থান দিচ্ছেন, সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন—আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে মা, মা, জয় মা!"

এই যাওয়ার জন্যেই তো মন্ত্র—আর এরই জন্যে জপ! কারুর একশআট বার—কারুর দ্বাদশ আর কারুর কোনটাই নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেটি 'নয়'—তারই সমস্ত আরম্ভের স্থিরভূমি মা-সারদা!

ঢং ঢং ঢং—ঘড়িতে তিনটের ঘণ্টা বাজে—শেষরাত্রের তিনটে। মা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। কি দক্ষিণেশ্বর, কি বেলুড় মঠ, কি জয়রামবাটি অথবা কামারপুকুর—মা ঐ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠতেন নগন্যতম শয্যা ছেড়ে। এ' ওঠা বাইরে যাওয়া নয়—বসে বসেই তাঁর ছ'টা পর্য্যন্ত মালা জপা বিছানার ওপর। এ' জপা কিসের—কেন তার উত্তর মার কাছেই। ঠাকুরের ছবি তাঁর হাড়পাঁজরার ভেতর লুকানো থাকত সবসময়ের জন্যে—সেই ছবি সামনে রেখে মার রুদ্রাক্ষের মালা জপা। ঠাকুর বলতেন—"আমি ছাঁচ করে গেলুম, তোরা সব ছাঁচে ঢেলে তুলে নিস!" মার ঐ সময়ে বিছানা ছেড়ে উঠে ব্রহ্মজ্ঞানে ডুবে যাওয়া—এ' সেই ছাঁচ থেকে তুলে নিয়ে নানাভাবের মূর্ত্তির সৃষ্টি। উনি ছাড়া পঙ্গু হৃতসর্ব্বস্ব সন্তানদের মঙ্গল কামনায় ঐ সময়ে উঠবে কে? কেউ না! জপের মালা কোটিমন্ত্রের স্মরণ করে তবে অন্য কাজ মার। যেখানে যেরকম সেইখানে সেই রকম! এরপর দেখা যেত রাজ্যের তরিতরকারি নিয়ে বঁটির সামনে কুটতে বসে যেতেন মা। যেদিন যত ভক্তসমাগম, দীক্ষাভিলাষী সন্তানদের ভীড়—সেই প্রয়োজনের মাপ-কাটিতে সেইরকম তরকারী কুটে রান্নার তদ্বির তদারক। তিনি বসতেন মধ্যে—আর সব মেয়েরা বসত তাঁকে ঘিরে। সে সময়ের ভগ্নাংশটুকুর মূল্যও কম ছিল না সকলের কাছে। কত গল্প, কত স্নেহ বারিবর্ষণ কত সুখদুঃখের গল্প তখন যে হত তা বলে শেষ করা যায় না। এ কাজের আগে যতদিন মার শরীর ভাল ছিল—অজস্র বাসন মেজেছেন পুকুরপাড়ে। ঠাকুরের সিংহাসন সাজানোর জন্যে যে ফুলসম্ভার—তার চাবিকাটি মা নিজের হাতেই রেখেছিলেন। অনেকদিন ফুল তুলতে তুলতে এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে মনে হত—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথিবী ছাড়া অন্যকোন গ্রহের তিনি দেবী হয়ত। কমসে কম একশটা ক'রে মা পান সাজতেন সকলকে দেওয়ার জন্যে। এই একশ' সংখ্যাকে তিনি কেন বেছে নিয়েছিলেন তার হিসাব সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য!

আট-টা থেকে ন-টা: মাকে আর পাওয়া যেত না, তিনি একেবারে ঠাকুরঘরের অন্তঃস্থলে। ঐ সময়টুকু একান্তভাবে মার—তিনি তখন অসূর্য্যম্পশ্যা জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি—ডুবে যেতেন সেইখানে—যেখানে তাঁর প্রাণের ঠাকুরের রাজত্ব। ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে দীক্ষার পর্ব্ব। তারপর মিছরীর একটু টুক্‌রো মুখে ফেলে জল খেতেন। দীক্ষার শেষে রান্নাঘরে ঢুকে বামুনকে রেহাই দেওয়া!

চিন্ময়ী ভবতারিণীর আর তাঁর যে শ্রেষ্ঠ সাধক আশুতোষ শ্রীরামকৃষ্ণ দুয়ের জন্যে মা ভোগ রান্না করতেন রান্নাঘরে বসে বসে। কত রকমের রান্না—কত তার উপকরণ। কি দিলে তৃপ্তি—কোন তরি তরকারির সঙ্গে ঠাকুরের নাড়ির যোগাযোগ—তারই জন্যে মা ব্যস্ত থাকতেন বেলা বারোটা-একটা পর্য্যন্ত রান্নাঘরে, ভোগের থালা শেষ যেন হ'ত না মার। ঠাকুরই বলতেন প্রায়ই একথা মেয়েদের লক্ষ্য ক'রে—'রাধলে মেয়েদের মন ভালো থাকে। সীতা রাঁধতেন, দ্রৌপদী রাঁধতেন, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী রাঁধতেন নারায়ণের জন্যে। মারও তাও। মর্ত্তভূমে তিনিই তো লক্ষ্মীরূপিণী দ্রৌপদী—তিনিই বা দল থেকে বাদ যাবেন কেন?

ঠাকুরকে খাইয়ে মন্দিরে ভোগ সাজিয়ে তারপর সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে মার যখন ফুরসত, তখন প্রায় দুটো কি আড়াই-টে! বেলা গড়িয়ে ঝুলে পড়ত তখন। সকলের বারণ—এরই জন্যে অম্বল ও আমাশার প্রকোপ—মার, কাকস্য পরিবেদনা। তিনি মা অন্নপূর্ণা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলকে না খাইয়ে কি ক'রে অন্ন তুলবেন নিজের মুখে? এরপর দু' একটী ঘণ্টার বিশ্রাম হ'ত মার। কিন্তু এই সময়েও স্মরণ-মননের কাজ কামাই ছিল না। দেখা যেত পাতলা দুটো ঠোঁট নড়ছে—অর্থাৎ ঠাকুরকে মন্ত্রের মাধ্যমে জাগিয়ে রেখেছেন। বিকেলে বসতেন বারান্দায় অথবা ছাদের বিস্তীর্ণতায়। নিশ্চুপ নিঃশব্দ হয়ে যেতেন সে সময়ে—একটী বিন্দুতে মিশে যেতেন তিনি!

রাত ন'টায় ঠাকুরকে খাওয়ানো—বিছানা পেতে শোয়ানো—পদপ্রান্তে জেগে বসে থাকা। রাত্রির গভীরতায় ও সুপ্তির জড়িমায় সুষুপ্ত প্রপঞ্চ জগত যখন—মা তখন শুতে যেতেন। শোয়ার আগেও সেই নিরবিচ্ছিন্ন ঠোঁট নড়া মার—সাকারভূত সারদামণি অনন্তের আরাধনায় মগ্ন হ'য়ে যেতেন! সেই সময়ে মার ছোট্ট ঐ ঘরের প্রান্তটুকু বৈকুণ্ঠে রূপান্তরিত হ'ত কি না কে জানে?

তেরশ উনিশ সালের ১৯শে কার্ত্তিক।

মা আবার বেরিয়ে পড়েন। সেই হা-হা করা শূন্যতা—সেই মরুভূমির ঊষরতা, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিরহে জলছেন দাউ দাউ করে। বেরিয়ে পড়েন মায়ামমতার বাঁধন ছিঁড়ে—দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়-মঠ, কামারপুকুর ছেড়ে। কোথাও যেন সজলতা নেই, খাঁ খাঁ করছে নিরাভরণ পৃথিবী।

বিশ্বনাথের বারাণসী—অন্নপূর্ণা আর শিবের ক্ষেত্র ঐ মহান তীর্থ-ভূমি। মা এসে আশ্রয় নেন এখানে। থাকবেন দু' একদিনের জন্যে নয়—একটানা আড়াই তিন মাস। শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের কাছা-কাছি নতুন-গড়া 'লক্ষ্মীনিবাস' ঐখানে মা এসে ওঠেন। সঙ্গে সেই ভক্ত পার্ষদবর্গ—যাঁরা উপগ্রহের ন্যায় মাকে ঘিরে থাকে সর্ব্বদা। একদিকে ভানুপিসী, গোলাপ-মা, কেদারের মা প্রভৃতি নারীবাহিনী আর একদিকে সন্ন্যাসের গৈরিক উত্তরীয় পরা ব্রহ্মানন্দ, তুরীয়ানন্দ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবানন্দ প্রভৃতি ব্যোমভোলা সন্তানগোষ্টি! মা যেন সব জিনিষের স্থিরভূমি—যেখানে তিনি সেইখানেই স্থায়িত্বের প্রশান্তি ছায়া!

কাশীর ডাক্তার নৃপেন্দ্রনাথ। মায়ের কাছে এসে ঝুলোঝুলি, সব ব্যয় সে একাই বহন করে ধন্য হবে। মা হেসে মাথায় হাত বুলিয়ে সম্মতি দেন।

কাশীখণ্ড শ্রবণ মার এই দ্বিতীয়বার কাশীতে এসে। সে এক বিরাট গ্রন্থসমাবেশ—এক দু'দিনে শেষ হওয়ার নয় মার তা শেষ করতে একমাস লেগে ছিল। সংস্কৃত স্তোত্রের বিন্যাস ঐ কাশীখণ্ডে—মা লেখাপড়া জানেন না, অথচ মনের অন্তঃস্থলে তা পরমকাব্য হয়ে প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ দাগ কেটে যায়। বোঝেন সব—বুঝিয়েও দেন সকলকে। রাত্রে গানের আসর বসত—কালীকীর্ত্তন, ভজন, সাধন-ভজনের গান সে সব। তখনকার দিনের প্রথিতযশা গায়ক-ভক্ত অঘোরনাথ রামপ্রসাদের ও কাশী-মহাত্মের গান শোনাতেন মাকে রোজ সকাল সন্ধ্যা গঙ্গাস্নান সেরে—মার চোখ দিয়ে মুক্তোর মত টপ্ টপ্ করে জল ঝরে পড়ত।

সকালবেলা—মা চলেছেন দশাশ্বমেধ-ঘাটে। স্নান সেরে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দেখে বাড়ী ফিরবেন! চল্‌তে চল্‌তে গৌরকান্তি এক অচেনা অনামী সাধুকে দেখতে পান। যেন প্রস্ফুটিত পদ্ম—রজনীগন্ধার শীষ যেন! থমকে দাঁড়িয়ে যান। এমন একটি সে দেখা যে তার কোন চুলচেরা হিসেব নেই। নানকপন্থী এক সাধু: কাশীতে এসেছে স্রোতের মুখে কুটোর মত ভাসতে ভাসতে। মা তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে কপালে ঠেকান। কি মনে করে নিলেন তা কে জানে? কোন মহাপুরুষের প্রতিফলন ঐ নানকপন্থীর ভেতর—তা মা-ই শুধু বুঝলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরো একবার। মনিকর্ণিকার কাছ বরাবর। এক উলঙ্গ নাগা সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালিয়ে বসে আছে—তোতাপুরীর আখড়ার মানুষ! মা তাঁরও পায়ের ধুলো মাথায় তুলেছিলেন। যাঁর পদরেণু নিয়ে সাধারণ মানুষের কাড়াকাড়ি—তিনিই অপরের পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকান। লোকশিক্ষার এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

অদ্বৈতাশ্রমে রাসলীলার আয়োজন—যেন বৃন্দাবনের ব্রজমাধুরীর আবহাওয়া। মা দেখছেন তন্ময় হয়ে, বিস্মিত হয়ে। শ্রীরাধা আর শ্রীকৃষ্ণ—দুটি ছেলের অভিনয়—সে অভিনয় নয় সে সেই বৃন্দাবনকেই অদ্বৈতাশ্রমে উপড়ে নিয়ে আসা। সেই মন্দির—সেই স্রোতস্বতী যমুনা—সেই নিকুঞ্জবন—সেই রাধারমণের মূর্ত্তি—মার সামনে সজীব প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে। অভিনয়ের শেষে মা ঐ দুটি বালকবেশী রাধাকৃষ্ণকে কোলের ভেতর টেনে নেন। স্বীকারক্তির কথা উচ্চারিত হয় মার মুখ থেকে—আসল নকল এক দেখলুম।

এক মাড়োয়ারীদের মেয়ে—জলে পুড়ে যাওয়া এক বউ—মাকে চেপে ধরে! সেই কথা—শান্তি নেই কোথাও—তুমি আমারও মা, শান্তিদায়িণী তুমি, শান্তি দাও! বহ্নিকণা দাও জুড়িয়ে। সঙ্গে একটি বাঙ্গালী মেয়ে। বলে দেয়—"ওর সময় নেই এতটুকু। সংসারী, পাঁচ পাঁচটা ছেলের মা। গোয়াল ঘরে সেবা করেন গরুর আর ধ্যান করেন। একটি শব্দ—সোঽহং কেবল শুনতে পান। আশ্বাস দিয়ে বলেন—ওর কুলকুণ্ডলিনী জেগেছে। দীক্ষাটি হ'লেই সব হ'য়ে যাবে। কাশীতে শিব-গুরু এজন্য মা কাউকে এখানে দীক্ষা দেন না। জয়রামবাটী কি কলকাতায় যেতে বলেন।

এমনি কত মানুষ—নর ও নারীর এক বৃহৎ গোষ্ঠী—ঐ কাশীতে সাক্ষাৎ ভগবতীর পদপ্রান্তে বসে বসে বৈতরণী পার হ'য়ে গেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা সেখানেও সর্ব্বআশ্রয়ের মধ্যে মহীরুহের পত্রচ্ছায়া হয়েছিলেন—যারাই এসেছে তারাই স্নিগ্ধ হ'য়ে গেছে।

কলকেতায় ফিরে এসে আবার যতরাজ্যের মায়ার বেড়াজালে পড়ে যান মা। যতদিন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের অধিকার, ততদিনই তাঁর পার্থিব জ্বালার আগুনে জ্বলে যাওয়া। খবর এল—রাধির ছেলেপুলে হবে। তাঁর শরীর খারাপ।

তাঁর কোলে পিঠে মানুষ করা রাধুকে আনা হল। রোগাপট্‌কা চেহারা—মাথায় একমাথা চুল, পেট্‌টা বড়, গলার দুটো কণ্ঠা যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। রাধুর শরীর চিরকালই ঐ—তার শরীরকে কেন্দ্র করে সবরকমের রোগের বেসাতি। একটা সারল তো আর একটা। মা নিজের খাট্‌ ছেড়ে দিলেন রাধুকে ভূমিতলে আশ্রয় নিলেন তিনি। সুরু হ'ল টোট্‌কা টুট্‌কী, ঝাড়-ফুঁক, অন্যান্য চিকিৎসা! মা অনেক সময় বলতেন, রাধুর অসুখের জন্যে সব ঠাকুরকে বল্লুম, কিছু হল না। কত ডাক্তার কবরেজ এল—তাদেরই সুবিধে হ'ল।

শরৎ মহারাজের কুষ্ঠি বিচারের সিদ্ধান্ত হল—প্রসব সাধারণ হবে না: বিপত্তি একটা ঘটবেই। মার চিন্তা ভীষণ। প্রাণপণে জানালেন ঠাকুরকে! প্রসবের সময় ভাল ভাল ডাক্তার অভিমত জানালেন। এরকম সুপ্রসব এরকম বিপরিত অবস্থায় বড় একটা দেখা যায় না। অস্ত্রোপচার যেখানে একমাত্র পথ—রাধুর প্রসব হ'ল বিনাঅস্ত্রে। ঠাকুরের দয়া আর মায়ের প্রার্থনা—রাধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে না তো হবে কে!

রাধুর স্বামী মন্মথকে নিয়েও মার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। বড় লোকের ছেলে বিলাস ব্যসনের মধ্যেই সে মানুষ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরামপ্রিয়তাই তার সাত্ত্বিকবুদ্ধির সমাধি ছিল। কতবার কতসময়ে তার সেচ্ছাচারিতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—মা উদাসীন দৃষ্টি দিয়েই সে সব বিচার করতেন আর সহ্য করতেন। বলতেন—সময়ে তার সব শুধ্‌রে যাবে।

শোধরাণোর পথও এল একদিন—মন্মথের সামনে একদিন সত্যের পথও খুলে গেল। সকলে ভবনদী পার হল আর সেই অন্ধকারে পড়ে থাক্‌বে—জ্যোতির্ম্ময়ের সন্ধান সে কি নেবে না? একদিন মাকে ধরল মন্মথ, বল্লে—আমাকে জ্ঞান দাও মা—আমার পথ বলে দাও তুমি। মার ঐ কথা—তোমাকে মেয়ে দিয়েছি, তোমাকে আবার মন্ত্র দেব কি ক'রে বাছা। কুলগুরু যে চটে যাবে আর সে চটা মানেই তোমার অকল্যাণ। তুমি আমাকে জ্ঞানগুরু করো।

মন্মথ শোনে না—সে আসল মন্মথের সন্ধান পেতে যায়। স্বর্গের সন্ধান সে নেবেই। নাছোড়বান্দা মন্মথ। তার মন্ত্র চাই—দীক্ষা চাই—সমাহিত মতির আলোকজ্জ্বলে পথে নিয়ে যেতে হবে।

অবশেষে অনন্যপায় মা। মন্ত্র দিলেন তিনি। বলছিলেন,—রাধুর কুষ্ঠিতে বৈধব্য-যোগ আছে। ঠাকুরকে স্মরণ করে মন্ত্র দিলাম, তাঁর নামে বিধির বিধান কাটা যায়। আমার নরেন বলত—অবতার কপালমোচন। মন্মথ তরে গেল মুক্ত হ'ল সে।

কালীঘাটে পূজো দিতে গেলেন একদিন মা। সঙ্গে অনেকে। সে যাওয়া প্রথম নয়—অনেকবারই গেছেন তিনি। কিন্তু সে দিন যা ঘটে গেল তা মা-রও অজ্ঞাত ছিল।

পূজো সেরে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এলেন মা। হাতে—বিল্বপত্র, সন্দেসের প্রসাদী চুপড়ী আর সিঁদুর। ইচ্ছে হ'ল কোন এয়োতীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সীমন্তে ঐ সিঁদুর দিয়ে সধবার শাশ্বত মূর্ত্তিটি দেখবেন। মন্দিরের সিঁড়ী বেয়ে নেমে আসতেই মার চোখে পড়ল গৌরাঙ্গী একটি তরুণীকে—মাথার সীমন্তে সিন্দুর লেখা জলজল করছে তার। মা একটু হেসে মেয়েটিকে ডেকে কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিলেন। যন্ত্রনাসূচক মুখের চেহারা হ'ল মেয়েটির—কোথায় যেন লাগল তাঁর—মুখটা সরিয়ে নিল সে মেয়েটি।

কেমন যেন হয় মা-র—মাথাটা ঘুরে ওঠে—ঝিমঝিম করে ওঠে শরীরটা। কি দেখলেন—কাকে দেখলেন, সিঁদুর পরালেন কোন মেয়েকে? স্পষ্ট দেখলেন মা—মেয়েটির ত্রিনয়ন—মাথার ওপর ভ্রূর মধ্যিখানে একটা পদ্মপলাশ চোখ—মা ভুলে চোখের ওপরেই সিঁদুর পরিয়েছেন। তাই যন্ত্রণায় মেয়েটি মাথা সরিয়ে নিল। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়—আর যোগাযোগের আকস্মিকতায় মা চোখ বুজে ফেলেছিলেন। সে ভাবটা যখন কেটে গেল তখন সেই মেয়েটি আর নেই—কর্পূরের মত বাতাসে মিশে গেছে।

ত্রিনয়নী মা কালীকে স্বয়ং দেখলেন মর্ত্তভূমের দক্ষিণাকালী সারদামণি।

সাকার দেখলেন নিরাকারকে—নিরাকার দেখলেন সাকারকে। দুয়ে দুয়ে চার মিলে গেল!

যোজনব্যাপী এক অন্তহীন প্রান্তর—সেই প্রান্তরে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর ফুল আর ফুল—ফুলেরই বন সুষমাসমৃদ্ধ এক স্বর্গ প্রান্তর। অনামী এক পথিকের যদি পথপরিক্রমণা হয় সেই প্রান্তরের বুকের ওপর দিয়ে—তাহ'লে তার পক্ষে কি সম্ভব সে ফুলের ক্রমিকসংখ্যা গননার? সে কি বলতে পারে ঐ ফুল কত ফুল—সেই ফুলের কত নাম। নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপতে গিয়ে যেমন গলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাওয়া—সে পথিকেরও সেই বিভ্রান্তি—সেই অসীমে মিশে অনড় অচল অবস্থা!

মার জীবন ইতিহাসও সেই সহস্রকোটি নামী-অনামী ফুল দিয়ে সাজানো এক অন্তহীন প্রান্তর। সাধ্য কি আমার এই প্রান্তর দিয়ে যেতে যেতে ফুলের সংখ্যা গুনব—তার হিসেব রাখব? এ' অচিন্তনীয় ও অসাধ্য। আমি যোজনব্যাপী ঐ প্রান্তরের দিকচক্রবাল হারিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে যেতে পারি—কিন্তু কোন ফুল কত দেখলাম তার বিশ্লেষণে আমি আসব কি ক'রে?

অথবা!

অনেক সময়ে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে বেরিয়ে মাঝ-রাতের আকাশটার দিকে চোখ পড়ে যায় আমার। দেখি বিরাট এক মহাব্যোমের মহাকাশের গায়ে লক্ষকোটি তারা আর তারার ও নিহারীকার মায়াজাল—এক আজীবন সাধক শিল্পী যেন বিশ্বপ্রসবিনীর বেনারসী সাড়ীর অঞ্চল প্রান্তে হাজার হাজার চুমকী বসিয়ে দিয়েছে।

ভেবে পাই না ঐ আকাশটা কার—ঐ তারাগুলো কার সৃষ্টি—সেই শিল্পীর কি নাম…।

এও ভাবি—তারার ঐ মিছিল—ওর সংখ্যা কত?

ভাবতে ভাবতে আকাশ ও তারা এক হ'য়ে যায়।

সুদক্ষিণা মা—গদাধর-সহধর্মিণী কৃপাসাগরী সারদামণিও সেই মহাব্যোমের মহাকাশ। যে ব্যোমের অবয়বে ঐ আকাশ সৃষ্টি সে ঐ পরম পুরুষ আত্মভোলা আশুতোষ শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁরই মধ্যে অদৃশ্য বিধাতাপুরুষের চুমকীর মত মার জীবনে সংখ্যাহীন কল্যাণ কর্ম্মের তারা বসান। কত তারা গুন্‌ব…আমি—কত নীহারীকার খোঁজ নেব?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার জ্বর আর যায় না। একটানা জ্বর—সেই জয়রামবাটি থেকে সেই যে ধরল অসুখ—আর গেল না!

কৃশ থেকে কৃশতর—সজলতা থেকে একটু একটু করে মরুভূমির শুষ্কতা। মা যেন তার সামর্থের ভাণ্ডার থেকে প্রত্যেকটি পাই-পয়সা খরচ করে ফেলেছেন।

কত বড় বড় ডাক্তার। শ্যামাদাস বাচস্পতিকে ডাকা হ'ল—নামডাকে যাঁর একাধিপত্য। মাকে দেখলেন ভালো করে। ঔষধ দিয়ে গেলেন ভেবেচিন্তে: বলে গেলেন, ভালো হ'য়ে যাবেন মা।"

কিন্তু জ্বালা—সে জ্বালা আর যায় না। কে যেন মার গোটা দেহে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। গায়ে হাত দিলে দেখা যায়—সব পুড়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার কাঞ্জিলাল এলেন। বলে গেলেন ভাত চলবে না—তার বদলে অন্য কিছু। তাই হ'ল—ভাতের বদলে এল দুধ, সাবু বার্লি—খুই-এর মণ্ড।

ফলে হ'ল কি মা যেটুকু খাচ্ছিলেন—তাও উঠে গেল! গলা দিয়ে নামতে চায় না কোন কিছু। সব আটকে যায় যেন।

মা ঘোষণা করলেন: "আমি মন তুলে নিয়েছি। রাধু আর তার ছেলে কেউ নয় আমার।"

ভক্তদের লক্ষ্য ক'রে বল্লেন—"দেখ মা, আমি বা আমরা সব বৃদ্ধ হয়েছি। দেখ নি বটগাছগুলো বুড়ো হলেও মরে না—তার থেকে ঝুরি নামে আর মাটির সঙ্গে যোগাযোগ হ'য়ে রসপুষ্ট হয়। তোমরা রইলে সেই গাছের ঝুরি।"

সব শুনলেন শরৎ মহারাজ। বল্লেন—"তবে আর মাকে রাখা গেল না। রাধুর থেকে যখন মন তুলে নিয়েছেন, তখন আর কোন আশা নেই!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরও তাই বলেছিলেন : "ঐ রাধুই ওকে মাটিতে ধরে রাখবে কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্যে। যেদিন তার থেকে মন চলে যাবে, সেইদিন ও আর থাকবে না।" রোগপাণ্ডুর মুখখানি মার—যেন জগৎজোড়া অন্ধকারের ভেতর ঊর্দ্ধমুখী শিখার মতো জ্বলে আছেন। দুনিয়ার সকল ভাবসাম্য ঐ একটি সুতোর ওপর ঝুলে আছে। একটা অব্যক্ত সীমাহীন কাতরানি, একটি সকরুণ মিনতি নিয়ে যে মা ঠাকুরের একটি ছবি বুকের ওপর রেখে বলতেন : "ঠাকুর, তোমার কাছে আমি যাব—আমাকে তুমি নাও"। তিনিই বলে উঠ্‌লেন সম্রাজ্ঞীর দণ্ড উঁচিয়ে। "ঠাকুরের ছবি আমার ঘর থেকে সরিয়ে পাশের ঘরে নিয়ে যাও। এর পর তো আমার কল-ঘরে যাওয়া চলবে না—এখন এ ঘ'রে আর ঠাকুর থাকবে কি করে? আর বিছানা খাট থেকে নামিয়ে মেঝের ওপর রাখ তোমরা।"

কিন্তু মানুষের মন—তার হদিশ মেলা ভার। বুঝেও বোঝে না —কালরাত্রির করালদ্রংষ্টা রেখার আর দেরী নেই : শেষ হয়ে যাবে সব—নিভে যাবে জ্যোতিঃকণা!

কত কি করা হ'ল মার জন্যে। আপ্রাণ চেষ্টার ত্রুটি হ'ল না কোথাও। স্বস্ত্যয়ন করা হ'ল বারাসতের শ্মশানে—পাঁচ মহাবিদ্যার অর্চনা হ'ল, গ্রহপূজা হ'ল পাঁচ পাঁচটি গ্রহের। বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীতলায় শতসহস্র চণ্ডীপাঠ হ'ল।

কিন্তু ব্যর্থ হ'ল সব। শরৎ মহারাজকে ব'লে গেলেন—শরৎ, এরা সব রইল। আমার যোগেন, গোলাপ—আমার সকলে।

রাধুর দিকে চেয়ে বল্লেন—"এখানে তুই আর থাকিস না। জয়রামবাটিতে চলে যা। আমি বলছি, চলে যা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোলাপ-মা বলে ওঠে: "পারলেন মা রাধুকে যাওয়ার জন্যে বলতে? ওকে ছেড়ে থাকতে পারবেন?"

নির্লিপ্ত—উদাসীনের উদাসীনা মা। সিদ্ধান্তের চরম স্বরটি ফুটে ওঠে মার গলায়—"খুব পারব।"

নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা নিভতে থাকে একটু একটু করে। কাঁপতে থাকে সেই শিখা—প্রদীপের ওপর দমকা বাতাস এসে যেন ঝাপটা দিয়ে যায়।

১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ, মঙ্গলবার ঐ কম্পমান শিখাটি দপ্ করে নিভে যায়। মা মহাসমাধিতে নিমগ্ন হয়ে যান ঐ দিনের ১৬ দণ্ড, ৫৩ পল সময়ে।

মার তিরোভাবের আগে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন মাকে—"মা, সব অবতারেই কি এসেছেন বা আসবেন।" মা উত্তর দিয়েছিলেন সর্ব্ব আশ্বাসের স্বরে—"হাঁ, বাবা।" বিবেকানন্দেরও সন্দেহ মিটিয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুর ঐ মারই মত—"যে রাম, যে কৃষ্ণ —সেই রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়।"

যে ঐতিহাসিক স্বীকারোক্তি মার আর ঠাকুরের তা ব্যর্থ হওয়ার নয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর বুকে প্রয়োজনের সময় তাঁরা আসবেন আলোকবর্ত্তিকা হয়ে—মন্দাকিনী ও অলকানন্দা হ'য়ে। তারা আসবেন—এত বড় প্রামাণিক সত্য বোধহয় দুনিয়ায় অন্য কোথাও নেই।

মা সারদামণি আসবেন আবার। কল্যাণময়ী হ'য়ে, প্রাণদায়িনী হ'য়ে বিশ্বপ্রসবিনী হয়ে—বৈরীবিমর্দ্দিনী হ'য়ে।

তিনি না এলে আমাদের চোখের জল সাড়ীর অঞ্চলভাগ দিয়ে কে পোছাবে? কে বলবে—"তোমার সর্ব্বকলুষ আমি তুলে নিলাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের মধ্যে ? গ্রহণ করলাম তোমার সকল গ্লানি ও পাপের বোঝা। তুমি নির্ম্মল, তুমি উদার—তোমার সকল কল্যাণের পথ এঁকে দিলাম আমি তোমার সামনে"।

ঝলসানো আকাশের তলায় ঠিক দুপুরে চাতক পাখী কেঁদে কেঁদে ফেরে—ফটিক জল, ফটিক জল। তার কান্না একটি ফোটা জলের জন্যে…।

আমরাও সেই চাতক পাখী। বুক জোড়া কান্না আর মৃগতৃষ্ণিকা বাউণ্ডুলে ছন্নছাড়ার মত ডেকে ডেকে ফিরছি—"মা কোথায়, মা কোথায়।"

সম্ভাবামি যুগে যুগে।

ঠাকুর আসবেন। মা আসবেন।

তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/432

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/432

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাপদ সরকার

মূল্য-প্রতিলিপি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi